একজন মুজাহিদের বই
আব্দুলাহ শামিল আবু ইদ্রিস

একজন মুজাহিদের বই

একজন মুজাহিদের বই

লেখক- আব্দাল্লাহ শামিল আবু ইদ্রিস

(শামিল বাসায়েভ)
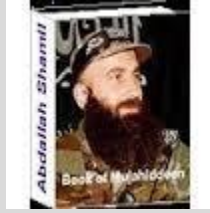
অনুবাদকঃ অপরিচিত

অপরিচিত প্রকাশ

বই পরিচিতি

আজকাল জিহাদের মত পবিত্র শব্দও কেমন যেন নিষিদ্ধ শব্দে পরিণত হয়েছে। কথা বলতেই তাই অস্বস্তি লাগে। কিন্তু কিছু বই সাধারণ মানুষের জন্যও উপকারী; সে মুজাহিদ হোক বা না হোক। এরকম আত্ম-উন্নয়নমূলক বই প্রতিটি মুসলিমের সংগ্রহে থাকার যোগ্যতা রাখে। শামিল বাসায়েভ [রাহঃ] খুবই আত্মসম্মানবোধ নিয়ে চলতেন; যেভাবে সাহাবীরা চলতেন; যেমন একজন মুসলিমের হওয়া উচিত। ইকোনোমিস্টকে দেয়া একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, “সারা পৃথিবীর মানুষ আমার মুখে থু থু ছিটালে, আমিও তাদের মুখে থু থু ছিটাবো”। এই ছিলেন শামিল বাসায়েভ, যে কখনও মাথা নুয়াবে না। টেলিগ্রাফ পত্রিকার মতে, সে তার নিজ জনগণের নিকট একজন বীর। চেচেন ইশকেরিয়া প্রজাতন্ত্র তাকে দিয়েছে জাতীয় সর্বোচ্চ সম্মানঃ "K'oman Siy" (জাতির সম্মান) ও "K'oman Turpal" (জাতির বীর)। তার কাছ থেকে নিজের চরিত্র সংশোধনের শিক্ষা নেয়া যেতেই পারে। নিজের আখলাক সুন্দর করতে চাইলে বইটি ‘রিয়াযুস সালিহীন’-এর সহায়ক হিসাবে পাশে রাখা যেতে পারে। প্রায় ৭০ টি চারিত্রিক গুণ নিয়ে নসীহাত আছে এখানে। প্রতিটি মুসলিম বইটি থেকে লাভবান হবে। ইনশাআল্লাহ।

কপিরাইট নোটিশ

প্রকাশকের কথা

ইবনে তাইমিয়া [রাহঃ] এর ‘জিহাদের ধর্মীয় ও নৈতিক তত্ত্ব’ বইয়ের পর আরেকটি অসাধারণ বই প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত। Goodreads এ বইটির রেটিং ৩.৩৮। অথচ পাওলো কোয়েলহো-র মত পৃথিবীখ্যাত লেখকের Warrior of the light এর রেটিং ১৯৯৭ সালে ৩.৬৯, ২০০৮ সালে ৩.৮৩। দ্বীনি বই কখনও এরকম রেটিং পায় কিনা আমাদের জানা নেই।

প্রকাশকের তথ্য

https://archive.org/details/@fraud_boy_yahoo_com

Table of Contents

অনুবাদকের কথা

নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর কাছে সাহায্য চাই, তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি, এবং আমরা আমাদের অনিষ্ট ও আমাদের পাপের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে পথ দেখান কেউ তাকে বিপথে নিতে পারে না, এবং আল্লাহ যাকে বিপথগামী করেন কেউ তাকে পথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কেউ ইবাদাতের যোগ্য নয়, তাঁর কোন শরীক নেই, এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল, যে [ইসলামের] সংবাদ প্রচার করেছেন ও দায়িত্ব [আল্লাহর] পালন করেছেন, এবং মুসলিম উম্মাহকে নসীহাহ দিয়েছেন ও আল্লাহর পথে যুদ্ধ করেছেন যেভাবে তাঁর করা উচিৎ ছিল। এবং তিনি আমাদের মাঝে নেই, সালাত ও সালাম তাঁর জন্য ও সিরাতুল মুস্তাক্বীমের উপর- যার দিবা-রাত্রি একই রকম, ধ্বংসপ্রাপ্ত ছাড়া কেউ তা ত্যাগ করে না।

আমি শেষ পর্যন্ত আমির আব্দুল্লাহ শামিল আবু ইদ্রিস [রাহঃ]-এর বই 'Book of a mujahideen' **অনুবাদ করতে সক্ষম হয়েছি। বইটি আরও আগে অনুবাদ শেষ করার কথা ছিল। সূরা নিসা-তে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,**

৫৮. (হে ঈমানদার ব্যক্তিরা,) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন, তোমরা আমানতসমূহ তাদের (যথার্থ) মালিকের কাছে সোপর্দ করে দেবে, আর যখন মানুষের মাঝে (কোনো কিছুর) ব্যাপারে তোমরা বিচার ফয়সালা করো তখন তা ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতে করবে; আল্লাহ তায়ালা তোমাদের যা কিছু উপদেশ দেন তা সত্যিই সুন্দর! আল্লাহ তায়ালা সবকিছু দেখেন এবং শোনেন।

৫৯. হে ঈমানদার মানুষেরা, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, আনুগত্য করো (তাঁর) রসুলের এবং সেসব লোকদের, যারা তোমাদের মাঝে দায়িত্বপ্রাপ্ত, অতপর কোনো ব্যাপারে তোমরা যদি একে অপরের সাথে মতবিরোধ করো, তাহলে সে বিষয়টি (ফয়সালার জন্যে) আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুলের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও, যদি তোমরা (সত্যিকার অর্থে) আল্লাহর ওপর এবং শেষ বিচার দিনের ওপর ঈমান এনে থাকো! (তাহলে) এই পদ্ধতিই হবে (তোমাদের বিরোধ মীমাংসার) সর্বোৎকৃষ্ট উপায় এবং বিরোধপুর্ণ বিষয়সমুহের ব্যাখ্যার দিক থেকেও (এটি) হচ্ছে উত্তম পন্থা।

সুনানে আবু দাউদে আছে,

٤- بَاب فِي دَوَامِ الْجِهَادِ

অনুচ্ছেদ – ৪ ঃ জিহাদ অব্যাহত থাকবে

٢٤٨٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ حَتَّى يُقَاتِلَ آخِرُهُمُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ " .

صحيح

২৪৮৪। 'ইমরান ইবনু হুসাইন (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের একটি দল সর্বদা সত্যের পক্ষে জিহাদ করতে থাকবে এবং তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবে। অবশেষে তাদের সর্বশেষ দলটি ঈসা (আ)-এর নেতৃত্বে দাজ্জালের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে।
সহীহ।

হাদিসের 'ইউক্বতিলুনা' শব্দের অনুবাদ করা হয়েছে 'জিহাদ', অনুবাদ সঠিক নাকি ভুল তা আলোচনার বিষয় নয়। অন্তত এটা নিশ্চিত যে, 'ক্বতল' মানে 'হত্যা করা'। অর্থাৎ, এই উম্মাত সর্বদা সত্যের উপর হত্যা করতে থাকবে। সুতরাং, কলমের বা মুখের জিহাদ বলে এড়ানোর কিছু নেই। আমি ভাবছিলাম, এই বই অনুবাদ করে লাভ কি? এদেশে জিহাদের তেমন কোন কর্মকাণ্ড নেই। পরে মনে হল,

গাজওয়ায়ে হিন্দ সম্পর্কে কাব রা. থেকে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন,

يبعث ملك في بيت المقدس جيشا إلى الهند فيفتحها فيطئوا أرض الهند ويأخذوا كنوزها فيصيره ذلك الملك حلية لبيت المقدس ويقدم عليه ذلك الجيش بملوك الهند مغللين ويفتح له ما بين المشرق والمغرب ويكون مقامهم في الهند إلى خروج الدجال

অর্থাৎ, 'বায়তুল মাকদিসের একজন বাদশাহ হিন্দুস্তানে বাহিনী প্রেরণ করবেন। তারা হিন্দুস্তান বিজয় করবে। তারা হিন্দুস্তানের ভ‚মি চষে বেড়াবেন। হিন্দুস্তানের সম্পদ নিজেরা দখল করবেন। বাদশাহ সে সমস্ত সম্পদ বায়তুল মাকদিস সজ্জিত করার কাজে লাগাবেন। এ বাহিনী হিন্দুস্তানের বাদশাহদের বেড়ি লাগিয়ে বায়তুল মাকদিসের বাদশাহর নিকট প্রেরণ করবে। এ বাহিনী পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যবর্তী পুরো এলাকা বিজয় করবে। দাজ্জাল বের হওয়া পর্যন্ত তারা হিন্দুস্তানে অবস্থান করবে।

সূত্র : কিতাবুল ফিতান : ১২৩৫ নুয়াইম বিন হাম্মাদ আল মারওয়াজি লিখিত, সুমাইর আমিন তাহকিককৃত, মাকতাবাতুত তাওহিদ, কাহেরা থেকে প্রকাশিত।

حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَالِمٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ لُقْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الْوُصَابِيِّ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى بْنِ عَدِيٍّ الْبَهْرَانِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عِصَابَتَانِ مِنْ أُمَّتِي أَحْرَزَهُمُ اللهُ مِنَ النَّارِ: عِصَابَةٌ تَغْزُو الْهِنْدَ، وَعِصَابَةٌ تَكُونُ مَعَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ

রসূল(স) বলেন, আমার উম্মাতের দুইটি দলকে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করবেন। একটি দল যারা হিন্দুস্থানের জিহাদ করবে এবং আরেকটি দল যারা ঈসা ইবনে মারইয়াম(আ) এর সাথে থাকবে। (নাসাঈ, হা/৩১৭৫; মুসনাদে আহমাদ, ৫/২৭৮, হা/২২৩৯৬)

তাহক্বীক্ব:

ইমাম নাছিরুদ্দীন আলবানী বলেন, হাদীছটি ছহীহ। (নাছিরুদ্দীন আলবানী, তাহক্বীক্ব নাসাঈ, হা/৩১৭৫)

ইয়াসির হাসান বলেন, হাদীছটি হাসান। (ইয়াসির হাসান, তাহক্বীক্ব নাসাঈ, হা/৩১৭৫)

শু'আইব আরনাউত্ব বলেন, হাদীছটি হাসান। (শু'আইব আরনাউত্ব, তাহক্বীক্ব মুসনাদে আহমাদ, ৫/২৭৮, হা/২২৩৯৬)

হামযাহ আহমাদ যাঈন বলেন, এর সানাদ দুর্বল আবু বাকর ইবনুল ওয়ালীদ যুবাইদী এর কারণে। (হামযাহ আহমাদ যাঈন, তাহক্বীক্ব মুসনাদে আহমাদ, ৫/২৭৮, হা/২২২৯৫)

হাফিয যুবাইর আলী যাঈ বলেন, হাদীছটি হাসান। (যুবাইর আলী যাঈ, তাহক্বীক্ব নাসাঈ, হা/৩১৭৭)

এই হাদীছের রাবী আবু বাকর ইবনুল ওয়ালীদ যুবাইদী কে অনেকে মাজহূল বলেছেন। কিন্তু তার ব্যাপারে ইমাম সুফিয়ান ছাওরী বলেন, তিনি ছিক্বাহ। (ইয়াক্বূব ইবনে সুফিয়ান আল-ফারিসী, কিতাবুল মা'রিফাতি ওয়াত-তারীখ, ৩/১০০)

ইমাম ইবনে হিব্বান তাকে ছিক্বাহ বলেছেন। (ইবনে হিব্বান, আছ-ছিক্বাত, ৬/৪৭৮, রাবী নং ৮৬৭৮)

ইমাম আবু বাকর মুহাম্মাদ ইবনে মূসা আল-হাযিমী ইমাম যুহরীর ছাত্রদেরকে 'ত্বাবাক্বাতুহু ছানিয়াহ' তে উল্লেখ করেছেন এবং তাদের সম্পর্কে বলেছেন যে, তারা মুসলিমের শর্তের উপর রয়েছেন। (মুহাম্মাদ ইবনে ত্বাহির আল-মাক্বদিসী ও আবু বাকর মুহাম্মাদ ইবনে মূসা আল-হাযিমী, শুরূত্বুল আইম্মাতিস সিত্তাহ ও শুরূত্বুল আইম্মাতিল খামসাহ, পৃঃ ৫৭)

উক্ত রাবী ইমাম যুহরী এর ছাত্র। (মিযযী, তাহযীবুল কামাল, রাবী নং ৭২৬১)

সুতরাং, আবু বাকর ইবনুল ওয়ালীদ যুবাইদী মাজহূল নন বরং হাসানুল হাদীছ। আলহামদুলিল্লাহ

এছাড়াও আবদুল্লাহ ইবনে সালিম তার মুতাবাআ'ত করেছেন। (মুসনাদে আহমাদ, ৫/২৭৮, হা/২২৩৯৬)

আর আবদুল্লাহ ইবনে সালিম ছিক্বাহ ছিলেন। (মিযযী, তাহযীবুল কামাল, রাবী নং ৩২৮৫)

সুতরাং, এই হাদীছটির সানাদ হাসান। আলহামদুলিল্লাহ

অতএব, আসন্ন জিহাদের জন্য আমাদের প্রস্তুতি নেয়া উচিত। এই কিতাব প্রত্যেকের একবার শেষ করার পরে, নিয়মিত ১ পৃষ্ঠা পড়ে স্মরণে রাখলে ভাল। কিতাবের সকল ফুটনোট অনুবাদকের।

কুরআনের অনুবাদের জন্য আল কোরআন একাডেমী লন্ডন থেকে হাফেজ মুনির উদ্দীনের অনুবাদ অনুসৃত হয়েছে। তাফসীর নেয়া হয়েছে, আহসানুল বায়ান ও তাফসীরে আবু বকর যাকারিয়া থেকে। হাদিসের ব্যাখ্যা মিশকাতুল মাসাবীহ থেকে। আর সমস্ত ফুটনোট অনুবাদকের। মূলগ্রন্থে কোন ফুটনোট নেই। এ গ্রন্থ

পাঠে পাঠক সমাজ উপকৃত হলে পরিশ্রম স্বার্থক মনে করবো। সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহর নিকট আকুল আবেদন; তিনি যেন খালেসভাবে ইহাকে কবূল করেন এবং এই গ্রন্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য দুনিয়ার কল্যাণ ও আখেরাতে নাজাতের ওসীলা করে দেন। আমীন!

رَبَّنَا اغْفِرْلِیْ وَلِوَالِدَیَّ وَلِلْمُؤْمِنِیْنَ یَوْمَ یَقُوْمُ الْحِسَابِ.

অনুবাদক

অপরিচিত

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

লেখকের ভূমিকা

সকল প্রশংসা বিশ্বসমূহের মালিক আল্লাহর যিনি আমাদের মুসলিম হিসাবে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর সোজা পথে জিহাদের বিধানের দ্বারা আমাদের ধন্য করেছেন!

প্রিয় নবী মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবার, তাঁর সাহাবী এবং কিয়ামাত পর্যন্ত যারা সরল পথের অনুসরণ করে তাদের উপর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক!

এবং অতঃপর,

আমি যা লিখেছি তার কিছু যদি কুরআন মাজীদ ও রাসূল [ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] এর সুন্নাহর অনুরূপ না হয়, তাহলে আমি আমার দাবি পরিত্যাগ করছি এবং আল্লাহর নিকট আমার অজ্ঞতাজনিত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

এবং অতঃপর,

মুজাহিদ সে তো রণভূমে বীর যোদ্ধা

যত থাকুক রুশীয় অপবাদ,

আর সে বেঁচে থাক বা অবাধে মরে যাক

সাথে থাকুক রবের আশীর্বাদ![1]

---

[1] মূল ইংরেজি বাক্য-

গত বছরে মার্চের শেষে আমি দুই সপ্তাহ অবসর পেয়েছিলাম। তখন একট কম্পিউটার ও পাওলো কোয়েলহো[2] রচিত "soldier of the Light: A Manual" [আলোকের মুজাহিদঃ একটি সারগ্রন্থ] বইটি হাতে পাই। আমি বইটা থেকে মুজাহিদদের জন্য কিছু কল্যাণ আহরণ করতে চাচ্ছিলাম এবং তাই আমি অধিকাংশ বইটা পুনরায় লিপিবদ্ধ করি আর অতিরিক্ত অংশ বাদ দিই এবং আয়াত, হাদিস ও সাহাবীদের জীবনী দ্বারা সমৃদ্ধ করি।

আমি কেবল আল্লাহর রহমতের আশায় এবং মুজাহিদরা তাদের নিজেদের জন্য ও জিহাদের জন্য কল্যাণ লাভ করবে এই আশায় বইটি লিখেছি।

এবং আল্লাহ ব্যতীত কোন শক্তি নেই এবং কারো ক্ষমতাও নেই। আল্লাহ সুমহান! [আল্লাহু আকবার]

মার্চ, ২০০৪

One Mujahid is a Warrior on battlefield
In spite of all Russian stories,
And may Allah bless you
To live and to die free!
পঙক্তির মানে এটাও হতে পারে যে, রুশীয় রূপকথার বীর যোদ্ধা থেকেও মুজাহিদরা সাহসী। আবার এটাও হতে পারে যে, রাশিয়ানরা মুজাহিদদের নামে মিথ্যা গল্প বানাচ্ছে, কিন্তু আল্লাহর সাহায্য মুজাহিদদের সাথেই আছে।

[2] 'দ্য এ্যালকেমিস্ট' বইয়ের জন্য বিখ্যাত। বইটি আন্তর্জাতিক বেস্ট সেলারে ছিল ও বিশ্বব্যাপী ২৫ মিলিয়নেরও বেশি কপি বিক্রি হয়।

জিহাদ

সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেন,

২১৬. (ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও অন্যায় নির্মূল করার জন্যে) যুদ্ধ তোমাদের ওপর ফরয করে দেয়া হয়েছে, আর এটাই তোমাদের ভালো লাগে না, কিন্তু (তোমাদের জেনে রাখা উচিত,) এমনও তো হতে পারে যা তোমাদের ভালো লাগে না, তাই তোমাদের জন্যে কল্যাণকর, আবার (একইভাবে) এমন কোনো জিনিস, যা তোমাদের খুবই ভালো লাগবে, কিন্তু (পরিণামে) তা হবে তোমাদের জন্যে (খুবই) ক্ষতিকর; আল্লাহ তায়ালাই সবচাইতে ভালো জানেন, তোমরা কিছুই জানো না।

[সূরা বাক্বারাহ][3]

জিহাদ হচ্ছে আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করার লক্ষ্যে সরাসরি অংশগ্রহণ বা আর্থিক সাহায্য, আহতের সেবা অথবা খাদ্য সরবরাহ বা বুদ্ধিবৃত্তিক সহায়তাদানের দ্বারা অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধে শক্তি ও ক্ষমতা ব্যয় করা।[4]

3

ইসলাম যেহেতু স্বভাব ও প্রকৃতির বিধান। তাই এই ফরয আদায় করা যে স্বাভাবিকভাবেই কষ্টকর, তা অস্বীকার করে না এবং তাকে খাটো করেও দেখে না। আর মানুষের মন যে এই কাজটিকে স্বভাবতই কঠিন মনে করে ও অপছন্দ করে, সেটাও সে অগ্রাহ্য করে না। স্বভাব ও প্রকৃতির দাবী সম্পর্কে ইসলাম কোনো বিতর্কে লিপ্ত হয় না, তার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় না। স্বাভাবিক আবেগ-অনুভূতি যেহেতু অনস্বীকার্য তাই তাকে সে নিষিদ্ধও করে না।

কিন্তু সে অন্যভাবে তার চিকিৎসা করে তাকে সে নতুন জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করে। সে বলে যে, কিছু কিছু ফরয কাজ এমন আছে, যা পালন করা কষ্টকর এবং তাই অপছন্দনীয়। তবে তার

হতে পারে এতে তোমাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে। যেমন, জিহাদের ফলস্বরূপ তোমরা লাভ করবে বিজয়, সাফল্য, মর্যাদা-সম্মান এবং শীর্ষস্থান ও (যুদ্ধলব্ধ) সম্পদ-সামগ্রী। পক্ষান্তরে তোমরা যেটা পছন্দ কর (অর্থাৎ, জিহাদে না গিয়ে ঘরে বসে থাকা), তার ফল তোমাদের জন্য অতীব বিপজ্জনক হতে পারে। অর্থাৎ, শত্রু তোমাদের উপর জয়যুক্ত হবে এবং তোমাদেরকে লাঞ্ছনা ও অবমাননার শিকার হতে হবে।

4 ইমাম রাগীব

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন,

১১১. অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের কাছ থেকে জান্নাতের বিনিময়ে তাদের জান ও তাদের মাল খরিদ করে নিয়েছেন, এরা আল্লাহর পথে জেহাদ করে, অতঃপর (এ জেহাদে কখনো কাফেরদের) তারা হত্যা করে, (কখনো আবার শত্রুর হাতে) তারা নিজেরা নিহত হয়। তার ওপর (এ) খাঁটি ওয়াদা (এর আগে) তাওরাত এবং ইনজীলেও করা হয়েছিলো, আর (এখন তা) এ কোরআনে করা হচ্ছে, এই ওয়াদা পালন করা আল্লাহ তায়ালার নিজস্ব দায়িত্ব; আর আল্লাহর চাইতে কে বেশী ওয়াদা পূরণ করতে পারে? অতএব (হে মোমেনরা), তোমরা তাঁর সাথে যে কেনাবেচার কাজ (সম্পন্ন) করলে তাতে সুসংবাদ গ্রহণ করো (কেননা) এটিই হচ্ছে মহাসাফল্য।

[সূরা তাওবা][5]

আস্‌পাহানী (রাহ.) উল্লেখ করেন-

اَلْجِهَادُ واستفراغ الْوُسْعِ فِىْ مُدَافَعَةِ الْعَدُوّ

জিহাদ বলা হয় নিজের সম্পূর্ণ শক্তি-সমর্থ কাফেরদের বিরুদ্ধে ব্যয় করা।

[মুফরাদাতুল কুরআন-৯৯]

اَلدَّعْوَةُ الى الدين الحق وقتال ان لم يقبله

সত্য দীনের প্রতি আহ্বান করা। গ্রহণ না করলে তার সাথে যুদ্ধ করাকে জিহাদ বলে।

[রদ্দুল মুহতার -৬/১৪৯]

5 মোমেন হচ্ছে সে ব্যক্তি– যে এই কেনাবেচার চুক্তি সম্পাদন করে এবং এই চুক্তি মোতাবেক চলে।সর্বোপরি আল্লাহর নির্ধারিত মূল্যে সন্তুষ্ট হয়। মোমেন সে ব্যক্তি যে জানে যে, ক্রেতা হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা আর সে হচ্ছে বিক্রেতা। জানমাল তো আল্লাহরই দেয়া, তিনিই এর একমাত্র মালিক। এটা মোমেনদের জন্যে আল্লাহর একান্ত মেহেরবানী যে, তবু তিনি এর একটা মূল্য নির্ধারণ করেছেন।

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ لَغَدْوَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ اَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا.

অর্থ : আনাস ইবনে মালিক হতে বর্ণিত। নবী বলেছেন : আল্লাহর পথে একটি সকাল বা সন্ধ্যা অতিবাহিত করা দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যকার সকল বস্তুর চাইতে উত্তম। (সহীহ বুখারী : হাদীস-২৭৯৩/২৭৯২)

মুজাহিদ

এটা হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে বিশ্বসমূহের মালিক আল্লাহর জন্য জান ও মাল দ্বারা জিহাদে সক্রিয়ভাবে অংশ নেয় এবং যে জীবনের অলৌকিকতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় এবং সে যা বিশ্বাস করে তার জন্য শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যায়।...একজন মুসলিমের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় দায়িত্ব জিহাদের পূর্ণতার জন্য একজন মুজাহিদ দৃঢ়ভাবে আল্লাহর নিকট হতে পুরস্কার প্রত্যাশা করে।

আল্লাহ বলেন,

৪১. তোমরা অভিযানে বের হয়ে পড়ো; কম হোক কিংবা বেশী (রণসম্ভারে) হোক এবং জেহাদ করো আল্লাহ তায়ালার পথে নিজেদের জান দিয়ে মাল দিয়ে; এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম, (কতো ভালো হতো) যদি তোমরা বুঝতে পারতে!

[সূরা তাওবা][6]

6 ([১১০]) এর নানা অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন, একাকী হও কিম্বা দলবদ্ধভাবে, খুশী হয়ে অথবা অখুশী হয়ে, গরীব হও অথবা আমীর, যুবক হও অথবা বৃদ্ধ, পায়ে হেঁটে হোক অথবা সওয়ার হয়ে, সন্তানবান হও অথবা সন্তানহীন, সৈন্যদলের অগ্রে থাকো অথবা পিছনে। ইমাম শওকানী (রঃ) বলেন, আয়াতটি এই সমস্ত অর্থের জন্য ব্যাপক হতে পারে। যেহেতু আয়াতের অর্থ এই যে, “তোমরা জিহাদে বের হও; চাহে তা তোমাদের জন্য ভারী মনে হোক অথবা হাল্কা।” আর এই অর্থে উল্লিখিত সমস্ত অর্থ এসে যায়।

পরিচ্ছদঃ ২. পাহারা প্রদানরত অবস্থায় মৃত্যুর সাওয়াব

১৬২১। ফাযালা ইবনু উবাইদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির সকল প্রকার কাজের উপর সীলমোহর করে দেওয়া হয় (কাজের পরিসমাপ্তি ঘটে)। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় পাহারাদানরত অবস্থায় যে লোক মৃত্যুবরণ করে কিয়ামাত পর্যন্ত তার কর্মের সাওয়াব বাড়ানো হতে থাকে এবং তিনি কবরের সকল ফিতনা হতে নিরাপদে থাকেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ যে লোক নিজের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করে সে-ই আসল মুজাহিদ।[7]

মুজাহিদ আঁকড়ে ধরে তাওহীদ আর ছেড়ে দেয় শিরক,

সে আঁকড়ে ধরে সত্য আর ছেড়ে দেয় মিথ্যাচার,

সে আঁকড়ে ধরে ইনসাফ আর ছেড়ে দেয় অবিচার আর অত্যাচার,

সে আঁকড়ে ধরে সততা এবং করে না প্রতারণা,

সে আঁকড়ে ধরে বিশ্বস্ততা আর করে না ছলনা,

সে পিতা-মাতার বাধ্য, কভু হয় নাকো অবাধ্য,

আত্মীয়তার বন্ধন করে মান্য, কভু করে না তা ছিন্ন,

সে প্রতিবেশীর বন্ধন করে রক্ষা, ক্ষতি করে না তার,

মুজাহিদ আঁকড়ে ধরে উত্তম ব্যবহার আর ছেড়ে দেয় পাপাচার।

---

[7] সহীহ ,মিশকাত তাহকীক ছানী) ৩৪ (এবং) ৩৮২৩ ,(তা'লীকুর রাগীব) ২/১৫০ ,(সহীহা) ৫৪৯ ,(সহীহ আবূ দাউদ) ১২৫৮(।আবূ ঈসা বলেন ,উকবা ইবনু আমির ও জাবির) রাঃ (হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। ফাজালা) রাঃ (হতে বর্ণিত হাদিসটি হাসান সহীহ।(হাদিসের মানঃ সহিহ)

এক মুজাহিদ শিশুর চোখের দিকে তাকিয়ে আছে, কারন শিশুরাই সেই পৃথিবী দেখতে পাবে যাতে কোন যাতনা নেই। যখন মুজাহিদ জানতে চায় যে, কেউ কি তার পাশে আছে, যার উপর বিশ্বাস করা যায়? তখন মুজাহিদ শিশুর চোখ দিয়ে দেখার চেষ্টা করে। সে যা সৃষ্টি হচ্ছে বা শতাব্দী ব্যবধানের কিছুই তার দৃষ্টি এড়ায় না। আর সে অনুভব করে, এ বন্ধন বড়ই দৃঢ় এবং তাদের সামনের সময় কতটা ক্ষমতাহীন।[৪]

একজন মুজাহিদ প্রান্ত থেকে পার্থিবের কথা বলতে পারে।

সকল মুজাহিদকেই যুদ্ধের আগেই ত্রাসের মুখোমুখিতো হতে হয়েছিল,

সকল মুজাহিদকেই ইতিপূর্বে ছলনা আর প্রতারণা করতে হয়েছিল,

সকল মুজাহিদকেই তাঁর নিজের কাজে নিজের মত করে পরিশ্রম করতে হয়েছিল,

সকল মুজাহিদকেই শুধু হেলাফেলা করার জন্য বিধ্বস্ত হতে হয়েছিল,

সকল মুজাহিদকেই এই সিদ্ধান্ত নিতে বাদ্ধ্য হয় যে সে মুজাহইদ ছিল না,

সকল মুজাহিদকেই তার দীনি দায়িত্ব ত্যাগ করতে হয়েছিল,

সকল মুজাহিদকেই তখন 'হ্যা' বলতে হয়েছে, যখন সে 'না' বলতে চেয়েছিল,

---

[৪] ছোট্ট শিশুরা খুব কল্পনাপ্রবণ হয়। তারা সহজে হতাশ হয় না। আপনি বাচ্চাদের সাথে যেকোন খেলায় একবার জিতেই দেখুন, সে আবার আপনাকে চ্যালেঞ্জ করবে। বাচ্চারা আপনার সাথে খেলতেই থাকবে, যতক্ষণ সে আপনাকে পরাজিত না করে। সারা পৃথিবী আল্লাহর পথের মুজাহিদের বিরুদ্ধে চলে যাক। কার কি আসে যায়? পাশে কেউ সাহায্য করার জন্য থাকুক আর না থাকুক, বিজয়ের সাথে মুজাহিদের যে গভীর আত্মীয়তা রয়েছে। এই বন্ধন ছিন্ন করে বিজয় কি করে কাফিরের হাতে থাকবে? বিজয় মুজাহিদের দিকেই ছুটে আসবে। যত সময় লাগুক না কেন, সময়ের বাধা তো শিশুর কাছে কিছুই না। শিশু তো সময়ের পরোয়া করে না। তাহলে মুজাহিদ কি করে বিজয়কে আলিঙ্গনের বিলম্বের কারনে চিন্তিত হতে পারে?

সকল মুজাহিদকেই তাকে আঘাত ও শাস্তি দিতে হয়েছিল, যাকে সে ভালবাসে।

আর এজন্যই তার অধিকার আছে যে তাকে মুজাহিদ বলা হবে, একজন মুজাহিদ। কারন সে উপরে বর্ণিত সকল কিছু অতিক্রম করে এবং সে আগে যা ছিল তা থেকে আরো ভাল হতে নিরাশ হয় নি।

একজন মুজাহিদ জানে যে, তার ঈমান, বীরত্ব, অধ্যবসায়, সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা ও ধৈর্য পরীক্ষার জন্যেই শত্রুদের অস্তিত্ব। আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব পালনে পূর্ণতার জন্য তার শত্রুরা তাকে যুদ্ধ করতে বাধ্য করছে।

১. দয়া

সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেন,

তোমরা যা কিছু সৎ কাজ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ সে বিষয়ে বিশেষভাবে অবহিত। [সূরা বাক্বারাহ ২১৫][9]

[9] অর্থাৎ এই কাজ সম্পর্কেও তিনি অবহিত, এই কাজের পেছনে যে সৎ নিয়ত সদুদ্দেশ্য ও উদার মনোভাব সক্রিয় রয়েছে, তাও তিনি জানেন। তাই এ সব দান দাক্ষিণ্য বিফলে যায় না। কেননা আল্লাহ তায়ালা নিজেই এ সবের হিসাব রাখেন ও সংরক্ষণ করেন। কাজেই তার কাছে কোনো সৎ কাজ বিফল হতে পারে না। তিনি মানুষের কোনো ক্ষতি বা তার ওপর কোনো যুলুম করেন না। আবার কেউ তাকে প্রদর্শনী বা রিয়াকারীর মাধ্যমে ধোঁকাও দিতে পারে না।

এভাবে মানুষের অন্তরকে আল্লাহর প্রতি নিবিষ্ট করা হয়। আল্লাহর জন্যে একনিষ্ঠ করা হয়

৬৪৯৫–(৭৭/২৫৯৩) হারমালাহ্ ইবনু ইয়াহ্ইয়া আত্ তুজীবী (রহঃ) ..... নাবী ﷺ-এর সহধর্মিণী 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হে 'আয়িশাহ্! আল্লাহ তা'আলা নম্র ব্যবহারকারী। তিনি নম্রতা পছন্দ করেন। তিনি নম্রতার দরুন এমন কিছু দান করেন যা কঠোরতার দরুন দান করেন না; আর অন্য কোন কিছুর দরুনও তা দান করেন না। (ই.ফা. ৬৩৬৫, ই.সে. ৬৪১৫)

[10]

একজন মুজাহিদ স্মরণ রাখে দয়াকে

ফেরেশতারা তাকে সাহায্য করে যুদ্ধে ;আল্লাহর কুদরতি শক্তি সমস্ত কাজকেই সঠিক করে দেয় , আর অবশেষে তাকে সেই সুযোগ প্রদান করে যেন সে উত্তম রুপে নিজেক প্রস্তুত করে নিতে পারে ।

ফেরেশতা জীবরাঈল [আঃ] রাসূলুল্লাহ [সাঃ]-এর নিকট আসলেন, আর বললেন। "মুহাম্মাদ, যতদিন ইচ্ছা বেঁচে থাকুন-আপনি এমনিতেও মরণশীল; যাকে খুশি মহব্বত করুন-আপনি তাঁর সাথে এমনিতেও মিলিত হবেন; যা খুশি করুন-আপনি এমনিতেও এর জন্য পুরস্কৃত হবেন"।

তাঁর সাথীরা বললেন , "তিনিতো সৌভাগ্যবান"। এবং মাঝে মাঝে একজন মুজাহিদকে এমন কিছু করতে সক্ষম হয়, যা মানবশক্তির আওতাভুক্ত নয়। আর তখন সে নতজানু হয়ে তার প্রতি আল্লাহর দয়া ও সাহায্যের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন । কিন্তু একজন মুজাহিদের কৃতজ্ঞতা আধ্যাত্মিক বলয়কে ছাড়িয়ে যায়; সে তার বন্ধুদের কোন দিন ভুলে না, কারন তারা একসাথে

[10] সহীহ মুসলিম

"দয়ার্দ্র মানুষদেরকে পরম দয়াময় (আল্লাহ) দয়া করেন। তোমরা জগদ্বাসীর প্রতি দয়া প্রদর্শন কর, তাহলে তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন, যিনি আকাশে আছেন।" *(আবূ দাঊদ ৪৯৪৩, তিরমিযী ১৯২৪নং)*

'দুর্বৃত্তদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করলে ভালো লোকেদের প্রতি অত্যাচার করা হয় এবং অত্যাচারীদেরকে ক্ষমা করার মানেই হল, সাধু লোকদের প্রতি অত্যাচার করা।' 'বাঘের প্রতি দয়া-প্রদর্শনের মানেই হল, ছাগের প্রতি অত্যাচার করা।' *(শেখ সা'দী)*

যুদ্ধের ময়দানে রক্ত প্রবাহিত করেছে।একজন মুজাহিদকে কখনও এ কথা মনে করিয়ে দিতে হয় না যে, অন্যরা তাকে সাহায্য করেছিল; সে নিজেই এটা মনে রাখে আর তাদের সাথে পুরষ্কার ভাগাভাগি করে নেয়।

৭. অতএব যে ব্যক্তি এক অণু পরিমাণ কোনো ভালো কাজ করবে (সেদিন) তাও সে দেখতে পাবে;

[11]

২.অধ্যয়ন

একজন মুজাহিদ সর্বদা অধ্যয়নে লিপ্ত থাকেন ।[12]

সর্বশক্তিমান আল্লাহ কুরআন মাজীদে বলেন, “(

জ্ঞান বাড়াতে চাইলে) বলো, হে আমার মালিক, আমার জ্ঞান (-ভান্ডার) তুমি বৃদ্ধি করে দাও।

[সূরা ত্বা-হা,১১৪][13]

---

[11] সূরা যিলযাল

[12] ইমাম শা’বী বলেন,

‘ইলম হলো তিন বিঘত পরিমাণ : যে তা এক বিঘত পরিমাণ লাভ করে সে নাক উঁচু করে এবং ভাবে সে বুঝি পেয়েই গেছে। আর যে দ্বিতীয় বিঘত পায় সে নিজেকে ছোট ভাবে এবং ভাবে সে কিছুই পায় নি। আর তৃতীয় বিঘত, হায় হায় তা কেউ কখনো পায় নি।’

[13]

ফতোয়া দেওয়ার ব্যাপারে পূর্ণ গবেষণা-বিবেচনা ও চিন্তা-ভাবনা করবেন। তাড়াহুড়ো থেকে দূরে থাকবেন এবং জ্ঞান বৃদ্ধি করার পথ অবলম্বন করতে কোন প্রকার আলস্য ও ত্রুটি করবেন না। এখানে জ্ঞান বলতে কুরআন-হাদীসের জ্ঞান। কুরআনে এটিকেই ‘ইল্‌ম’ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর এর জ্ঞানীদেরকে উলামা বলা হয়েছে। অন্যান্য জ্ঞান যা মানুষ জীবিকা নির্বাহের জন্য অর্জন ক’রে থাকে তা হল, শিল্প, পেশা ও কারিগরী। নবী ﷺ যে জ্ঞানের জন্য প্রার্থনা করতেন, তা একমাত্র অহী ও রিসালাতের জ্ঞান; যা কুরআন ও হাদীসে বিদ্যমান। যার দ্বারা মানুষের সাথে আল্লাহর সম্পর্ক সৃষ্টি হয়, চরিত্র ও ব্যবহারে সংস্কার সাধন হয় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির কথা বুঝতে পারা যায়। এই শ্রেণীর দুআর মধ্যে একটি দুআ যা তিনি বলতেন তা এই, اَللّٰهُمَّ انْفَعْنِيْ بِمَا عَلَّمْتَنِيْ وَعَلِّمْنِيْ مَا يَنْفَعُنِيْ وَزِدْنِـيْ عِلْماً. অর্থাৎ, হে আল্লাহ! যা কিছু আমাকে শিখিয়েছ তার দ্বারা আমাকে উপকৃত কর এবং আমাকে সেই জ্ঞান দান কর, যা আমাকে উপকৃত করবে। আর আমার ইল্‌ম আরো বৃদ্ধি কর। (সঃ ইবনে মাজাহ ১/৪৭)

একজন মুজাহিদ সর্বদা পরিপূর্ণতার জন্য সংগ্রাম করে।

শত্রুর উপর হানা তার প্রত্যেকটা আঘাতের পিছনে তাঁর শতাব্দীর প্রজ্ঞা ও সংকল্প থাকে। তাদের প্রত্যেকটা আঘাত এমন, যেন তা অতীতের সকল মুজাহিদদের ক্ষমতা এবং ক্ষিপ্রতা ধারণ করে রেখেছে, যারা এখনও অব্যাহতভাবে যুদ্ধের কল্যাণসাধন করে আসতেছেন ।[14] তার প্রত্যেকটি গতি, তিনি (যার মাধ্যমে তিনি শত্রুকে পরযদুস্ত) করেন,সেই পূর্ববর্তী সালাফে সালিহীনের গতিকে সম্মান করে, যা তারা আজকের প্রজন্মের নিকট ঐতিহ্যের মাধ্যমে সঞ্চালন করার চেষ্টা করছিলেন ।

একজন ছাত্র তার শিক্ষককে বলল, "যখন আমি আমার ধনুক বাঁকা করি, একটা মুহূর্তে আমার কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, যদি আমি আমার ধনুকের গুণ না ছাড়ি, আমি নিশানা ভেদ করতে পারব না"।

গুরু উত্তর দিল, "যতক্ষণ তুমি তোমার কল্পনায় নিক্ষেপের সময়কে কাছে এগিয়ে নিয়ে আসা বন্ধ না করবে, তুমি কখনই তীরন্দাজ হতে পারবে না। মাঝে মাঝে তীরন্দাজের অত্যধিক উৎসাহ ও অপ্রয়োজনীয় আগ্রহের জন্য ভুল হয়ে যায়"।

২৬৪৯। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে লোক এমন ইল্‌ম (জ্ঞান) সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয় যা সে জানে, অতঃপর সে তা গোপন করে, তাকে ক্বিয়ামাতের দিবসে আগুনের লাগাম পরানো হবে।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (২৬৪)

জাবির ও 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র (রাযিঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

[14] মূল বইয়ের ইংরেজি শব্দগুলো এরূপ-who are still continuing to be blessing the battle to this day.

একজন মুজাহিদ তো সেই সব ছাত্রদের(সাহাবী) নিকট থেকে শিক্ষা নেয় , যারা তাদের প্রত্যেকটা পদক্ষেপ,প্রত্যেকটা গতি শত্রুদের বিশাল ক্ষতি ও মুসলিমদের কল্যাণের জন্য গ্রহন করতেন ।[15]

মুজাহিদের জন্য একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হল মু'তার যুদ্ধে জাফর বিন আবু ত্বালিবের ঘটনাটি। যুদ্ধ শুরুর সাথ সাথেই যখন মুজাহিদদের নেতা যায়িদ ইবন হারিস (রা) শত্রুর মোকাবেলায় বীরের মত মৃত্যু বরণ করলেন সেটা দেখে জাফর ইবন আবু তালিব(রা) সঙ্গে সঙ্গেই

তাঁর ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়েন এবং শত্রু বাহিনী যাতে সেটি ব্যবহার করতে না পারে সেজন্য নিজের তরবারী দ্বারা ঘোড়াটিকে হত্যা করে ফেলেন। তারপর পতাকাটি

তার পক্ষল হাতে তুলে নেন।

একজন মুজাহিদ তার আঘাতের সৌন্দর্যকে সবসময়ই নিখুত করার চেষ্টায় লিপ্ত থাকেন ।

যতবার মুজাহিদ তার অস্ত্র কোষমুক্ত করেন, তিনি এটার সদ্ববহার করেন ।

---

[15] সূরা তাওবা

১২২. মোমেনদের কখনো (কোনো অভিযানে) সবার একত্রে বের হওয়া ঠিক নয়; (তারা) এমন কেন করলো না যে, তাদের প্রত্যেক দল থেকে কিছু কিছু লোক বের হতো এবং দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞানানুশীলন করতো, অতঃপর যখন তারা (অভিযান শেষে) নিজ জাতির কাছে ফিরে আসতো, তখন তাদের জাতিকে তারা (আযাবের) ভয় দেখাতো, আশা করা যায় এতে তারা সতর্ক হয়ে চলবে।

শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম [রাহঃ] তার তাওহীদ আল আমালি গ্রন্থে বলেন,

এখানে **"যাতে তারা ধর্মজ্ঞান অর্জন করতে পারে"** আয়াতাংশের **"তারা"** শব্দটি দ্বারা বুঝানো হয়েছে **"তারা"** যেন বের হয়ে দ্বীনের বুঝ অর্জন করতে পারে... কিছু আলেম ভিন্ন মতের দিকে দিয়েছেন, তারা বলেছেন, "না, বরং যে দল পিছনে বসে রয়েছে তারা যাতে দ্বীনের বুঝ অর্জন করতে পারবে" ।

কিন্তু সবচেয়ে সঠিক মত সেটাই যা ইবনে আব্বাস (রাঃ), আত-তাবারী৭ এবং সাইয়্যেদ কুতুব (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, যেই দলটি আল্লাহর পথে জিহাদে বের হয় তারাই দ্বীনের বুঝ অর্জন করতে পারবে... তারাই দ্বীনের লুক্কায়িত সৌন্দর্য বুঝতে পারবে এবং দ্বীন তার আভ্যন্তরীণ মুক্তা তাদের নিকট প্রকাশ করে দিবে ।

চেচেন ছুরিগুলোতে খোদাই করা থাকেঃ “অপ্রয়োজনে কোষমুক্ত করো না, গৌরবের কাজ না করে কোষবদ্ধ করো না”।

একটি অস্ত্র যার মাধ্যমে তিনি তাঁর পথ তৈরি করে নিতে পারেন ,যে কাউকে সাহায্য করতে পারেন অথবা আসন্ন বিপদ দূর করতে পারেন-কিন্তু একটি অস্ত্র খুবই চঞ্চল , এটা অকারনে কোষমুক্ত হতে পছন্দ করে না।

এবং এজন্যই একজন মুজাহিদ কখনই এই হুমকির সাহায্য নেয় না। সে আক্রমণ করতে পারে, আত্মরক্ষা করতে পারে বা পালিয়ে যেতে পারে-এসব কিছুই যুদ্ধের অংশ। কিন্তু সঠিক সময়ের আগেই অস্ত্রবাজি মানে শক্তির অপচয়, যা যুদ্ধের কোন ফলাফলই বয়ে আনতে পারে না।

এজন্যই একজন মুজাহিদ তার অস্ত্রের গতিবিধি নিয়ে সজাগ। সে এক মুহূর্তের জন্যও ভুলে যায় না যে, তার অস্ত্রও তার প্রতিটি গতিবিধি লক্ষ্য করে।

শুধু বক্তৃতা দেওয়ার জন্য অস্ত্র তৈরি করা হয় নি।

একজন মুজাহিদ সর্বদা নতুন কিছু শিখতে প্রস্তুত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আল্লাহ

তায়ালাকে তার বান্দাদের মঝে সেসব লোকেরাই বেশী ভয় করে যারা (এ সৃষ্টি নৈপুণ্য সম্পর্কে ভালো করে) জানে, আল্লাহ তায়ালা মহাপরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল|

[সূরা ফাতির ২৮][16]

16

(২১১) অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার এই সব ক্ষমতা এবং তাঁর কর্ম-নিপুণতা একমাত্র তারাই বুঝতে সক্ষম, যারা জ্ঞানী। অবশ্য এই জ্ঞানী বলতে কুরআন ও সুন্নাহ এবং আল্লাহ সম্পর্কীয় নানা রহস্যের জ্ঞানী। বলা বাহুল্য তাঁরা যত আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন, ততই আল্লাকে ভয় করেন। সুতরাং যার মধ্যে আল্লাহ-ভীতি নেই, জেনে রাখুন যে, সে সঠিক জ্ঞান থেকে বঞ্চিত। সুফ্য়ান সাওরী বলেন, আলেম তিন প্রকারের; প্রথম ঃ আলেম বিল্লাহ অআলেম বিআমরিল্লাহ। এই প্রকার আলেম হলেন তাঁরা, যাঁরা আল্লাহকে ভয় করেন এবং তাঁর হদ্দ্ ও ফারায়েযের জ্ঞান রাখেন। দ্বিতীয় ঃ আলেম বিল্লাহ, এঁরা আল্লাহকে ভয় তো করেন; কিন্তু তাঁর হদ্দ্ ও ফারায়েয সম্পর্কে অবগত নন। তৃতীয় ঃ আলেম বিআমরিল্লাহ, এঁরা আল্লাহর হদ্দ্ ও ফারায়েয সম্পর্কে তো অবগত; কিন্তু আল্লাহ-ভীতি থেকে বঞ্চিত। (ইবনে কাসীর)

ব্যক্তিকেই কুরআনের পরিভাষায় 'আলেম' বলা হয় না । যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে না সে যুগের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হলেও এ জ্ঞানের দৃষ্টিতে সে নিছক একজন মূর্খ ছাড়া আর কিছুই নয় । আর যে ব্যক্তি আল্লাহর গুণাবলী জানে এবং নিজের অন্তরে তাঁর ভীতি পোষণ করে সে অশিক্ষিত হলেও জ্ঞানী । তবে কারও ব্যাপারে তখনই এ আয়াতটির প্রয়োগ ক্ষেত্রে পরিণত হবে যখন তাদের মধ্যে আল্লাহভীতি থাকবে । রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও এক হাদীসে ইঙ্গিত করেছেন । তিনি বলেন, 'যদি আমি যা জানি তা তোমরা জানতে তবে হাসতে কম কাঁদতে বেশী । [বুখারী:৬৪৮৬, মুসলিম:২৩৫৯] এর কারণ, রাসূল আল্লাহকে সবচেয়ে বেশী জানেন, তার তাকওয়াও সবচেয়ে বেশী । আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু একথাই বলেছেন, "বিপুল সংখ্যক হাদীস জানা জ্ঞানের পরিচায়ক নয় বরং বেশী পরিমাণ আল্লাহভীতিই জ্ঞানের পরিচয় বহন করে ।" ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, 'তারাই হচ্ছে আলেম যারা নিশ্চিত বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্ সবকিছুর উপর শক্তিমান ।'

৩. অভিজ্ঞতা

৭৮/৮৩. অধ্যায় ঃ মু'মিন এক গর্ত থেকে দু'বার দংশিত হয় না।

وَقَالَ مُعَاوِيَةُ لاَ حَكِيمَ إِلاَّ ذُو تَجْرِبَةٍ.

মু'আবিয়া (রাঃ) বলেছেন ঃ অভিজ্ঞতা ব্যতীত সহনশীলতা সম্ভব নয়।

٦١٣٣. حدثنا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لاَ يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ.

৬১৩৩. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, নাবী (সাঃ) বলেছেন ঃ প্রকৃত মু'মিন একই গর্ত থেকে দু'বার দংশিত হয় না। [মুসলিম৫৩/১২, হাঃ ২৯৯৮, আহমাদ ৮৯৩৭] (আ.প্র. ৫৬৯৩, ই.ফা. ৫৫৯০)

যুদ্ধ থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতা মুজাহিদের সাহস বৃদ্ধি করে।

একজন মুজাহিদ শুধু নিজের একার শক্তির উপর নির্ভর করে না, সে তার প্রতিপক্ষের শক্তিও ব্যবহার করে। সে সশস্ত্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় শুধু অনুপ্রেরণা ও আঘাত হানার ও আঘাত পরিহার করার দক্ষতা নিয়ে। আর সে সমস্ত যুদ্ধকৌশল অবলম্বন করে, যা সে দীর্ঘদিন ধরে শিখে এসেছে। পরবর্তীতে সে বুঝতে পারে যে, শুধু অনুপ্রেরণা আর দক্ষতা বিজয় লাভের জন্য যথেষ্ট নয়, বিজয় লাভের জন্য অভিজ্ঞতাও প্রয়োজন রয়েছে।

এবং তখন তিনি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে যেন তাকে বুঝার শক্তি দেয়া হয় ও অনুপ্রেরণা দেয়া হয়, যাতে তার শত্রুদের প্রতিটি আক্রমণ থেকে সে প্রতিরক্ষাবিদ্যার কিছু না কিছু জ্ঞান আহরণ করতে পারে।

তার সাথীরা বলে, "সে কুসংস্কারে বিশ্বাসী। সে যুদ্ধ থামিয়ে ইবাদাত শুরু করে, আর এটার জন্যই তো তার শত্রুরা অপেক্ষা করে। মুজাহিদগন এসব তীব্র ব্যঙ্গাত্মক কথায় কান দেয় না, কারন তিনি জানেন অনুপ্রেরণা ও অভিজ্ঞতা ছাড়া সকল প্রশিক্ষণ বৃথা। মুজাহিদগন অতীতের ভুলের পুনরাবৃত্তি করেন না, এবং তিনি তার জীবনের ঝুঁকি নেয় শুধু তখনই, যখন কিছু ঝুঁকি নেওয়ার মতো গুরুত্ব লাভ করে।

মুজাহিদগন জানে যে,তুমি কাউকে বোকা বলতে পারবে না কারন যথেষ্ট সময় পাওয়া গেলে জীবন যে কাউকেই শিক্ষা দান করবে।

মুজাহিদগন জানেন যে, কিছু মুহূর্ত জীবনে বারবার ফিরে আসে। তাকে এমন অনেক সমস্যার সম্মুক্ষীণ হয় যা তাকে পূর্বেও হতে হয়েছিল, আর তাকে এমনও কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় যেখান থেকে তাকে সম্মান নিয়ে বেরিয়া আসতে হয়েছিল, এবং এটা তার উদ্দীপনাকে নাস্তানাবুদ করে দেয়ঃ তার নিকট মনে হয় যে সবকিছুর পুনরাবৃত্তি হচ্ছে এবং তার কোন অগ্রগতি হয় নি এবং এগিয়ে চলার কোন ক্ষমতা নেই।

তখন তিনি তার অন্তরের নিকট অনুযোগ করে বলে, “আমি তো ইতিপূর্বে এর-ই মধ্য দিয়ে গিয়েছি”।

তার অন্তর জবাব দেয়, “হ্যা, তুমি গিয়েছিলে। কিন্তু তুমি কখনই এটা সম্পূর্ণ অতিক্রম কর নি”।

এবং তখন-ই মুজাহিদ বুঝতে পারে যে, আল্লাহ তাঁর সরল পথের উপর তাকে পরীক্ষা করছেন এবং মুজাহিদকে তার অভিজ্ঞতার নিকট বারবার প্রেরণ করছে শুধু এই উদ্দেশ্যে যে, সে যেন তা-ই শিখে নেয়, যা সে প্রথমবারে শিখতে অনাগ্রহী ছিল।

৪. ধোঁকা দেয়ার কৌশল

নবী মুহাম্মদ (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হক) বলেন, “যুদ্ধ হল কৌশল!"[17]

একজন মুজাহিদ উমর ইবনে আল-খাত্তাবের কথা স্মরণ রাখেন, যখন তিনি সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস [রাঃ]-কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছিল: "আমি আপনাকে এবং আপনার মুজাহিদদের সবসময় ন্যায়পরায়ণ হওয়ার আদেশ করছি কারণ সত্যবাদিতা হল শত্রুর বিরুদ্ধে সেরা অস্ত্র এবং যুদ্ধের সেরা ধোঁকা।"

[17] সহিহ বুখারী :: খন্ড ৪ :: অধ্যায় ৫২ :: হাদিস ২৬৯

মুজাহিদ কখনোই প্রতারণা করবে না। তবে তিনি শত্রুকে বোকা ও বিভ্রান্ত করতে পারেন। যাহোক, বিজয়ের দৃঢ় ইচ্ছা তাকে অভিভূত করতে পারে, তবুও, তিনি ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জন করতে

একটি চাল খেলতে সে অসম্মানবোধ করেন না, এবং এটা সেই জায়গা [যুদ্ধক্ষেত্র] যেখানে তিনি একটি কৌশলবিদ হয়ে ওঠেন। যখন তিনি অনুভব করেন যে, তিনি লড়াই করার শক্তি হারিয়ে ফেলছেন, তিনি শত্রুর সামনে এমন ভাব নেন যেন, তিনি এস্থান ছেড়ে কোথাও সরে যাচ্ছে না। তিনি যখন ডান পাশে আক্রমণ করার জন্য যান, তখন তিনি বাম দিকে তার সৈন্য নিয়ে জড় হন। যখন তিনি অবিলম্বে একটি যুদ্ধে জড়িয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করেন, তখন তিনি যে তন্দ্রার তার ভান করেন এবং যেন সে এখনই ঘুমাতে যাবে। তার বন্ধুরা বলে, "দেখ, তার নিয়মনিষ্ঠতা কতটা নিকৃষ্ট"। কিন্তু মুজাহিদ তাদের মন্তব্যের দিকে মনোযোগ দেন না, এমনকি যুদ্ধে তার কৌশল এবং চালাকিতে তার বন্ধুদের অংশগ্রহণকারী হতে হবে না।

মুজাহিদ জানে সে কি চায়।

"SUPREME EXCELLENCE CONSISTS OF BREAKING THE ENEMY'S RESISTANCE WITHOUT FIGHTING."

SUN TZU,
THE ART OF WAR[18]

৫. পরিকল্পনা[19]

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "মুমিনগণ,...তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত, আল্লাহ তাদের মর্যাদা উচ্চ করে দিবেন। আল্লাহ খবর রাখেন যা কিছু তোমরা কর।" [সূরা মুজাদালাহ, ১১][20]

কখনও কখনও মুজাহিদ প্রবাহিত জলের মত তার পথ খুঁজে নিয়ে বাধাসমূহের মধ্যে প্রবাহিত হয়।

---

18 যুদ্ধ ছাড়াই শত্রুর প্রতিরোধ গুঁড়িয়ে দেয়া হল সর্বোচ্চ গৌরবের অংশ।

19 ।

20

(২৫) অর্থাৎ, ঈমানদারদের মর্যাদা বেঈমানদারদের উপরে এবং (ঈমানদার) শিক্ষিতদের মর্যাদা (অশিক্ষিত) সাধারণ ঈমানদারদের থেকে অনেক উচ্চ করবেন। যার অর্থ হল, ঈমানের সাথে দ্বীনী জ্ঞান ও শিক্ষা থাকা অধিক মর্যাদা লাভের কারণ।

কখনও কখনও এই বাধাসমূহ অনিবার্য মৃত্যু নিয়ে আসে, এবং মুজাহিদ নিজেকে পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নেয়। অভিযোগ বা ঘেনঘেনানি ছাড়াই তিনি গিরিসংকটের পাশ দিয়ে পাথুরে পথ অনুসরণ করে এবং তার ক্ষমতা জল সমতুল্য, কারণ এপর্যন্ত কেউ হাতুড়ি দিয়ে পানি চূর্ণ করতে বা ছুরি দিয়ে পানি কেটে ফেলতে সক্ষম হয় নি। পৃথিবীতে সবচেয়ে ধারালো তলোয়ার পানির পৃষ্ঠদেশে ক্ষত সৃষ্টিতে অক্ষম। নদীর জল তার চলার পথের বৈশিষ্ট্য এবং সম্ভাবনার সাথে নিজেদের মানিয়ে নেয়, কিন্তু তারা সবসময় তাদের প্রধান লক্ষ্য সম্পর্কে মনে রাখে: আর সেটা হল সমুদ্র। দুর্বলতম প্রবাহ অন্যান্য নদীর সঙ্গে মিলিত হয়ে ধীরে ধীরে শক্তি অর্জন করে। একটা সময় আসে যখন পানি অদম্য শক্তি অর্জন করে।

ইয়াজীদ ইবনে আবু সুফিয়ানকে আবু বকর বললেন: "... তোমাকে পরীক্ষা করার জন্য আমি তোমাকে একজন কমান্ডার হিসেবে নিযুক্ত করেছিলাম; যদি আপনি আপনার কাজ ভালভাবে পরিচালনা করেন, তবে আমি আপনাকে আপনার পূর্ববর্তী স্থানে নিয়োগ করব এবং আপনাকে আরও উন্নীত করে দেব; কিন্তু যদি আপনি এটি পরিচালনা করতে না পারেন, আমি আপনাকে কর্তব্য থেকে অব্যহতি দেব। আল্লাহকে ভয় করুন, কারণ আল্লাহ আপনার ভেতরের সত্বাকে দেখেন, যেভাবে তিনি আপনার বাহ্যিক চেহারা দেখেন। তিনি যে আল্লাহর নিকট তার কর্ম [পুণ্য] নিয়ে আসে, সে আল্লাহর নিকটতম।

[21]

"আমি আপনাকে খালিদ এর জায়গায় নিযুক্ত করলাম, অতএব আপনার জাহিলিয়াতের অহংকার ছেড়ে দিন, কারণ আল্লাহ তা ঘৃণা করেন যেভাবে তিনি অহংকারীকে ঘৃণা করেন। যখন আপনি আপনার সৈন্যদের নিকট আসবেন, তাদের সাথে ভাল আচরণ করুন। তাদের কলাণসাধন করুন এবং এর ওয়াদা

---

[21] পরিকল্পনার জন্য ভাবা দরকার, কৌশলের জন্য পর্যবেক্ষণ করা দরকার।

করুন।[22] আপনি যখন পরামর্শ দেবেন, তখন সংক্ষিপ্তভাবে কথা বলুন কারণ যেখানে অনেক কথা হয়ে থাকে, সেখানে একটি কথা আপনাকে আরেকটি কথা ভুলিয়ে দিবে। নিজেকে গড়ে তুলুন এবং আপনার জন্য লোকেরা নিজেদের গড়ে তুলবে। নিশ্চিত করুন যে আপনি আল্লাহর ভয়ে সময়মত পূবনাংগ রুকু ও সিজদাহর সহিত নামাজ পড়ছেন। যদি বিরোধীদের দূত তোমাদের কাছে আসে, তাদের সম্মান করো,

কিন্তু তাদের খুব দীর্ঘ সময় থাকতে দিবেন না: যাতে তারা যখন আপনার সেনা ক্যাম্প ছেড়ে যাবে, তারা কিছুই জানতে না পারে। [কোন তথ্যসংগ্রহ করতে না পারে] যদি তারা বেশি সময় থাকে, তাহলে তারা আপনার দুর্বলতা এবং আপনার গোপনীয়তাগুলি খুঁজে পাবে। তাদের সামনে সেনাদের শক্তিশালী দিকগুলো দেখান। আপনার চেনাশোনা অন্য কাউকে তাদের [দূতের] সাথে কথা বলতে দিবেন না, শুধুমাত্র আপনি কথা বলবেন। "

"যখন আপনি পরামর্শ দেন, তখন স্পষ্টবাদী হন। রাত্রে আপনার সঙ্গীদের মধ্যে থাকুন, এবং আপনি অনেক কিছু খুঁজে পাবেন, এবং আপনার সামনে অনেক পর্দা উন্মোচিত হবে। প্রহরীদের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং ক্যাম্প জুড়ে তাদের সাজিয়ে রাখুন। হঠাৎ করেই তাদের কাছে আসুন। যদি কাউকে পাহারা দেয়া ছেড়ে ঘুমাতে দেখেন, তবে উচিত শিক্ষা দিন, তাকে শাস্তি দিন, কিন্তু খুব কঠোর নয়। যারা দোষী সাব্যস্ত হয়, তাদের শাস্তি দিতে ভয় করবেন না, কিন্তু শাস্তি দেয়ার সময় তাড়াহুড়ো করবেন না। মুজাহিদের নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত ছেড়ে দিবেন না, অন্যথায় তারা নষ্ট হয়ে যাবে। এবং তাদের উপর গুপ্তচরবৃত্তি করবেন না, অন্যথায় আপনি তাদের অসম্মান করলেন। মানুষের দোষ প্রচার করবেন না, নিশ্চিত করুন যে আপনি তাদের বাহ্যিক দিকগুলোর ব্যাপারে সন্তুষ্ট। অলসদের সাথে বসবেন না, কিন্তু বিশ্বস্ত ও বিশ্বস্ত লোকদের সাথে বসুন। ভীরু হবেন না, নতুবা লোকেরাও কাপুরুষ হয়ে যাবে। গণিমতের মাল থেকে চুরি করবেন না, কারন এটা অভাবকে নিকটবর্তী করে ও বিজয়কে দূরে সরিয়ে দেয়। যদি আপনি নামাজের জন্য উৎসর্গীকৃত লোকেদের খুঁজে পান, তবে তাদেরকে ছেড়ে দিন এবং তারা যা করছে তা করতে দিন। "

উমার তার কমান্ডারদের শক্তি দ্বারা অপর্যাপ্ত সৈন্য সংখ্যার দূর্বলতা দূর করেছিল।

---

[22] পারস্পারিক সুসম্পর্ক নরম ব্যাবহারের উপর নির্ভর করে। অধঃস্তনের সাথে ভাল ব্যবহার না করলে পরিণাম খারাপ হতে পারে। একবার নার্স সন্দেহ প্রকাশ করা সত্ত্বেও রোড আইল্যান্ড হাসপাতালের সার্জন তাকে পাত্তা না দিয়ে অপারেশন করার সময় এক বৃদ্ধের মাথার খুলির এমন অংশ কেটে ফেলেছিলেন, যে অংশ কাটার কথা ছিল না। এতে রোগী মারা যায়। প্রফেসর উইন্টারের গবেষণা অনুযায়ী, হাসপাতালের ডাক্তারগণ নার্সদের সাথে স্বৈরাচারী আচরণ করতেন বলেই এই ঘটনা ঘটেছে। এধরনের ঘটনা এড়াতে সকল সৈন্যের সাথে সমান কোমলতা ও কঠোরতা প্রদর্শন করা উচিত।

একজন মুজাহিদ একই সাথে ধৈর্যশীল এবং দ্রুতগামী উভয় হতে হবে।

জ্ঞানীরা বলেন, "তুমি কোন পরিস্থিতিতে আছো সেই অনুযায়ী নিজের শক্তি ঘনীভূত কর বা ছড়িয়ে দাও"। প্রত্যেকবার যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি সামরিক অভিযানে বের হতেন, তিনি সবসময় অভিযানের সময় ও দিক গোপন রাখতেন যেন শত্রুরা অভিযানের উদ্দেশ্য জানতে না পারে।

দুইটি কৌশলগত ভুল আছে: সঠিক মুহূর্ত আসার আগেই অভিযানে বের হওয়া এবং তাড়াহুড়ো করা, অথবা বিলম্ব করা এবং সঠিক সময় ফসকে যাওয়া। তাই ভুল দু'টি এড়ানোর জন্য মুজাহিদকে

প্রতিটি সমস্যাকে আলাদাভাবে বিবেচনা করতে হবে[23] এবং প্রতি ক্ষেত্রে কখনও কোন সাধারণ সূত্র বা ‘পূর্ব-প্রস্তুত ব্যবস্থা’ ব্যবহার করা যাবে না।[24]

আমর বিন আল-আস বলেছিলেন, “আমি কখনও অপসরণের [পিছু হটার] উপায়গুলো নিয়ে কোনরূপ চিন্তা-ভাবনা না করে কোন ঘটনায় নিজেকে সম্পৃক্ত করি নি। কিন্তু একবার আমি জড়িয়ে গেলে, আমি কখনোই দৌড়ে পালাই না। "

এক চীনা সন্নাস্যী কৌশল সম্পর্কে বলছেনঃ

“আপনার শত্রুকে বিশ্বাস করান যে তিনি আপনাকে আক্রমণ করে তেমন কিছু অর্জন করতে পারবে না, এবং এইভাবে আপনি তার যুদ্ধপ্রবণ ব্যগ্রতা দূরীভূত করতে পারবেন। "
"যদি আপনি দেখেন যে যুদ্ধ ময়দান শত্রুর অনুকূলে, তখন শত্রুর জন্য যুদ্ধক্ষেত্রকে ছেড়ে দিতে লজ্জাবোধ করবেন না, এটি [পরাজয়/যুদ্ধটি] গণনায় আনার মত পৃথক কোন যুদ্ধের ফলাফল নয়, তবে আসল ব্যাপার হল চূড়ান্ত যুদ্ধের ফলাফল।"[25]
"আপনার যদি যথেষ্ট ক্ষমতা থাকে, তবে আপনার মিথ্যা লজ্জা ছুঁড়ে ফেলে দিন এবং দুর্বল হওয়ার ভান করুন: এতে শত্রু সতর্কতা অবলম্বন করবে না এবং সঠিক মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা না করে আপনাকে আক্রমণ করবে।"

“বিস্ময়করভাবে প্রতিপক্ষকে পাকড়াও করার দক্ষতা যুদ্ধে বিজয়ের পূর্বশর্ত।"

---

23 এই ছবিটি লক্ষ্য করুন।

মাত্র একবারের সুযোগে অনেকেই পড়ে থাকেন।– new york in the spring । আসলে এখানে the শব্দটি ২ বার আছে। সুতরাং,

THINK YOU

YOU CAN'T BE

FOOLED. আসলে আপনাকে বোকা বানানো সহজ। এখানে দুইবার you শব্দের উল্লেখ আছে। এজন্য প্রতিটি যুদ্ধে রেডি-মেড রেসিপি ব্যবহার থেকে দূরে থাকুন।

24 The Mujahid considers each case as the only one of its kind and never uses any common formulas and ready-to-use recipes.

25 শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে জিতলেই হল। মাঝে কোন যুদ্ধে হেরেছে সেটা দেখার বিষয় না।

এবং এই হল হাজার বছর আগে আরেক চীনা ঋষি Juang Chi প্রণীত যুদ্ধের পাঁচটি নিয়ম:

"বিশ্বাস: একটি যুদ্ধে জড়িত হওয়ার আগে, যে উদ্দেশ্যে আপনি এটি করছেন সেটার উপর আপনার বিশ্বাস থাকা উচিত।"

"সহচর: সঙ্গীকে বেছে নিতে শিখুন এবং তাদের সাথে কাঁধে-কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করতে শিখুন, একা একা কেউ যুদ্ধ করতে পারে না।"

"সময়: একজন খাঁটি মুজাহিদ জানে যে, শীতকালের একটি যুদ্ধ গ্রীষ্মের একটি যুদ্ধ থেকে ভিন্ন। একটি যুদ্ধে জড়িত হওয়ার সময়, সে সর্বদা সঠিক মুহূর্ত বেছে নেয়।"

"স্থান: আপনি পাহাড়ে সেভাবে যুদ্ধ করতে পারবেন না যেভাবে আপনি একটি সমতল ভূমিতে যুদ্ধ করেছেন। আপনার চারপাশের সবকিছুর মূল্যনির্ধারণ করুন এবং যুদ্ধ করার সেরা উপায় নির্বাচন করুন।"

"কৌশলঃ সবচেয়ে ভাল মুজাহিদ হলেন তিনি, যিনি যুদ্ধের গতিপথ আগে থেকে আঁচ করতে পারেন এবং প্রস্তুতি নিতে পারেন।"

৬. ভুল-ত্রুটি

(১৯) ...আর ক্ষমা-প্রার্থনা কর তোমার এবং মুমিন নর-নারীদের **ত্রুটি** জন্য।[26]... [সূরা মুহাম্মাদ]

মুজাহিদকে অনেক লোকের সাথে সাক্ষাৎ করতে হয় যারা সুযোগ পাওয়া মাত্র তাদের খারাপ দিকগুলো দেখানোর চেষ্টা করে। এটা তাদের আধ্যাত্মিক দুর্বলতা যা তারা তাদের যুদ্ধভাবাপন্ন তেজের পিছনে লুকিয়ে রেখেছে।[27] তারা তাদের স্বাধীনতার মুখোশের পিছনে একাকীত্বের ভয়

[26] এই আয়াতে নবী করীম (সাঃ)-কে তাঁর নিজের জন্যও এবং মু'মিনদের জন্যও ক্ষমা প্রার্থনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ক্ষমা প্রার্থনার গুরুত্ব ও ফযীলত অনেক। বহু হাদীসেও এর প্রতি বড়ই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। একটি হাদীসে নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, ‘‘হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট তওবা কর। কারণ, আমি দিনে সত্তরবারেরও বেশী তাঁর নিকট তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকি।’’ *(বুখারী, দা'ওয়াত অধ্যায়) [আহসানুল বায়ান]*

[27] মানে, ইসলামবিদ্বেষীরা মুজাহিদদের বিরোধিতার দ্বারা নিজেদের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ঢেকে রাখে।

লুকিয়ে রাখে।[28] নিজেদের ক্ষমতার উপর তাদের আস্থা নেই, অথচ প্রতিটি কোণে তারা তাদের গুণাবলী [নৈতিকতা, ললিতকলা] এবং তাদের যোগ্যতা নিয়ে গলাবাজি করে।[29]

একজন মুজাহিদ অনেক পুরুষ ও নারীর মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যগুলি দেখতে পায়, যাদেরকে তার আগে থেকেই চেনা উচিত ছিল। কিন্তু সে কখনও বিভ্রমে পড়ে না এবং প্রথম পরিচয়ে-ই বিশ্বাস করে না। কিন্তু যদি তারা মুজাহিদকে স্তব্ধ করতে চায় বা তাদের দলভারী করতে আগ্রহী করে তুলতে চায়, সে নীরবতায় অটল থাকে। মুজাহিদ ক্রমাগত তার ত্রুটিগুলি ঠিক করার জন্য যে কোনো সুযোগ ব্যবহার করেন, কারণ তিনি নিজেকে অন্য লোকদের মধ্যে দেখেন, যেন তারা একটি আয়না।[30]

আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না; যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে।" [সূরা রা'দ ১১][31]

৭ .মুকাবিলা

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "অতএব তোমরা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা কর।" [সূরা বাক্বারাহ ১৪৮]

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃযে পর্যন্ত বান্দাহ তার ভাইকে সাহায্য করতে থাকে সে পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলাও তাকে সাহায্য করতে থাকেন।[32]

---

[28] কোন লোক-ই সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়। সকলেই তার বন্ধুদের মতামতকে গুরুত্ব দেয়ার দ্বারা পরাধীনতা বরণ করে। কিন্তু এসব লোক নিজেদের অহংকারের সাথে স্বাধীন দাবি করার মাধ্যমে প্রমাণ করে যে তারা একা।

[29] এমনিতে-ই একা, তার উপর নিজেদের ক্ষমতার উপরেও আস্থাশীল নয়।

[30] মোট কথা, এধরনের লোকের ক্ষতি থেকে বাঁচতে খাঁটি মুজাহিদ নিজের ভুল শুধরে নেয়।

[31] এর অর্থ এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন জাতি বা গোষ্ঠী নিয়ামত অস্বীকারের পথ অবলম্বন করে এবং আল্লাহ তাআলার আদেশ ও নিষেধ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নিজেদের অবস্থা ও আচরণকে বদলে না নেবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা তাদের উপর নিজ নিয়ামতের দরজা বন্ধ করে দেন না। দ্বিতীয় শব্দে আল্লাহ তাআলা পাপের কারণে নিজ নিয়ামতকে ছিনিয়ে নেন। আর আল্লাহ তাআলার এই নিয়ামতের অধিকারী হওয়ার জন্য জরুরী হল পাপ হতে দূরে থাকা। সুতরাং পরিবর্তনের অর্থ এই যে, জাতি পাপ-পঙ্কিলতাকে বর্জন করে আল্লাহর আনুগত্যের পথ অবলম্বন করে নিক। [আহসানুল বায়ান]

[32] **সহীহ, ইবনু মা-জাহ (২২৫), মুসলিম**

গ্রন্থের নামঃ সূনান আত তিরমিজী [তাহকীককৃত]	অধ্যায়ঃ ১৫/ হাদ্দ বা দণ্ডবিধি

যে তার বন্ধুদের রক্ষা করে, সে বাস্তবতার ঝড়ের আগে সামনে ভীত হয় না এবং সবসময় নিজের ভিতরে কষ্টকে জয় করার ক্ষমতা খুঁজে পায় এবং এগিয়ে যায়।

মাঝে মাঝে মুজাহিদ যাদের পছন্দ করেন তাদের বিরোধিতা করেন।

সে চারদিকে তাকায় এবং তার ভাইদের চিনতে পারে। সে পিছনে তাকায় এবং তার বিরোধীদের চিনতে পারে। মুজাহিদ বিশ্বাসঘাতকদের প্রতি কঠোর কিন্তু কখনও প্রতিশোধ নেন না। তিনি কেবল তার নিজের জীবন থেকে বিশ্বাসঘাতকদের দূর করে দেবেন এবং তাদের বিরুদ্ধে যতটুকু দরকার তার চেয়ে বেশি যুদ্ধ করে না।

একজন মুজাহিদ তার ক্ষমতা সম্পর্কে জানে। তার প্রতিভা এবং গুণাবলী সম্পর্কে দম্ভের সাথে প্রচারণার কোন প্রয়োজন নেই।

একজন মুজাহিদ কোন কিছুর মতো হওয়ার জন্য চেষ্টা করে না। মুজাহিদ হচ্ছে মুজাহিদ-ই![33]

মুজাহিদদের নিকট "ভালো" বা "খারাপ" বলে কিছু নেই, তার চোখে সকলেই সরল পথ অনুসরণের জন্য যথেষ্ট বুদ্ধিসম্পন্ন। কিন্তু এমন কিছু লোক আছে যারা এর সাথে সন্তুষ্ট নন। তারা হয় মুজাহিদকে আঘাত করে বা তাকে অপমান করার চেষ্টা করে, মুজাহিদকে খেপানোর জন্য যে কোন কিছু করার চেষ্টা করে বা যুক্তি আহ্বান করার চেষ্টা করে। এবং এরকম মুহূর্তে মুজাহিদের হৃদয় মুজাহিদকে বলে: "অপমানকে একপাশে ছুঁড়ে ফেল, এটা তোমার ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করবে না। তুমি কেবল তোমার শক্তি-ই অপচয় করবে।"

মুজাহিদ আপত্তি-অভিযোগের মোকাবেলা করে তার সময় নষ্ট করে না, কারণ তিনি জানেন যে, সুউচ্চ আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত আদেশ পালন করতে হবে।

[33] He is what he is! অন্য কাউকে অনুসরণের দরকার নেই।

"CONFRONT YOUR FEARS, LIST THEM, GET TO KNOW THEM, AND ONLY THEN WILL YOU BE ABLE TO PUT THEM ASIDE AND MOVE AHEAD."

JERRY GILLIES [34]

৮. যুদ্ধকৌশল

সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেন,

১০৫. (হে নবী, এদের) তুমি বলো, তোমরা (ভালো) কাজ করো, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রসুল ও মোমেনরা তোমাদের (ভবিষ্যত) কর্মকান্ড পর্যবেক্ষণ করবেন; [35]

একটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার আগে, যার উপর অনেক বিষয় নির্ভর করে, মুজাহিদ নিজেকে জিজ্ঞেস করে: "কিন্তু আমার নিজের সাথে লড়াই করতে হলে আমি কি করতাম? আমি নিজেকে কতটুকু দক্ষ ও দ্রুত করে তুলতে পেরেছি?" এবং এভাবে সে তার নিজের দুর্বল দিকগুলো নিরূপণ করে। তিনি জানেন যে তিনি তার আগের প্রতিটি যুদ্ধ থেকে কিছু না কিছু শিখেছেন। অথচ একই সাথে তিনি যে শিক্ষাগুলি শিখেছিলেন তা শিখতে মুজাহিদকে যতটা কষ্ট ভোগ করার কথা তার চেয়েও বেশি ভোগ করতে হয়েছিল।

যখন যুদ্ধের সময় আসে, তখন মুজাহিদ যে কোন অপ্রত্যাশিত জিনিসের জন্য প্রস্তুত থাকতে চেষ্টা করে। তিনি সর্বদা শত্রুকে শুরুতে আঘাত করার চেষ্টা করেন এবং এভাবে শত্রুর উপর তার নিজস্ব

---

[34] নিজের ভয়ের মোকাবেলা কর, তালিকা কর, সেগুলো ভাল করে চেন। তাহলেই তুমি সেগুলো পাশে সরিয়ে এগিয়ে যেতে পারবে।

[35] সূরা তাওবা। يرى এর অর্থ হল দেখা ও জানা। অর্থাৎ তোমাদের কর্ম শুধু আল্লাহ তাআলাই দেখেন না; বরং সে বিষয়ে (অহী দ্বারা) আল্লাহর রসূল (সাঃ) এবং মু'মিনগণও অবগত হন। (এ কথা মুনাফিক্কদের ব্যাপারেই বলা হচ্ছে।) এখানে ঈমানদারদের কথা অতিরিক্ত ব্যক্ত হয়েছে। আল্লাহর রসূল (সাঃ)-এর খবর দেওয়াতে তারাও মুনাফিকদের (মুনাফিকি) আমল জানতে পারে।[আজকের দিনে আমরা কুরআনের দ্বারা মুনাফিকদের চিহ্নিত করি-অনুবাদক]

যুদ্ধ-পরিকল্পনা প্রয়োগ করেন। যখন শত্রুর ক্ষমতা এবং ইতরতা উভয় দিক থেকেই বেশি হয়, মুজাহিদ তার মহিমান্বিত পূর্বপুরুষগণের কৌশল ব্যবহার করে: "মৌমাছি কৌশল"। মৌমাছির মত, মুজাহিদীন ক্রমাগত শত্রুর চারপাশ ঘিরে থাকে এবং দুর্বল আচরণ করে অথচ যেখানে লাভ রয়েছে সেখানে একাধিক এবং নিয়মিত আঘাত হানে। এইভাবে শত্রু বেহাল হয়ে যায় এবং [মুজাহিদদের] সংখ্যা গুণগত মান বেড়ে যায়।

উমর ইবনে আল খাত্তাব [রাঃ] সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস [রাঃ]-কে বলেন:

"আমি আপনাকে এবং আপনার লোকদের শত্রুদের ভয় করার পরিবর্তে নিজেদের পাপকে আরও ভয় করতে আদেশ করছি। কারণ পাপসমূহ তাদের শত্রুদের চেয়ে বেশি বিপজ্জনক। আল্লাহর সামনে শত্রুর দুরাচারের কারণে মুসলমানরা জয়লাভ করে। যদি এই না হত, তবে আমরা তাদের পরাজিত করতে সক্ষম হতাম না, কারণ আমাদের সংখ্যা তাদের চেয়ে কম এবং আমাদের অস্ত্র তাদের অস্ত্রের মত না। যদি আমাদের পাপ তাদের সমান হয়ে যায়, তবে আমরা পরাজিত হব। কিন্তু আমরা আমাদের মর্যাদার দ্বারা জয়লাভ করি, আমাদের শক্তি দিয়ে নয়।"

“জেনে রাখো যে, আল্লাহ-র ফেরেশতারা তোমাদের দুর্বারভাবে অগ্রসর হওয়ার সময় সর্বদা তোমাদের সাথে থাকবে; তারা জানেন যে আপনি কি করছেন। তাদের সামনে লজ্জা অনুভব করুন। আল্লাহর পথে থাকার সময় পাপ করো না। একথা বল না, “আমাদের শত্রু আমাদের চেয়ে খারাপ, তারা আমাদেরকে পরাজিত করতে পারবে না'। কখনও কখনও একটি নিকৃষ্ট জাতি অন্য জাতির উপর শাসন করে, যেভাবে হিব্রুগণ আল্লাহর ক্রোধকে আহ্বান করায় পৌত্তলিক দ্বারা শাসিত হয়েছিল।

"আপনি আপনার শত্রুদের উপর বিজয় লাভের জন্য যেভাবে প্রার্থনা করেন, সেইভাবে আপনার নফসের খেয়ালের বিরুদ্ধেও সাহায্যের জন্য আল্লাহ-র নিকট প্রার্থনা করুন। কুচকাওয়াজের সময় আপনার সৈন্যদের সাথে নম্র ব্যবহার করুন। প্রতি সপ্তাহে একদিন বিশ্রাম দিন। যেসব গ্রাম

চুক্তিবদ্ধতায় স্বাক্ষরিত হয়েছে আর যেখানে জিম্মি (অন্যান্য বিশ্বাসের মানুষ যারা মুসলিম শাসনাধীন এবং মুসলমানদের সাথে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ আছে) বাস করে সেগুলোর সাথে যতটা সম্ভব দূরত্ব বজায় রাখুন। বিশ্বস্ত ও ধার্মিক ব্যতীত কাউকে সেখানে যেতে দিবেন না। শত্রুকে পরাজিত করতে, চুক্তিতে স্বাক্ষরিত লোকদের প্রতি কোন অবিচারের অনুমতি দেবেন না। যখন শত্রুর ভূমিতে প্রবেশ করবেন, তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে নিজের পরিদর্শকদের প্রেরণ করবেন। আপনার সাথে কিছু স্থানীয়দের রাখবেন, যারা আপনার প্রতি অনুগত এবং আপনি যাদের বিশ্বাস করেন। কারন মিথ্যাবাদীরা কোন উপকারে আসে না, যদিও মাঝে মাঝে তারা সত্য বলে। একজন প্রতারক আপনার উপকারের জন্য নয়, বরং দুর্বলতার খোঁজ করে।

মাঝে মাঝে-ই আপনার শক্তিশালী দলগুলো প্রেরণ করুন। সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও এবং সবচেয়ে পরীক্ষিত লোককে এসব দলের জন্য বাছাই করুন। তাদের সেরা ঘোড়া দাও; বাছাইয়ের সময় নিজের সহানুভূতি দ্বারা পরিচালিত হবেন না। সুস্পষ্ট বিপদে পূর্ণ এলাকায় কোন দল প্রেরণ করবেন না। ভূখন্ড ও তার স্থানীয়দের ভাল করে জানুন। যখন আপনি শত্রু দেখতে পান, সমস্ত সৈন্য, প্লাটুন এবং দল জড়ো করুন। নিজের সমস্ত শক্তি একীভূত করুন, একান্ত দরকার না হলে প্রত্যক্ষ যুদ্ধের সংস্পর্শে যাবেন না। যখন আপনি শত্রুর দুর্বলতা দেখবেন, সেখানেই আঘাত করবেন। শত্রুর সাথে সেটাই করুন, যা সে আপনার সাথে করে। আপনার সেনাবাহিনীকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তত্ত্বাবধান করুন, গভীর রাতে শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হওয়া থেকে সতর্ক থাকুন।[36] বন্দীদের গর্দান না নিয়ে ছেড়ে দিবেন না [মাথা কেটে ফেলুন], যেন আল্লাহর ও আপনার শত্রুরা ভয় পায়। আল্লাহ আপনাকে এবং আপনার সাথীদের রক্ষা করুন। আল্লাহ তা'আলা হলেন তিনি, যিনি শত্রুকে পরাজিত করেন এবং যার কাছে আপনি সাহায্য চান”।

---

[36] নিরাপত্তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অনেকক্ষেত্রে এটি keystone habit হিসাবে কাজ করে। Alcoa কোম্পানিতে পল ও'নিল সিইও হয়ে আসার পরে শুধু নিরাপত্তার উপর জোরপ্রদান করায় কোম্পানির আয় ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছিল।

মুজাহিদ জানে যে, সম্পূর্ণ বিশ্রাম বা সম্পূর্ণ টানাপোড়নের অবস্থায় বাস করা অসম্ভব। তিনি একজন তীরন্দাজের মত, যাকে তার ধনুক বাঁকা করতে হয়। সে দেখে যে, ঘোড়া বেড়া-ডিঙ্গানো দৌড়ের সময় নিজের সমস্ত পাশীর টানটান করে ফেলে। কিন্তু সে এই পেশী টানটান করাকে উদ্দেশ্যহীন অতিব্যস্ততা বলেও অভিহিত করতে পারে, কিন্তু সে [মুজাহিদ] এই দুই দৃষ্টিকোণকে একত্রে গুলিয়ে ফেলে না।[37]

তিনি জানেন যে, একটি ফালো হরিণ[38] তার পায়ের কারনে শক্তিশালী, এবং একটি সী'গাল কতটা শক্তিশালী তা নির্ভর করে মাছ সনাক্ত করতে এর দৃষ্টিশক্তি কতটা তীক্ষ্ণ সেটার উপর, আর মাছ পানি থেকে বাইরে আনতে তার আগ্রহ কতটুকু সেটার উপর। মুজাহিদ জানে যে, একটি বাঘ একটি হায়েনাকে ভয় পায় না, নিজের শক্তির উপর বাঘের ভরসা আছে। এবং তারপর মুজাহিদ বুঝার চেষ্টা করতে পারেন যে তিনি কিসের উপর নির্ভর করবেন। এবং তিনি তার গোলাবারুদ পরীক্ষা করেন, যা ৩ টি জিনিসের সমন্বয়ে গঠিতঃ আল্লাহর উপর ঈমান, তাঁর রহমতের আশা এবং

[37] অর্থাৎ, বাধা ডিঙ্গানোর জন্য পেশী টানটান করা আর উদ্দেশ্যহীনভাবে পেশী টানটান করা কখনই একই দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাপ্ত ব্যাখ্যা হতে পারে না।

[38] The animal originally lived in Eurasia, but people have brought it to other parts of the world like Australia. The male is called a buck, the female is a doe, and the young a fawn.

ইসলামের প্রতি ভালবাসা। যদি তিনটি জিনিস-ই উপস্থিত থাকে তখন মুজাহিদ তার পথে যাত্রা অব্যাহত রাখে ও চলতে থাকে।

Figure 1 fallow deer

Figure 2 seagull

সর্বোপরি, আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন,

মু'মিনদেরকে সাহায্য করা আমার দায়িত্ব। [39][সূরা রূম -৪৭]

39

অর্থাৎ আমি অপরাধী কাফেরদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিলাম এবং মুমিনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব ছিল। এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ তাআলা কৃপাবশতঃ মুমিনের সাহায্য করাকে নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করেছেন। [সা'দী]

৯. অটল থাকা

মহান আল্লাহ বলেন,

৩১. আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করবো যতোক্ষণ না আমি একথা জেনে নেবো, কে তোমাদের মাঝে (সত্যিকারভাবে) আল্লাহর পথের মোজাহেদ আর কে তোমাদের মধ্যে (জেহাদের ময়দানে) ধৈর্য্য ধারণকারী (অবিচল), যতোক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমাদের খোঁজ খবর (ভালো করে) যাচাই বাছাই করে না নেবো (ততোক্ষণ পর্যন্ত আমার এ পরীক্ষা চলতে থাকবে)।

[40][সূরা মুহাম্মাদ]

মুজাহিদ আই চিঙের এই দাবিকে শ্রদ্ধা করে যে, "অটল থাকা উপকারী"।

তিনি জানেন যে জেদের সাথে অটল থাকার কোন সম্পর্ক নেই। এমন অনেক সময়ের আগমন ঘটে, যখন স্বাভাবিকের তুলনায় দীর্ঘতর যুদ্ধ আপনার ক্ষমতাকে জীর্ণ করে দেয়, এবং আপনার অনুপ্রেরণা খর্ব করে। আর তখন-ই মুজাহিদ তার কৌশল পরিবর্তন করে। তিনি বুঝতে পারেন যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার তার ক্ষমতা কমে আসছে। তাই তিনি যুদ্ধ প্রত্যাহার করেন এবং সাময়িক বিশ্রাম নেন। তিনি তার ইচ্ছাপূরণে অটল, তাই তিনি তার সুবিধামত একটি মুহূর্তের সদ্ব্যবহার করতে পারেন এবং তারপর তিনি একটি নতুন আক্রমণ শুরু করতে পারেন।

মুজাহিদ যুদ্ধে প্রত্যাবর্তন করে, কারন সে জেদী, অনমনীয়, একগুঁয়ে।

একজন মুজাহিদ সর্বদা স্মরণ রাখে যেঃ "এমন একটা সময় ছিল, যখন আমি আরেকজনের বীরত্বের গল্প শুনতাম। এমন একটা সময় ছিল, যখন বেঁচে থাকার জন্য বেঁচে থাকতাম। আর এখন আমি বেঁচে থাকি কারন আমি মুজাহিদ এবং এখন আমি বেঁচে থাকি কারন একদিন আমি তাঁর মুখোমুখি হতে চাই যার জন্য আমি দীর্ঘদিন যুদ্ধ করে গিয়েছি"।

40

([১১৭]) আল্লাহ তাআলার প্রথম থেকেই জানা আছে। এখানে জানার অর্থ, তা বাস্তবায়িত ও সংঘটিত হওয়া। যাতে অন্যরাও জেনে এবং দেখে নেয়। আর এই জন্য ইমাম ইবনে কাসীর (রঃ) এর অর্থ বর্ণনা করেছেন, حَتَّى نَعْلَمَ وُقُوْعَهُ যাতে আমি তার বাস্তবায়ন জেনে নিই। ইবনে আব্বাস ﷺ এই ধরনের শব্দের অর্থ করতেন, لِنَرَى যাতে আমি দেখে নিই। (ইবনে কাসীর) আর এই অর্থই বেশী স্পষ্ট।

১০. দুঃখ-কষ্ট

মহান আল্লাহ তা’আলা বলেন,

২০৭। আর মানুষের মধ্যে এমনও আছে, যে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনায় তার নিজকে বিক্রি (উৎসর্গ) করে দেয়। এবং আল্লাহ্ (এধরণের) বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল।	وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ ۝

[সূরা বাকারাহ][41]

রাসূল [সাঃ] বলেছেন, “ একজন মুসলিমের উপর যা কিছুই পতিত হয়, এটা ক্লান্তি হোক, দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা, উদ্বেগ, দুঃখ, দুর্দশা [বা] এমনকি যে কাঁটা তার দেহে **বিদ্ধ হয়**, এ সবের দ্বারা আল্লাহ্ তার গুনাওসমূহ ক্ষমা করে দেন।[বুখারী, মুসলিম]

মুজাহিদরা চেষ্টা করে যেন চোখের দীপ্তি বিলীন না হয়। তারা এই বিশ্বে বাস করে, তারা অন্য লোকেদের পরিহার করছে না, তারা একটি উন্মুক্ত হৃদয় নিয়ে তাদের যাত্রা শুরু করেছে। প্রায়ই তারা ভয় দ্বারা আবিষ্ট হয়। সবসময় তারা সঠিক জিনিস করে না। মাঝে মাঝে তারা খুঁটিনাটি জিনিসের কারনে কষ্ট ভোগ করে, মাঝে মাঝে তারা সংকীর্ণচেতা ও ব্যর্থ হয়, এবং কখনও কখনও তারা মনে করে যে তারা বেড়ে উঠতে পারবে না। তারা সবসময় আত্মবিশ্বাসী হতে পারে না। তারা নির্ঘুম রাত পার করে, এবং নিজেদের ভুলের জন্য অন্তরজ্বালায় ভোগে।

কিন্তু মুজাহিদ সর্বদাই সালাতে শান্তি ও শক্তির সন্ধান করে।

41

অর্থাৎ নিজেকে পুরোপুরিভাবে বিক্রি তথা আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে দেয়। কিছুই অবশিষ্ট রাখে না। আর এই বিক্রির বিনিময়ে সে আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া আর কিছুই চায় না। এটাই হচ্ছে পূর্ণাংগ, শর্তহীন, অকুন্ঠ বায়াত, যার বিনিময়ে কোনো মূল্য লাভের আশা করা হয় না। আপন সত্তাকে পরিপূর্ণভাবে সমর্পণ করা হয় আল্লাহর কাছে। ফলে গায়রুল্লাহর জন্যে কিছুই অবশিষ্ট রাখা হয় না। আয়াতটির আরো একটা ব্যাখ্যা সম্ভব এবং তারও মূল প্রতিপাদ্য বিষয় একই থাকে। ‘সেটি এই যে, এমন মানুষও অনেক রয়েছে যে নিজেকে সকল পার্থিব সম্পদের বিনিময়ে ক্রয় করে নেয়, যাতে সে নিজেকে মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত করে নির্ভেজালভাবে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করতে পারে। বিভিন্ন বর্ণনা থেকে এই শেষোক্ত ব্যাখ্যার সমর্থন পাওয়া যায়।

মুজাহিদের সাথে কোন অবিচার করা হলে, সে একা থাকে, যেন কেউ তাকে কষ্ট ভোগ করতে না দেখে। এটা উভয়দিক থেকে ভাল এবং খারাপ। একটা বিষয় হল নিজের হৃদয়ের ক্ষতকে নিজে থেকেই আরোগ্য হতে দেয়া। এবং আরেকটি বিষয় হল সারাদিন গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে থাকা এবং অন্য কারো কাছে আপনার দুর্বলতা প্রদর্শন করতে ভয় পাওয়া।

কিন্তু যখন এমন ঘটনা ঘটবে, তখন মুজাহিদ নিজেই নীরবে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবেন এবং শব্দ ও শক্তির অপচয় করবে না, শব্দ কোন উপকারে নাও আসতে পারে। প্রতিরোধ গড়ে তুলতে আর নিজেকে ধৈর্য দ্বারা সশস্ত্র করতে আপনার শক্তি সংরক্ষণ করার জন্য এটি [নিজেকে বিচ্ছিন্ন করা] অনেক ভাল এবং মনে রাখা দরকার যে, আল্লাহ দেখেন যে, আপনি নির্যাতন ভোগ করছেন এবং এভাবে তিনি আপনাকে পরীক্ষায় ফেলেন।

মুজাহিদ বলে: "হে আল্লাহ! তুমি সবকিছু দেখছ! সবকিছুই আপনার জন্য! এবং আমার পুরস্কার হল তোমার নিকট!”

আর আল্লাহ মুজাহিদকে অধিকাংশ সময় যা সর্বাধিক প্রয়োজন তা দেন, এবং আগে হোক বা পরে সবকিছু তার জন্য উপকারী হবে যদি সে ধৈর্যশীল হয়।

রাসূল [সাঃ] মুয়াজ [রাঃ]কে বলেছেন,

মযলুমের বদদু'আকে ভয় করবে। কেননা, অত্যাচারিতের দুয়া ও আল্লাহর মাঝে কোন অন্তরাল থাকে না।) অর্থাৎ স্বত্বর কবুল হয়ে যায়।) (বুখারি ১৪৯৬, মুসলিম ১৯ নং, আবু দাউদ, নাসাই, তিরমিজি(

মুজাহিদ হতাশার সাথে পরিচিত।

কখনও কখনও তার মনে হয় যে তার আত্মার মধ্যে অনুপ্রেরণার আকাঙ্ক্ষিত অনুভূতি জাগিয়ে রাখার কোন ক্ষমতা তার নেই। অনেক দিন-রাত তিনি একটি বিষণ্ণ অবস্থার মাঝে বাস করেন, কোন ঘটনা তাকে তার অনুপ্রেরণা ফিরিয়ে দিতে পারে না।

তার বন্ধুরা বলে, “তার যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে”।

মুজাহিদ এই শব্দ শুনে কষ্ট ও লজ্জা পায়, কারণ তিনি জানেন, যে লক্ষ্য অর্জনে তিনি প্রচেষ্টা চালিয়েছেন তাতে তিনি পৌঁছাতে পারেন নি। তিনি অধ্যবসায়ী এবং মাঝ পথে থেমে যাবার নয়। এমন মুহূর্তে তিনি নামাজের মধ্যে সর্বাধিক উচ্চ সম্মানের অধিকারীকে সম্বোধন করেন এবং এমন একটি নতুন দরজা তার সামনে প্রর্দশিত হয় যা তিনি আশাও করেন নি।

মুজাহিদকে উপদেশ দেয়া হয়, "ফালতু ব্যাপারে ক্রোধান্বিত বা উদ্বিগ্ন হবে না"।[42]

তিনি সমস্যাগুলি অতিরঞ্জিত করতে আগ্রহী নন এবং তিনি সর্বদা প্রয়োজনীয় প্রশান্তি বজায় রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি অন্যের দুঃখের পরিমাণ পরিমাপ শুরু করেন না।

কিছু তুচ্ছ খুঁটিনাটি জিনিস ফিউজের ন্যায় কাজ করতে পারে, এবং তার ভাইয়ের আত্মায় জমা হওয়া হতাশা হঠাৎ আবির্ভূত হতে পারে এবং বিস্ফোরিত হতে পারে। মুজাহিদ তার প্রিয়জনদের কষ্ট ভোগ করাকে শ্রদ্ধা করে এবং নিজের দুঃখের সাথে এটি তুলনা করে না। প্রত্যেকের-ই বিষাদের নিজস্ব পেয়ালা আছে।

১১. কষ্ট

আল্লাহ বলেন,

[42] Don't raise a storm in a teacup

১৫৫. আমি অবশ্যই (ঈমানের দাবীতে) তোমাদের পরীক্ষা করবো, (কখনো) ভয়-ভীতি, (কখনো) ক্ষুধা-অনাহার, (কখনো) তোমাদের জান মাল ও ফসলাদির ক্ষতি সাধন করে (তোমাদের পরীক্ষা করা হবে। যারা ধৈর্যের সাথে এর মোকাবেলা করে); তুমি (সে) ধৈর্যশীলদের (জান্নাতের) সুসংবাদ দান করো,

[সূরা বাক্বারাহ][43]

কখনো কখনো মুজাহিদের ঘুমের জায়গা থাকে না, খাবার থাকে না, যথেষ্ট অস্ত্র ও গোলাবারুদ থাকে না। মাঝে মাঝে তিনি অসুস্থ হয়ে যান এবং কোনও চিকিৎসা সহায়তা থাকে না। সে বলে, "ঠিক আছে, এটি আমার কাজের একটি অংশ। কেউ আমাকে এই পথে আসতে বাধ্য করে নি। এই সিদ্ধান্ত আমি নিজেই নিয়েছি। এই শব্দগুলি তার সম্পূর্ণ শক্তি ধারণ করে: তিনি তার পথ বেছে নিয়েছিলেন, এবং তার জন্য ঘেনঘেনানি করার কিছু নেই এবং অভিযোগের কিছু নেই।

রাসূল[সাঃ] বলেন, "আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে পরীক্ষায় ফেলেন"। [বুখারী]

মুজাহিদ রাসূল[সাঃ]-এর নিকটাত্মীয়া সাফিয়া [রাঃ]-এর অবিচলতাকে শ্রদ্ধা করে। তিনি [রাঃ] ছিলেন ৮ জন প্রথম নারীদের অন্তর্ভুক্ত, যিনি ইসলামের জন্য কাফিরদের হত্যা করেছেন।

---

43 ঈমান অনুসারেই আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে পরীক্ষা করে থাকেন। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "সবচেয়ে বেশী পরীক্ষা, বিপদাপদ-বালা মুসিবত নবীদেরকে প্রদান করেন। তারপর যারা তাদের পরের লোক, তারপর যারা এর পরের লোক, তারপর যারা এর পরের লোক।" [মুসনাদে আহমাদ: ৬/৩৬৯] অর্থাৎ প্রত্যেকের ঈমান অনুসারেই তাদের পরীক্ষা হয়ে থাকে। তবে পরীক্ষা যেন কেউ আল্লাহ্র কাছে কামনা না করে। বরং সর্বদা আল্লাহ্র কাছে নিরাপত্তা কামনা করাই মুমিনের কাজ। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক লোককে বলতে শুনেছেন যে, "হে আল্লাহ্! আমাকে সবরের শক্তি দান কর। তখন তিনি বললেন, তুমি বিপদ কামনা করেছ, সুতরাং তুমি নিরাপত্তা চাও।" [মুসনাদে আহমাদ: ৫/২৩১,২৩৫] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন, মুমিনের উচিত নয় নিজেকে অপমানিত করা। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, কিভাবে নিজেকে অপমানিত করে? রাসূল বললেন, এমন কোন বালা-মুসিবতের সম্মুখীন হয় যা সহ্য করার ক্ষমতা তার নেই"। [তিরমিযী: ২২৫৪]

উহুদ যুদ্ধের সময় তিনি রাসূল [সাঃ]-কে রক্ষা করতে ভীষণভাবে যুদ্ধ করে যাচ্ছিলেন, যুদ্ধের পরে তিনি দেখলেন তার ভাই হামযা[রাঃ]-র পেট চিড়ে ফেলে রাখা হয়েছে, কলিজা ছিড়ে ফেলা হয়েছে, নাক কেটে ফেলা হয়েছে, কান কুপিয়ে আলাদা করা হয়েছে, এবং তার মুখ ভীষণভাবে বিকৃত করে ফেলা হয়েছে এবং সে বললঃ

"সবকিছু আল্লাহর নামে, এবং আমি আল্লাহর দ্বারা তার জন্য প্রস্তুত নিয়তির সাথে সন্তুষ্ট। আল্লাহর কসম, আমি দৃঢ় থাকব এবং আল্লাহ তাকে সঠিক পুরস্কার দান করবেন"।

১২. প্রজ্ঞা

আল্লাহ বলেন,

১২৫. (হে নবী,) তুমি তোমার মালিকের পথে (মানুষদের) প্রজ্ঞা ও সদুপদেশ দ্বারা আহ্বান করো,

[সূরা নাহল][44]

44

'হেকমত' শব্দটি কুরআনুল কারীমে অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এস্থলে কোন কোন মুফাস্‌সির হেকমতের অর্থ নিয়েছেন কুরআন, কেউ কেউ বলেছেন, কুরআন ও সুন্নাহ্। [তাবারী] আবার কেউ কেউ অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ স্থির করেছেন। [ফাতহুল কাদীর] আবার কোন কোন মুফাস্‌সিরের মতে বিশুদ্ধ ও মজবুত সহীহ কথাকে হেকমত বলা হয়। [ফাতহুল কাদীর]

﴿وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ – وعظ – موعظة -এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কোন শুভেচ্ছামূলক কথা এমনভাবে বলা, যাতে প্রতিপক্ষের মন তা কবুল করার জন্য নরম হয়ে যায়। [ফাতহুল কাদীর] উদাহরণতঃ তার কাছে কবুল করার সওয়াব ও উপকারিতা এবং কবুল না করার শাস্তি ও অপকারিতা বর্ণনা কর। [ইবন কাসীর] الحسنة -এর অর্থ বর্ণনা ও শিরোনাম এমন হওয়া যে, প্রতিপক্ষের অন্তর নিশ্চিত হয়ে যায়, সন্দেহ দূর হয়ে যায় এবং অনুভব করে যে, এতে আপনার কোন স্বার্থ নেই- শুধু তার শুভেচ্ছার খাতিরে বলেছেন। موعظة -শব্দ দ্বারা শুভেচ্ছামূলক কথা কার্যকর ভঙ্গিতে বলার বিষয়টি ফুটে উঠেছিল।

اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهٗ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ اَتْبَعَ نَفْسَهٗ هَوَاهَا وَتَمَنّٰى عَلَى اللّٰهِ الْاَمَانِىَ ـ

জ্ঞানী ব্যক্তি নিজের (কু) প্রবৃত্তিকে দমন করে এবং মৃত্যুর পরে যা ঘটবে তার জন্য আমল করে, আর অক্ষম, দুর্বল ও নির্বোধ ব্যক্তি নিজের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে (যদিও সে পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য কোন নেক আমল করে না) অথচ আল্লাহর ওপরও বৃথা (মিথ্যা) আশা রাখে।

[45]

মুজাহিদ দীর্ঘদিন আগেই জানতে পেরেছিলেন যে, ব্যক্তিকে সামাজিক জীবনের পদ্ধতি শিক্ষা দেয়ার জন্য আল্লাহ একাকীত্বে প্রেরণ করেন।

আল্লাহ পৃথিবীর অসীম মূল্য প্রমাণের জন্য রাগ ব্যবহার করেন, এবং ঝুঁকি নেয়ার গুরুত্ব ও আত্মত্যাগ বা নিঃস্বার্থতা যেন স্পষ্টতর হয় সেজন্য আল্লাহ একঘেয়েমি বা বিষণ্নতা ব্যবহার করেন।

প্রতিটি শব্দ কতটা দায়বদ্ধ সেটা বুঝাতে আল্লাহ নীরবতা ব্যবহার করেন।

ক্লান্তিকে প্রফুল্লতার উল্লাসকে উদ্ভাসিত করার জন্য।

আমাদের জন্য অসুস্থতা হল নিখাদ স্বাস্থ্যের আনন্দ।

অগ্নি দিয়ে আল্লাহ আমাদের পানি সম্পর্কে ধারণা দেন। মাটির মাধ্যমে তিনি বায়ু কি, আমাদের সেই শিক্ষা দেন। এবং মৃত্যুর দ্বারা আল্লাহ আমাদের দেখান জীবন কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

---

[45]তিরমিযী।

খলীফা মু‘তাছিম একদিন আবু ইসহাক আল-মুছীলীকে বলেছিলেন, ‘হে আবু ইসহাক! যখন প্রবৃত্তি জয়যুক্ত হয় তখন বিবেক-বুদ্ধি লোপ পায়’।

[খতীব বাগদাদী, তারীখু বাগদাদ ২৩১১/]

একটি মুজাহিদ অন্যদের দ্বারা গৃহীত সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে তার সময় নষ্ট করবে না।

গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলি থাকবে এবং নিরর্থক জিনিসগুলি বিলুপ্ত হবে।

আপনার নিজের পথে বিশ্বাস রাখার জন্য, এটা প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই যে অন্য কেউ ভুল পথ বেছে নিয়েছে।

চীনা দার্শনিক লাও-সে বলেন: "ছোট এবং ভঙ্গুর যেকোন কিছুর প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা মুজাহিদের পন্থার অন্তর্ভুক্ত। সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হলে সর্বদা সঠিক মুহূর্তে তা করতে হয়। এমনকি যদি আপনি তীর ছোঁড়া রপ্ত করে ফেলেন তবুও লক্ষ্য রাখুন আপনি কিভাবে তীর রাখছেন, ধনুক বাঁকাচ্ছেন। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে, একজন শিষ্য যেমন দৃঢ়ভাবে বুঝতে পারে যে তার প্রয়োজনগুলো কি,তখন সে অমনোযোগী সন্ন্যাসীর থেকেও জ্ঞানী হয়ে উঠে। নিজের মাঝে স্নেহের জমা করাই সুখ; ঘৃণার ঘনীভবন হল বিপর্যয়। যে কোন অসুবিধা বুঝতে পারে না, সে বিপর্যয়ের দরজা খোলা ছেড়ে দেয়। যুদ্ধের সাথে বর্বরতার সম্পর্ক নেই।[46]

প্রচলিত অভ্যাস গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের নিরূপক হতে পারে না।

মুজাহিদ আরেকজন ঋষির কথাগুলো স্মরণে রাখে, “আমরা যে কাজগুলো করে থাকি সেগুলোর ফলাফল ভীরুদের আঘাতের দ্বারা অচেতন করে দেয় অথচ ভদ্রলোকদের নিকট তা আলোকরশ্মির ন্যায়”।

“দুনিয়া হল দাবার কোট। গুটিগুলো আমাদের প্রতিদিনের কাজ; খেলার নিয়ম হল তথাকথিত প্রকৃতির আইন। আমরা যার সাথে খেলছি তাঁকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না, তবে আমরা জানি: তিনি ন্যায়পরায়ণ, ধৈর্যশীল এবং সৎ”।

---

[46] **এছাড়া** বলা যায়, যুদ্ধের সাথে ঝগড়ার কোন সম্পর্ক নেই।

একজন মুজাহিদ আল্লাহর সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তির অনুবর্তী হতে আদিষ্ট। তিনি জানেন যে আল্লাহ যাদেরকে ভালোবাসেন তাদের দ্বারা করা একটি ভুলকেও উপেক্ষা করা হবে না, এবং ঐ চুক্তির শর্ত সম্পর্কে অসচেতন কাউকে আল্লাহ পছন্দ করার চেষ্টা করেন না।

একজন মুজাহিদ বুদ্ধিমান এবং তাই তিনি তার পরাজয়ের ব্যাপারে অবিরাম কথা বলে যান না।

১৩. ঝুকি

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

৪২। যদি নিকটবর্তী সামগ্রী (গনীমত লাভের সম্ভাবনা) থাকত ও সহজ সফর হত তাহলে অবশ্যই তারা তোমার অনুসরণ করত, কিন্তু তাদের নিকট কষ্টকর সফর সুদূর মনে হল। এবং শীঘ্রই তারা আল্লাহ্‌র নামে কসম করে বলবে, 'যদি আমরা সক্ষম হতাম তাহলে অবশ্যই আমরা তোমাদের সাথে বের হতাম', তারা তাদের নিজদেরকেই ধ্বংস করে, আর আল্লাহ্ জানেন নিশ্চয় তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

[সূরা তাওবা][47]

একজন মুজাহিদ পূর্ণাঙ্গ সচেতনতার সাথে অধ্যয়ন করেন যে তিনি কীভাবে আক্রমণ করতে যাচ্ছেন ।লক্ষ্য অর্জনের পথ যতই কঠিন হোক না কেন , সর্বদা বাধা এবং বিপত্তিগুলি অতিক্রমের উপায় ও পথ থাকে। মুজাহিদ কোন ঘুরানো-প্যাচানো পথের অনুসন্ধান করে না। তিনি তার তলোয়ার তীক্ষ্ণ করেন এবং তার আত্মাকে দৃঢ়তা দ্বারা পূর্ণ করার চেষ্টা করেন, যা আপনি যথাযথ যুদ্ধে অংশ না

---

47 কিন্তু পথের দূরত্ব বেশী এবং সফর খুবই কঠিন ও কষ্টকর মনে হচ্ছিলো ওদের কাছে, যা তাদের দারুণ দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছিলো এবং ওদের মনোবলকে পুরোপুরিভাবে ভেংগে দিয়েছিলো, বিপদজনক এ সফর ও তার জন্যে যোগাড়যন্ত্র তাদের আত্মাকে দুর্বল করে ফেলেছিলো, তাদের অন্তর চুপসে গিয়েছিলো এবং দিগন্তব্যাপী মরুভূমি পার হয়ে এতো বড় বিশাল শত্রু সৈন্যের মুখোমুখি হওয়ার চিন্তা তাদের সাহসকে ভীষণভাবে বিপর্যস্ত করে ফেলেছিলো। তখনকার ওই

[ফী যিলাযিল কুরআন]

নিয়ে অর্জন করতে পারবেন না।[48] কিন্তু তিনি যখন পথ ধরে যাত্রা শুরু করেন, তিনি বুঝতে পারেন যে, অনেক কষ্ট আর বাধা তিনি খেয়ালই করেন নি।

যদি তিনি একটি সঠিক মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেন, তিনি কখনও চলা শুরু করেন না; প্রথম পদক্ষেপটি নেওয়ার সময় কিছুটা উন্মত্ততা-ক্ষিপ্ততার দরকার আছে। একজন মুজাহিদ উন্মত্ততাকে নিজের সেবায় নিয়োজিত রাখতে পারেন।

মাত্র একবারে সমস্ত কিছুর পরিণাম দর্শন করা অসম্ভব, বিশেষ করে যুদ্ধক্ষেত্রে।

[48] He sharpens his sword and tries to make his soul get filled with steadfastness, which you can’t be fighting a worthy battle without.একটু ভুল মনে হচ্ছে। তাই ভাবানুবাদ করলাম।

১৪. অধ্যবসায়

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

২৩। মু'মিনদের মধ্যে কিছু ব্যক্তি রয়েছে যারা আল্লাহ্‌র সাথে তাদের কৃত অঙ্গীকার সত্যে পরিণত করেছে, এবং তাদের কেউ জীবনকাল পূর্ণ করেছে (অর্থাৎ শাহাদাত বরণ করেছে) এবং কেউ প্রতীক্ষা করছে। এবং তারা কোন পরিবর্তন করেনি (তাদের অঙ্গিকার)- [সূরা আহযাব][49]

একটি মুজাহিদ তার দুর্বলতা জানেন এবং সে জানে তার কি প্রতিভা রয়েছে। অন্যরা অভিযোগ করতে পারে: "আমাদের কোন সুযোগ ছিল না"। হতে পারে তারা সঠিক, কিন্তু একারনে মুজাহিদ কখনও কোনভাবেই হতবুদ্ধি হবে না, সে তার প্রতিটি পেশী এবং প্রতিভা আঁকড়ে ধরবে।

মুতার যুদ্ধে মাত্র ৩ হাজার মুসলিমের বিরুদ্ধে ২০০ হাজার কাফির অবস্থান নিয়েছিল। মুজাহিদ সেই সাহাবীর কথা স্মরণ রাখে যে মুতার যুদ্ধের আগে বলেছিলঃ

---

[49] এক. আল্লাহর সাথে কৃত তাদের মানত পূর্ণ করেছে এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় শহীদ হয়ে গেছে। দুই. আল্লাহ্‌র সাথে যে অঙ্গীকার তারা করেছে তারা তা পূর্ণ করা অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয়েছে। তারা এ অঙ্গীকারের ক্ষেত্রে কোন অন্যথা করেনি। তিন. তাদের মধ্যে কেউ কেউ মারা গেছে। এ আয়াতে সাহাবায়ে কিরামের প্রশংসা করা হয়েছে। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমার চাচা আনাস, যার নাম আমার নাম। তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। এটা তাকে পীড়া দিচ্ছিল। তিনি বলছিলেন যে, প্রথম যুদ্ধেই আমি রাসূলের সাথে থাকতে পারিনি। যদি আল্লাহ্ আমাকে এর পরবর্তী যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেয় তাহলে আল্লাহ্ দেখবেন আমি কি করি। তারপর তিনি রাসূলের সাথে ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন। যুদ্ধের ময়দানে সা'দ ইবনে মু'আজকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু আমর! কোথায়? তিনি জবাবে বললেন, আমি ওহুদের দিকে জান্নাতের সুগন্ধ পাচ্ছি। তারপর আনাস ইবনে নাদর রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রচণ্ডরকম যুদ্ধ করলেন এবং শহীদ হয়ে গেলেন। এমনকি তার গায়ে আশিটিরও বেশী আঘাত পরিলক্ষিত হয়েছিল। তার জন্যই এ আয়াত নাযিল হয়েছিল। [বুখারী: ৪৭৮৩]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহা (রা.) দৃঢ়তার সাথে বলেছিলেন, 'হে লোক সকল, আপনার যা এড়াতে চাইছেন এটাতো সেই শাহাদাত, যার জন্য আপনারা বেরিয়েছেন। স্মরণ রাখবেন যে, শত্রুদের সাথে আমাদের মোকাবেলার মাপকাঠি সৈন্যদল, শক্তি এবং সংখ্যাধিক্যের নিরিখে বিচার্য নয়। আমরা সেই দ্বীনে জন্যই লড়াই করি, যে দ্বীন দ্বারা আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাদেরকে গৌরাবান্বিত করেছেন। কাজেই সামনের দিকে চলুন। আমরা দুইটি কল্যাণের মধ্যে একটি অবশ্যই লাভ করবো। হয়তো আমরা জয়লাভ করবো অথবা শাহাদাত বরণ করে জীবন ধন্য হবে।

মুজাহিদের জন্য কোন অবাস্তব ধারণা নেই।

সবকিছু বস্তুগত ও সুনির্দিষ্ট, এবং সবকিছু তার সম্মানে চালিত হয়। মুজাহিদ এখনও বাড়িতে শান্ত হয়ে বসে নেই এবং বাইরের বিশ্বে কি ঘটছে তা বসে বসে পর্যবেক্ষণ করছে না। তিনি বিশ্বের সমস্ত চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন এবং তাদের মধ্যে তিনি নিজের রূপান্তরের জন্য একটি সুযোগ পেয়ে যায়।

তার সঙ্গীদের কেউ কেউ হয়তো কোন বিকল্প না থাকার দরুন অসন্তোষ প্রকাশ করছে, অথবা

তারা অন্যদের দেয়া সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা করছে।

মুজাহিদ তার চিন্তাকে কাজে রূপান্তর করে।

কখনও কখনও মুজাহিদ একটি ভুল লক্ষ্য বেছে নেয়, এবং তারপর, কোন অভিযোগ এবং বিরক্তি ছাড়া, তিনি যে ভুল করেছেন তার জন্য তিনি ক্ষতিপূরণ প্রদান করেন। কখনও কখনও তিনি বিপথে চলে যান, এবং তারপর তিনি সেই রাস্তা খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত ঘুরে বেড়ান, যা তাকে শুরুতে পরিচালিত করছিল।

কিন্তু মুজাহিদ কখনও নির্বাচিত পথ থেকে সরে আসেন না।

১৫. সঙ্কল্প

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

এদের সাথে পরামর্শ করো, অতপর (সে পরামর্শের ভিত্তিতে) সংকল্প একবার যখন তুমি করে নেবে তখন (তার সফলতার জন্যে) আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করো; অবশ্যই আল্লাহ্ তায়ালা (তাঁর ওপর) নির্ভরশীল মানুষদের ভালোবাসেন।

[সূরা আল ইমরান ১৫৯][50]

মুজাহিদ কখনও তাঁর সিদ্ধান্ত পালটায় না।

কাজ শুরুর আগে, সে গভীর চিন্তায় ব্যাপ্ত হয় এবং প্রস্তুতির পরিসীমা পরিমাপ করে, অন্যদের প্রতি তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পরিমাপ করে। তিনি তার দৃঢ়তা বজায় রাখেন, তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তার প্রতিটি ধাপ, পন্থা গবেষণা করেন যেন সবকিছু তার উপর নির্ভর করছে। এবং তিনি সুন্নাহ পালন করেন: দুই রাকাআত সালাতের সাথে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু যে মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, মুজাহিদ পিছনে ফিরে তাকানো ছাড়া এগিয়ে চলা শুরু করেন: তিনি যা বাছাই করেছেন তা নিঃসন্দেহে সঠিক, এবং এমনকি যদি পরিস্থিতি প্রত্যাশা থেকে ভিন্ন হয়, তবে মুজাহিদ কখনোই নির্বাচিত পথ থেকে বিচ্যুত হয় না, আল্লাহর সাহায্যের উপর নির্ভর করে। এবং সিদ্ধান্ত সঠিক হলে সে যুদ্ধে জয় লাভ করে যদিও যুদ্ধ প্রত্যাশার চেয়েও দীর্ঘতর হয়। কিন্তু সিদ্ধান্ত ভুল হলে সে পরাজয় বরণ করে, আর আবার শুরু থেকে শুরু করতে হয়, কিন্তু এবার কঠিন পন্থার অভিজ্ঞতা দ্বারা নিজেকে পূর্ণ সশস্ত্র করে। কিন্তু তার পুরস্কার তার উদ্দেশ্য অনুযায়ী হবে।

মুজাহিদ পাথরের মত।

যখন সে সমতলে থাকে, তার চারপাশের সাথে কোন বিরোধ থাকে না, এবং সে অবিচলিত থাকে। লোকেরা তার ছায়ায় গৃহ নির্মাণ করে, যা প্রলয়ংকারী ঝড় থেকে রক্ষা করে।

50

(৮৬) অর্থাৎ, পরামর্শ করার পর যে মতের উপর তোমার সংকল্প সৃষ্টি হবে, আল্লাহর উপর ভরসা ক'রে তা কার্যকরী করবে। এ থেকে প্রথমতঃ জানা গেল যে, পরামর্শ করার পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজ হবে শাসকের, পরামর্শদাতাদের অথবা তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকেদের হবে না, যেমন সাধারণতন্ত্র রাষ্ট্রে হয়ে থাকে। দ্বিতীয়তঃ সম্পূর্ণ ভরসা ও নির্ভর করতে হবে মহান আল্লাহর উপরে, পরামর্শদাতাদের জ্ঞান-বুদ্ধির উপরে নয়। পরের আয়াতেও আল্লাহর উপর ভরসা করার প্রতি তাকীদ করা হয়েছে।

কিন্তু যদি তিনি ঢালের উপর থাকেন, তার চারপাশের কোনকিছু সমতা বা সম্মান পায় না, আর তখনই সে তার শক্তি প্রদর্শন করে, এবং শান্তি ভঙ্গকারী শত্রুর উপর হামলা করেন। এ ধরনের মুহূর্তে মুজাহিদ ধ্বংসাত্মক এবং প্রাণঘাতী এবং কেউ তাকে ধরে রাখতে সক্ষম হয় না।

এবং মুজাহিদের স্পষ্ট উদাহরণ হল চার শতাধিক সাহাবী, যারা মুসাইলামার বর্বর অনুসারীদের সাথে যুদ্ধের কঠিন সময়ে মৃত্যুর শপথ করেছিল। তখনই সাবীত তার নিজ দেহে লাশের সুগন্ধ সৌরভ মেখে, কাফনের কাপড়ে দেহ আবৃত করে সবার সামনে ঘোষণা করেছিলঃ

“হে মুসলিমরা! আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে আমরা যেভাবে যুদ্ধ করেছিলাম, আমরা এখন সেভাবে করছি না। এটা দেখে আমার দুঃখ হচ্ছে যে, শত্রুরা নির্ভয়ে তোমাদের আক্রমণ করতে অভ্যস্থ হয়ে উঠছে... এটা দেখে আমার দুঃখ হচ্ছে যে, তোমরা তাদের নিকট পরাজিত হতেও অভ্যস্থ হয়ে যাচ্ছ...”

সাবীত তার চোখ আকাশে তুলে বললোঃ "হে আল্লাহ্, বস্তুত এই কাফিররা যা নিয়ে এসেছে, সে ব্যাপারে আমার কাছে কি কিছুই করার নেই। বস্তুত, (বাদানুবাদকারী মুসলমানরা) যা করছে, তাতেও আমার কিছু করার নেই”।

তারপর তিনি তার সেরা সাথীঃ আল-বারা ইবনে মালেক, জায়েদ ইবনে আল-খাত্তাব, সালিম মাওলাইয়া এবং প্রথম সারির মুসলমানদের মধ্যে থেকে আরো অনেককে নিয়ে ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় শত্রুদের ঘাড়গুলোতে আঘাত হানতে লাগলেন। এবং তারা সেই যুদ্ধ জয় করেছিল।

এ কারণে মুজাহিদ তার তলোয়ারের আঘাত হানেন, কোনও অনুমতি ছাড়াই, কাউকে জিজ্ঞেস করেন না, সে সরাসরি তার তলোয়ার হাতে তুলে নেন। একইভাবে তিনি তার কাজের ব্যাখ্যা করার জন্য তার সময় নষ্ট করবেন না: মুজাহিদ তাক্বদীরের উপর ঈমান রাখেন এবং তার পাপের জন্য সে-ই দায়ী।

আল্লাহ বলেন,

৪৩. যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করে এবং (মানুষদের) ক্ষমা করে দেয় (সে যেন জেনে রাখে), অবশ্যই এটা হচ্ছে সাহসিকতার কাজসমুহের মধ্যে অন্যতম।

[সূরা আশ-শূরা][51]

মুজাহিদ একই সময়ে যুদ্ধ ও শান্তি উভয় বিষয়েই চিন্তা করে এবং তিনি পরিস্থিতি অনুযায়ী কাজ করতে পারেন।

একবার মুজাহিদ জিহাদ শুরু করলে, শেষ পর্যন্ত চলে যান। তার মূলমন্ত্র হল **বিজয় বা জান্নাত**!

51

যে, মানুষের মনমগয পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হোক, মুক্ত হোক তারা হিংসা বিদ্বেষ ও ব্যক্তিগত ক্রোধ থেকে। আরও মুক্ত হোক তারা চারিত্রিক দুর্বলতা ও সর্ব প্রকার হীনতা থেকে। তারা যুলুম ও অন্যায় কাজ ও ব্যবহার পরিহার করুক। তার পরিবর্তে তাদের মধ্যে আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক এবং সর্বাবস্থায় তার সন্তুষ্টি প্রাপ্তির আশা স্থাপিত হোক। সবর ও অবিচলিত থাকার **মহাগুণ হচ্ছে** এ কঠিন পথ পরিক্রমায় তাদের মুল পাথেয়!

১৬. বন্ধুত্ব

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ১০. মু'মিনরা পরস্পর ভাই ভাই, কাজেই তোমাদের ভাইদের মধ্যে শান্তি-সমঝোতা স্থাপন কর, আর আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা দয়া প্রাপ্ত হও। [সূরা হুজুরাত][52]

১৯৩১। আবুদ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে লোক তার কোন ভাইয়ের মান-সম্মানের উপর আঘাত প্রতিরোধ করে, কিয়ামাত দিবসে আল্লাহ তা'আলা তার মুখমণ্ডল হতে জাহান্নমের আগুন প্রতিরোধ করবেন।

সহীহ, গাইয়াতুল মারাম (৪৩১)।

আসমা বিনতু ইয়াযীদ (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীসটি বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান।

[53]

একটি মুজাহিদ জানে যে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হল তার ভাই, যার সাথে তিনি একটি যুদ্ধক্ষেত্র জন্য বেরিয়ে পরে। যখন একজন মুজাহিদকে সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তিনি প্রথমে তার বন্ধু কিভাবে কঠিন পরিস্থিতি মুকাবিলা করে তা বুঝার চেষ্টা করেঃ তারা কিছু করুক বা না করুক। অনুপ্রেরণা খোঁজার সময়, সে তার পাশে দাঁড়ানো ব্যক্তির কথা বুঝার চেষ্টা করেন এবং তার হিফাযতের ফেরেশতা তার কানে কি ফিসফিস করে তা শোনে।

যখন সে ক্লান্ত হয় বা একাকী হয়, তখন সে দূরের পুরুষ বা নারীর চিন্তাভাবনায় করে দূরে সরে যায় না, কিন্তু তিনি যারা তার কাছাকাছি এবং তার সাথে রয়েছে তিনি তাদের সাথে আকাঙ্ক্ষা-আন্তরিক বাসনা ভাগাভাগি করেন এবং অপরাধবোধ ছাড়াই তিনি বুঝার চেষ্টা করতে থাকেন, এবং এখান থেকে তিনি পরিতৃপ্তি পান।

52 জারীর [রাঃ]

বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার থেকে তিনটি বিষয়ে "বাই'আত" নিয়েছেন। 'এক, সালাত কায়েম করবো। দুই, যাকাত আদায় করতে থাকবো। তিন, প্রত্যেক মুসলমানের কল্যাণ কামনা করবো।' [বুখারীঃ ৫৫] অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'মুসলিমকে গালি দেয়া ফাসেকী এবং তার সাথে লড়াই করা কুফরী।' [বুখারী:৬০৪৪, মুসলিম:৬৩] অপর হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপর মুসলমানের জান, মাল ও ইজ্জত হারাম।" [মুসলিম:২৫৬৪, কিতাবুল বিরর ওয়াসসিলাহ, তিরমিযী:১৯২৭] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেনঃ এক মুসলিম আরেক মুসলমানের ভাই। সে তার ওপরে জুলুম করে না, তাকে সহযোগিতা করা পরিত্যাগ করে না এবং তাকে লাঞ্ছিত ও হেয় করে না। কোন ব্যক্তির জন্য তার কোন মুসলিম ভাইকে হেয় ও ক্ষুদ্র জ্ঞান করার মত অপকর্ম আর নাই। [মুসনাদে আহমাদঃ ১৬/২৯৭, ৭৭৫৬] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন, ঈমানদারদের সাথে একজন ঈমানদারের সম্পর্ক ঠিক তেমন যেমন দেহের সাথে মাথার সম্পর্ক। সে ঈমানদারদের প্রতিটি দুঃখ-কষ্ট ঠিক অনুভব করে যেমন মাথা দেহের প্রতিটি অংশের ব্যথা অনুভব করে। [মুসনাদে আহমাদঃ ৫/৩৪০] অপর একটি হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, পারস্পরিক ভালবাসা, সুসম্পর্ক এবং একে অপরের দয়ামায়া ও স্নেহের ব্যাপারে মুমিনগণ একটি দেহের মত। দেহের যে অংগেই কষ্ট হোক না কেন তাতে গোটা দেহ জ্বর ও অনিদ্রায় ভুগতে থাকে। [বুখারীঃ৬০১১, মুসলিম:২৫৮৬] আরো একটি হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মুমিনগণ পরস্পরের জন্য একই প্রাচীরের ইটের মত একে অপরের থেকে শক্তিলাভ করে থাকে। [বুখারী: ২৬৪৬, মুসলিম:২৫৮৫] অন্য হাদীসে এসেছে, একজন মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই, সে তার উপর অত্যাচার করতে পারে না আবার তাকে ধ্বংসের মুখেও ঠেলে দিতে পারে না। [বুখারী:২৪৪২, মুসলিম:২৫৮০] অন্য হাদীসে এসেছে, আল্লাহ্ বান্দার সহযোগিতায় থাকেন যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সহযোগিতায় থাকে। [মুসলিম:২৬৯৯] হাদীসে আরো এসেছে, কোন মুসলিম যখন তার ভাইয়ের জন্য তার অনুপস্থিতিতে দো'আ করে তখন ফেরেশতা বলে, আমীন (কবুল কর) আর তোমার জন্যও তদ্রূপ হোক। [মুসলিম: ২৭৩২]

53 তিরমিযী

কখনো কখনো, একটি ক্যাম্পফায়ারের সামনে বসে, মুজাহিদিন (মুজাহিদিন) একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন, তবে তারা এক তাঁবুতে রাত কাটায় এবং তাদের অতীত কটুক্তির কথা ভুলে যায়।

কিছু সময় অন্তর অন্তর তাদের মাঝে একজন নতুন ছাত্র আসে। যেহেতু তাদের কোন সাধারণ ইতিহাস নেই, তাই সে শুধু তার প্রতিভা ও ক্ষমতা দেখায়, এটা দেখে অনেকে ভাবে সে একজন শিক্ষক।

যাইহোক, মুজাহিদ কখনোই তার নতুন সহকর্মীর-অস্ত্রের সাথে নতুন কোন ব্যক্তির তুলনা করেন না। সে তাকে বলে, "স্বাগতম"। মুজাহিদ শুধু নতুন ছাত্রের গুণাবলি দেখেই তার উপর নির্ভর করেন না, সে তার দুর্বলতাও ভাল করে জেনে নেয়।

যুদ্ধে জড়ানোর আগে মুজাহিদ তার সশস্ত্র সাথীর ক্ষমতার পরিসর অনুধাবনের চেষ্টা করে।

তিনি তার সহকর্মী মুজাহিদদের নিকটবর্তী হতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মাঝে মাঝে তাকে তার নিজের অস্ত্র-দক্ষতা অনুশীলন করতে হয়। এবং তাই, তিনি তার ভাইদের থেকে পৃথক হন এবং একটি তারকা হয়ে ওঠেন।

মহাবিশ্বের যে ক্ষুদ্র অংশ তাকে দেয়া হয়েছে সে তা আলোকিত করে, যাতে যারা আকাশের দিকে দৃষ্টি দিবে তারা অন্যান্য ছায়াপথ এবং অন্যান্য বিশ্ব দেখতে পারে।

তার দৃঢ়তা এবং অধ্যবসায় শীঘ্রই পুরস্কৃত করা হবে। অন্যান্য মুজাহিদীনরা একের পর এক তার দিকে অগ্রসর হচ্ছে, এবং একত্রে তারা নক্ষত্রপুঞ্জ ও ছায়াপথ গড়ে তুলে।

মুজাহিদ জানেঃ মহাবিশ্বের সবচেয়ে দূরের নক্ষত্র তার আশেপাশের সবকিছুর মাঝে নিজের উপস্থিতি জানান দেয়।

১৭. মহত্ত্ব

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য থাকলেই মানুষ ধনী হয় না। মনের ঐশ্বর্যই প্রকৃত ঐশ্বর্য (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ)।

একজন মুজাহিদ তার সর্বোচ্চ প্রদান করে থাকেন, এবং এটাই সে অন্যদের কাছ থেকে আশা করে। এবং এর সাথে, সে সুবিশাল হৃদয়ে ও এবং উদারভাবে সমগ্র বিশ্বকে দেখানোর চেষ্টা করেন যে, প্রতিটি মানুষ কি করতে সক্ষম? তার সঙ্গীদের কেউ কেউ এই বিষয়ে মন্তব্য করতে পারে যে, "মানুষ অকৃতজ্ঞ"। একজন মুজাহিদ কখনও এমন বক্তব্যে বিভ্রান্ত হতে পারেন না। তিনি তার সহকর্মী মুজাহিদকে উৎসাহিত করতে থাকেন এবং তাদের কাজে অনুপ্রাণিত করেন, কারণ এভাবেই তিনি নিজেই নিজের উপর প্রভাব বিস্তার করেন।

২৫০৩। আবূ উমামাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে নিজে জিহাদ করেনি বা কোনো মুজাহিদকে জিহাদের সরঞ্জামের ব্যবস্থা করে দেয়নি অথবা মুজাহিদ পরিবারের উপকারও করেনি, আল্লাহ কিয়ামাতের পূর্বে তাকে কঠিন বিপদে ফেলবেন।[1]

[54]

একজন মুজাহিদ সীরাতুল মুস্তাক্বীম নিয়ে যা জানেন তা অন্যকে জানান।

যে অন্যদের সাহায্য করেন, সে নিজেও সাহায্য পাওয়ার অধিকার রাখেন। সে নিজে যা শিখে তা অন্যদের শেখায়, এবং তাই, একটি ক্যাম্পফায়ারের সামনে বসে, মুজাহিদ বলে যে তার যুদ্ধের দিন কেমন চলছে।

---

[54] গ্রন্থঃ সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত) অধ্যায়ঃ ৯(كتاب الجهاد) জিহাদ / হাদিস নম্বরঃ ২৫০৩।১৮ যুদ্ধ পরিহার করা অপছন্দনীয়। .হাসান। হাদিসের মানঃ হাসান (Hasan

"তোমার কৌশলগত গোপন তথ্য প্রকাশ কেন করছ?" তারা তাকে কানে কানে বলে - "তুমি কি বুঝতে পারছো না যে তুমি একটি ঝুঁকি গ্রহণ করছ? তোমাকে অন্যদের সঙ্গে তোমার জয় ভাগাভাগি করতে হবে!"

জবাবে মুজাহিদ কিছু না বলে শুধু হাসে।

তিনি জানেন যে, তার যাত্রাপথের শেষ প্রান্তে রয়েছে জান্নাত, যদি তা রিক্ত ও জনশূণ্য হয়, তবে এর মানে যুদ্ধটি উদ্দেশ্যহীন ছিল।

১৮. ইবাদাত

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

নিঃসন্দেহে নামায (মানুষকে) অশ্লীলতা ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে;

[সূরা আনকাবূত ৪৫][55]

মুজাহিদের নিজের জন্য কিছু সময় প্রয়োজন।

তিনি বিশ্রামের জন্য এবং চিন্তা করার জন্য এবং সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার উপাসনা করার জন্য সেই সময় ব্যবহার করেন। এমনকি যুদ্ধের উত্তাপের মাঝেও সে সালাত ও যিকিরের জন্য সুযোগ করে নেয়।

দুই ধরনের দুয়া আছে।

---

55 সালাত

মানুষকে অশ্লীল এবং মন্দ কর্ম থেকে বিরত রাখতে পারে। কিন্তু তা তখনই সম্ভব, যখন নামায মহানবী ﷺ-এর সুন্নাহ ও তরীকা অনুযায়ী ঐ সকল আদব ও শর্ত পালন করার সাথে আদায় করা হবে, যা তার শুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য অপরিহার্য করা হয়েছে। যেমন তার প্রথম হল ঃ ইখলাস ও হৃদয়-বিশুদ্ধতা, অর্থাৎ কেবল তাঁর সন্তুষ্টির জন্য হওয়া এবং নামাযে আল্লাহ ছাড়া অন্যের দিকে মনোযোগ না হওয়া। দ্বিতীয় ঃ পবিত্রতা, তৃতীয় ঃ নির্দিষ্ট সময় মত জামাআত সহকারে তা আদায় করা। চতুর্থ ঃ নামাযের আরকান (ক্বিরাআত, রুকূ, কাওমাহ, সিজদাহ ইত্যাদি) পূর্ণরূপে ধীরতা ও স্থিরতার সাথে আদায় করা। পঞ্চম ঃ একাগ্রতা এবং বিনয় বজায় রাখা। ষষ্ঠ ঃ নিয়মনিষ্ঠ হয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে তা আদায় করতে থাকা। সপ্তম ঃ হালাল রুযী খাওয়া। বস্তুতঃ আমাদের নামায এই সকল আদব ও শর্তশূন্য, ফলে তার সেই প্রভাব আমাদের জীবনে প্রকাশ পাচ্ছে না, যা কুরআন করীমে বলা হয়েছে। অনেকে এই আয়াতের খবরকে আদেশার্থে গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ নামাযীদের জন্য জরুরী যে, তারা অশ্লীল ও মন্দ কর্ম হতে বিরত থাকবে।

প্রথম ধরনের হল যখন একজন মানুষ আল্লাহর কাছে চায় যে তার জীবনে একটি নির্দিষ্ট ঘটনা ঘটুক, তাই কি করা উচিত তা আল্লাহর নিকট বিবেচনা করার অনুরোধ করে। আল্লাহকে কর্মপ্রক্রিয়ার জন্য সময় ও সুযোগ দেয়া হয় না। এবং আমাদের জন্য কি উত্তম সেটা আল্লাহ-ই ভাল জানেন, তাই আল্লাহ এসব দুয়ায় মনোযোগ দেন না, তিনি যা উত্তম মনে করেন তা করতে থাকেন। আর দুয়ারত ব্যক্তি অনুভব করা শুরু করেন যে, তার দুয়া কবুল হয় নি।

দ্বিতীয় ধরনের প্রার্থনা হচ্ছে যখন একজন মানুষ বুঝতে পারে না যে সৃষ্টিকর্তা কোন পথে পরিচালনা করবেন, সেই সাথে সে অপেক্ষা করে যতক্ষণ না তাকে নিয়ে আল্লাহর সকল পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়।

তিনি দুঃখকষ্ট এবং দুর্ভাগ্য থেকে মুক্তির জন্য দুয়া করেন, তিনি ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধের জন্য আত্মিক সাহস প্রার্থনা করেন, তিনি প্রতিটি মিনিট পুনরাবৃত্তি ভুলেন না: "এটা আপনার ইচ্ছা মত হোক”।

এভাবেই মুজাহিদ দুয়া করে।

এমন সময় এসে যায় যখন মুজাহিদরা যে পদ্ধতি অনুসরণ করে তা অভ্যাসগত, একঘেয়ে এবং বিরক্তিকর হয়ে যায়। এমন অবস্থায় আল্লাহর স্মরণ অনেক উপকারী হয়।আল্লাহ তা'আলা বলেন,

আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করতে থাক- যাতে তোমরা সাফল্য লাভ করতে পার। [সূরা জুমু'আ ১০][56]

যখন মুজাহিদকে একই কাজ বারবার সম্পাদন করতে হয়, তখন সে এই পদ্ধতির অনুসরণ করে এবং নিয়মমাফিক কাজ তখন ইবাদাতে পরিণত হয়।

[56] জীবনের প্রয়োজনে

পরিশ্রম, প্রচেষ্টা ও উপার্জন এবং মাঝে মাঝে এসব কিছু থেকে মানুষের আত্মা-মনকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে আল্লাহর স্মরণ ও মহব্বতে নিমগ্ন করে দেয়া। অন্তর ও আত্মাকে জীবিত রাখার জন্যে এই পদ্ধতি অত্যন্ত জরুরী। এ পদ্ধতি ব্যতীত আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন এবং তাঁর দেয়া আমানতের বোঝা বহন করা সম্ভব নয়। রোযগারের জন্যে চেষ্টা করার কালে আল্লাহ তায়ালার স্মরণ অতীব জরুরী। এই স্মরণের কারণেই যা কিছু কাজকর্ম করা হয় এবং আয় রোযগারের যে চেষ্টা চালানো হয়, তা সব কিছুই এবাদাতে পরিণত হয়ে যায়। এ স্মরণ সর্বক্ষণ তো থাকতেই হবে, তবু বিশেষভাবে কিছু সময় নিছক আল্লাহর জন্যে বের করে নেয়া এবং একান্তভাবে আল্লাহর জন্যে নিজেকে নিবেদিত করে দেয়ার জন্যেই এ আয়াত দুটিতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ ».

(১৮৭) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : বান্দা তার মহান প্রতিপালকের সবচেয়ে নিকটবর্তী হন যখন সে সাজদাহ্ অবস্থায় থাকে। সুতরাং তোমরা সাজদাহ্তে অধিক পরিমাণে দু'আ করো।[১৮৭]

57

মুজাহিদ নিজেকে ইবাদাতে উৎসর্গ করে দেয়। একই সময়ে তিনি অন্য কোন কিছু সম্পর্কে চিন্তা করার চেষ্টা করেন না; মনে মনে তিনি আনন্দ অনুসন্ধানে লিপ্ত হন না, পার্থিব ব্যস্ততা, চ্যালেঞ্জ এবং ফুর্তি থেকে তিনি সরে আসেন।

এবং এরপর-ই মুজাহিদের আত্মা আনন্দ এবং শান্তি দিয়ে পূর্ণ হয়।

১৯. বিজয়

আল্লাহ বলেন,

57

[১৮৭] হাদীস সহীহ : সহীহ মুসলিম হা/১১১১, আহমাদ হা/৯৪৬১- তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাউত্ব : সানাদ মুসলিমের শর্তে সহীহ। আহমাদ শাকির বলেন (হা/৯৪১৫) : এর সানাদ সহীহ। আবূ দাউদ হা/৮৭৫- তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ। আবূ আওয়ানাহ হা/১৪৭২, ত্বাবারানী 'আদ-দু'আ' হা/৬১৩, বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' হা/৭২৩, বাগাভী হা/৫৫৮, সহীহ আত-তারগীব হা/৩৮০। হাদীসের শব্দাবলী সকলের

৭. ওহে (মানুষ), যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান এনেছো, তোমরা যদি (দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে) আল্লাহকে সাহায্য করো, তাহলে তিনিও তোমাদের (দুনিয়া আখেরাতে) সাহায্য করবেন এবং (মিথ্যার মোকাবেলায় এ যমীনের বুকে) তিনি তোমাদের পা সমুহকে মযবুত রাখবেন।

[সূরা মুহাম্মাদ ৭][58]

ইমাম ইবনে কাইয়্যিম, আল্লাহ তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুন, তিনি বলেন, পাঁচটি প্রধান গুণাবলী আছে যা আল্লাহ্ মুজাহিদদের মেনে চলতে বলেছেন। মুজাহিদীনদের কোন দল যদি তা অর্জন করতে পারে, তবে তাদের জয় সুনিশ্চিত, এমনকি যদিও শত্রুর সংখ্যা অধিক হয়ে থাকেঃ

1. দৃঢ়তা
2. আল্লাহর স্মরণ
3. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট আত্মসমর্পণ
4. তাদের কাজের সমন্বয়সাধন এবং এমন বিতর্কে না জড়ানো যা কাপুরুষতা ও দুর্বলতার দিকে ধাবিত করে। একটি যুক্তি বিতার্কিককে দুর্বল করে দেয় এবং শত্রুকে শক্তিশালী করে। প্রকৃতপক্ষে, একত্রে সমন্বয় হল তীরের গুচ্ছের মত যা ভাঙা যায় না, কিন্তু যদি আপনি তাদের বন্ধন মুক্ত করেন, তবে আপনি পারবেন তীরগুলি এক এক করে ভেঙ্গে ফেলত।
5. ধৈর্য হল প্রধান ও যথার্থ ভিত্তি।

এই পাঁচটি গুণাবলীর উপর ভিত্তি করে বিজয় হয়। এই গুণাবলীসমূহ বা এই গুণাবলীসমূহের কোন একটির অভাব থাকলে, কোন গুণ অনুপস্থিত তার উপর ভিত্তি করে বিজয়ও অনুপস্থিত হয়ে যায়।

58

মানুষের পার্থিব জীবন যাপনের জন্যে আল্লাহর একটা আইন ও বিধান রয়েছে, যার ভিত্তি গোটা বিশ্বজগত ও জীবন সংক্রান্ত বিশেষ দৃষ্টিভংগী, আদর্শ ও মূল্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহর সেই আইন ও জীবনবিধানকে সাহায্য করলেই এবং কোনো ব্যতিক্রম ছাড়া জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর বিধানকে সর্বময় কর্তৃত্ব দান করলে ও বাস্তবায়িত করলেই সামষ্টিক জীবনে আল্লাহকে সাহায্য করা হবে।

সাহাবীরা এই গুণগুলো অর্জন করেছিল। এবং কোন সম্প্রদায় তাদের বাধা দিতে পারে নি, তারা সর্বদা বিজয় লাভ করেছিল। এবং যখন এই গুণগুলি দুর্বল হয়ে পড়ল, তখন সবকিছু আজকে যেমন আছে তেমন ক্ষীণ হয়ে এলো।

আল্লাহ রব্বুল আ'লামীন বলেন,

১৫২. (ওহুদের ময়দানে) আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের যে (সাহায্য দেয়ার) প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা তিনি পালন করেছেন, (যুদ্ধের প্রথম দিকে) তোমরা আল্লাহ্র অনুমতি (ও সাহায্য) নিয়ে তাদের নিমর্ূল করে যাচ্ছিলে! পরে যখন তোমরা সাহস (ও মনোবল) হারিয়ে ফেললে এবং (আল্লাহ্র রসুলের বিশেষ একটি) আদেশ পালনের ব্যাপারে মতপার্থক্য শুরু করে দিলে, এমনকি আল্লাহ্র রসুল যখন তোমাদের ভালোবাসার সেই জিনিস (তথা আসন্ন বিজয়) দেখিয়ে দিলেন, তারপরও তোমরা তার কথা অমান্য করে (তার বলে দেয়া স্থান ছেড়ে) চলে গেলে, তোমাদের কিছু লোক (ঠিক তখন) বৈষয়িক ফায়দা হাসিলে ব্যসত্ম হয়ে পড়লো, (অপর দিকে) তখনও তোমাদের কিছু লোক পরকালের কল্যাণই চাইতে থাকলো, অতপর আল্লাহ্ তায়ালা (এর দ্বারা তোমাদের ঈমানের) পরীক্ষা নিতে চাইলেন এবং তা থেকে তোমাদের অন্য দিকে ফিরিয়ে দিলেন, অতপর আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের মাফ করে দিলেন, আল্লাহ্ তায়ালা (হামেশাই) ঈমানদারদের ওপর দয়াবান।

[সূরা আল ইমরান]

যুদ্ধ শুরু করার সময়, মুজাহিদ ঘোষণা করেন: "আমার একটি লক্ষ্য আছে"। অনেক বছর পার হলে তিনি বুঝতে পারেন যে তিনি যা চান তা তিনি অর্জন করতে পারবেন এবং তাকে পুরস্কৃত করা হবে।

এবং তারপর তিনি দুঃখ অনুভব করেন।কারন তিনি অন্যান্য মানুষের দুঃখ এবং একাকীত্ব, ব্যর্থতা এবং হতাশা সম্পর্কেও সচেতন, যা মানবজাতির বেশিরভাগের মনে হানা দেয়। এবং তার কাছে মনে হয় যে, তাকে যা অর্জন করতে হবে সে তার অযোগ্য।

তার ফেরেশতা তার কাছে ফিসফিস করে বলে,"সবকিছু দাও"।

এবং মুজাহিদ সিজদাহবনত হয় ও তার সমস্ত বিজয় আল্লাহর নিকট সমর্পণ করে।

যেহেতু তিনি তা করেন, মুজাহিদ নিজেকে বোকা প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করা থামিয়ে দেন এবং তার অপরাধবোধের অনুভূতি কাটিয়ে উঠেন।

পৃথিবীর সকল রাস্তা মুজাহিদের অন্তরের দিকে পরিচালিত করছেঃ আকস্মিক আবেগে ঝাঁপ দেয়ার আগে তিনি সতর্কতা অবলম্বন করেন, এসব দিয়েই তার সারা জীবন পূর্ণ হয়ে আছে। মুজাহিদ জানে যে, সে যা চায় তা বেছে নেয়ার স্বাধীনতা তার আছে; সে পিছনে না তাকিয়ে সাহসিকতার সাথে সিদ্ধান্ত নেয়, এবং মাঝে মাঝে বেপরোয়া হয়ে ধাবিত হন। তিনি তার আবেগকে স্বীকার করেন এবং তার সুফল লাভ করেন। সে জানে যে বিজয়ের আনন্দকে প্রত্যাখ্যান করা উচিত না; বিজয় জীবনের একটি অংশ, এবং যারা কঠোর সংগ্রাম করছিল তাদের আত্মাকে মুজাহিদরা সুখী করে।

কখনও কখনও যুদ্ধের উত্তাপের কোন সীমা জানা থাকে না, মুজাহিদের মাথায় চট করে বুদ্ধি চলে আসে এবং সে সাথে সাথে যুদ্ধ জিতে যায়।

এবং তারপর তিনি মনে করেন: "কেন আমি এতদিন ধরে কষ্ট পাচ্ছিলাম এবং এমন একটি যুদ্ধে রত ছিলাম যা আমার অর্ধেক শক্তি ব্যয় করেই জয় করা যেত"।

প্রকৃতপক্ষে, যা একবার সমাধান করা হয়েছে তা করা খুব সহজ মনে হয়। [সবকিছুই সহজ, কিন্তু একবার করার পর।– অনুবাদক] এখন মনে হয়, এত বড় বিজয় কোন চেষ্টা ছাড়াই অর্জিত হয়েছে, আসলে এই বৃহৎ বিজয় কতগুলো অপরিলক্ষিত ছোট ছোট বিজয় দ্বারা তৈরি শিকলের শেষ সংযোগ।

এবং তারপর মুজাহিদ কি ঘটেছে এর অর্থ বুঝতে পারে এবং লক্ষ্যে পৌঁছাতে দেরি হওয়ায় নিজেকে দোষ না দিয়ে শেষ পর্যন্ত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পেরে আনন্দিত হয়।

لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِيْ يُقَاتِلُوْنَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِيْنَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَـــةِ ، قَـــالَ: فَيَنْزِلُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ عليه السلام ، فَيَقُوْلُ أَمِيْرُهُمْ : تَعَالَ ، صَلِّ لَنَا ، فَيَقُوْلُ: لاَ ، إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أُمَرَاءُ ، تَكْرِمَةَ اللهِ هَذِهِ الأُمَّةَ

(মুসলিম, হাদীস ১৫৬)

অর্থাৎ সর্বদা আমার উম্মতের একটি দল কিয়ামত পর্যন্ত সত্যের উপর যুদ্ধ করে জয়ী হবে। অতঃপর 'ঈসা বিন্ মার্‌ইয়াম عليه السلام অবতীর্ণ হবেন। তখন

যুদ্ধ জেতার পর তিনি বিজয় উদযাপন করে। এর জন্য অনেক মূল্য দিতে হয়েছেঃ অনেক ক্ষতি হয়েছে, অনেক কঠিন মুহূর্ত ছিল, বেদনাময় সন্দেহের রাত ছিল আর এমন অনেক দিন ছিল যখন অপেক্ষার শেষ ছিল না।

মুজাহিদের আনন্দ দেখে যখন মানুষ আশ্চর্য হয়: এ নিয়ে কেন সে এত উল্লাস করছে? কে জানে, হয়তো তার পরবর্তী যুদ্ধে তাকে হতাশ দেখতে হবে। আপনি এটি জানার আগে, সে হয়তো তার শত্রুর রোষানলে পতিত হবে।

কিন্তু মুজাহিদ তার কর্মের ব্যাখ্যা জানেন। তিনি তার স্ব-প্রতিশ্রুতি উপভোগ করতে চায়, কারন বিজয় দ্বারা আনা সবচেয়ে মূল্যবান উপহার।

তিনি জানেন যে, একজনকে অবশ্যই তার আবেগ এবং আনন্দকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যাতে সে ভুলে না যায় যে, আপনি সর্বদা আপনার আবেগকে অনুসরণ করতে পারবেন না, এবং সাহায্য ও বিজয় আল্লাহর কাছ থেকে আসে।

১৯৫৯। হারুন ইবনু মারুফ ও আবূ তাহির (রহঃ) ... আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে আমি এভাবে খিলখিল করে হাসতে দেখিনি যাতে তার আল-জিব দেখা যায়। তিনি মুচকি হাসতেন।

[59]

গতকালের বিজয় সে আজ উদযাপন করে, এবং আজকের বিজয় থেকে সে শক্তি পায় আগামীকালের যুদ্ধের জন্য।

জয়লাভের পর আপনার আনন্দকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা পরাজয়ের তিক্ততা মেনে নিতে সহায়তা করে।

[59] **সহিহ** মুসলিম

২০. একাকীত্ব

পরিচ্ছদঃ ৭. সারিয়্যা (ক্ষুদ্র অভিযান) প্রসঙ্গে

১৫৫৫। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সফরসঙ্গী চারজন হওয়া উত্তম, চার শত সৈনিক নিয়ে গঠিত ক্ষুদ্র বাহিনী উত্তম, চার হাজার সৈনিক নিয়ে গঠিত পূর্ণ বাহিনী উত্তম এবং বার হাজার সৈন্য নিয়ে গঠিত বাহিনী সংখ্যাস্বল্পতার কারণে পরাজিত হবে না (পরাজিত হলে তা ঈমানের দুর্বলতার কারণেই)।

যঈফ, সহীহাহ নতুন সংস্করণ (৯৮৬)

এ হাদীসটি হাসান গারীব। জারীর ইবনু হাযিম ব্যতীত আর কোন প্রবীণ রাবী এটাকে মুসনাদ হিসেবে বর্ণনা করেননি। যুহরী হতে এ হাদীসটি মুরসাল হিসেবেই বর্ণিত হয়েছে। হাব্বান ইবনু আলী আবদুল্লাহ হতে তিনি ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। অপরদিকে লাইস ইবনু সা'দ উকাইল সুত্রে, তিনি যুহরীর সুত্রে, তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরাতে এটাকে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

হাদিসের মানঃ যঈফ (Dai'f)

60

٨٩ - باب فِيمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْجُيُوشِ وَالرُّفَقَاءِ وَالسَّرَايَا

অনুচ্ছেদ –৮৯ ঃ সাজোয়া বাহিনী, ছোট সেনাদল ও সফরসঙ্গী কতজন হওয়া উত্তম

٢٦١١ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، سَمِعْتُ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلمقَالَ " خَيْرُ الصَّحَابَةِ أَرْبَعَةٌ وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُمِائَةٍ وَخَيْرُ الْجُيُوشِ أَرْبَعَةُ آلاَفٍ وَلَنْ يُغْلَبَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا مِنْ قِلَّةٍ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مُرْسَلٌ .

صحيح

২৬১১। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেন ঃ সফরে উত্তম হচ্ছে চারজন সঙ্গী হওয়া, ক্ষুদ্রবাহিনীতে চারশো এবং সেনাবাহিনীতে চার হাজার সৈন্য হওয়া উত্তম। আর বারো হাজার সৈন্য হলে সংখ্যা সল্পতার কারণে পরাজিত হয় না।

সহীহ।

61

মুজাহিদ জানে যে একজন মানুষ একটি দ্বীপ নয়।

তিনি একা একা হক্কের জন্য যুদ্ধ করে যেতে পারেন না; তার পরিকল্পনা যাই হোক না কেন, এটা তবুও অন্যান্য মানুষের উপর নির্ভর করে। কারো সাথে তার উদ্দেশ্য নিয়ে তাকে আলোচনা করতে

---

[60] তিরমিযী

[61] আবু দাউদ

হবে যাতে তিনি কারো কাছে সাহায্য এবং সহায়তা চাইতে পারেন। এবং বিশ্রামের মুহূর্তে ক্যাম্পফায়ারে বসে এবং কাউকে বলুন তার অতীত যুদ্ধের ঘটনা বলে।

কিন্তু মুজাহিদ কখনোই অনিশ্চিত হওয়ার কারনে অন্যদের ভুলে সম্মতি দিবেন না। তার কর্ম সুস্পষ্ট, তবে তার পরিকল্পনা রহস্যাবৃত।

মুজাহিদ তার ভাইয়ের সাথেই বিশ্রাম করে, কিন্তু তিনি যে পদক্ষেপগুলির জন্য দায়বদ্ধ সেগুলো সে তার ভাইয়ের উপর চাপান না।

মাঝে মাঝে তিনি অনিচ্ছাকৃতভাবে একটি ভুল পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং রসাতলে যান।

একাকীত্ব তাকে ঘিরে ধরে আর মিথ্যা আভাস তাকে ভয় দেখায়।[62] যখন সে জিহাদের সন্ধান করে, তিনি অনুমান করতে পারে না যে এরকম কিছু হতে পারে। কিন্তু এমন-ই ঘটে। অন্ধকারে ডুবে, তিনি তার হৃদয়কে আহ্বান করেন: "আমি গভীর সমুদ্রের মধ্যে ডুবে যাচ্ছি, এখানে পানি খুব কালো আর খুব গভীর”।

তার অন্তর জবাব দেয়, “একটা জিনিস মনে রাখবে, যে নিমজ্জিত হয়েছে আর সেভাবেই থেকে গেছে তার-ই শ্বাস রুদ্ধ হয়েছে এবং ডুবে গেছে”।

এবং মুজাহিদ যে বিপজ্জনক অবস্থায় পতিত হয়েছে সেখান থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে।

রাসূলুল্লাহ [সাঃ] বলেন, “যদি লোকেরা একাকীত্বের সফর সম্পর্কে জানত যা আমি জানি, তবে সওয়ারী কখনও রাতে একাকী যাত্রা করত না”। [বুখারী]

মুজাহিদ একাকীত্বকে ব্যবহার করেন, কিন্তু নিজেকে একাকীত্বের হাতে তুলে দেন না।

---

[62] He gets tormented with loneliness and frightened by the ghosts.

মুজাহিদ আতঙ্ক ও বিভ্রান্তির সময় খুব ভাল একটি কসরত খাটানঃ অন্যেরা যা না জেনেই করে সে তা বিচক্ষণতা ও সতর্কতার সাথে করার চেষ্টা করেঃ শ্বাস নেয়া, চোখের পলক ফেলা, এবং আশেপাশে ভাল করে লক্ষ্য করা। এভাবে সে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পায় এবং তার সুচতুর অনুমানকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেয় – তার ভয় এবং বাসনা এতে জড়িত হয় না।

মুজাহিদ একাকীত্ব ও পরনির্ভরশীলতার মাঝে সমতা বিধান করতে পারে।

২১. মহব্বত

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

২১৫. যে ব্যক্তি ঈমান নিয়ে তোমার অনুবর্তন করবে তুমি তার প্রতি স্নেহের আচরণ করো,

[সূরা শু'আরা][63]

٨/٨.وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ عَبدِ الرَّحمَانِ بنِ صَخرٍ ﷺ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « إنَّ اللهَ لاَ يَنْظُرُ إِلى أَجْسَامِكُمْ ، وَلاَ إِلَى صُوَرِكُمْ ، وَلَكن يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعمَالِكُم ». رواه مسلم

৮/৮। আবূ হুরাইরাহ আব্দুর রহমান বিন সাখ্‌র (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমাদের দেহ এবং তোমাদের আকৃতি দেখেন না, বরং **তিনি তোমাদের অন্তর ও আমল** দেখেন।"[৭]

64

---

63 এই নম্র ও সদয় আচরণকে স্পষ্ট করে তুলে ধরার জন্যে 'ডানা নিচু করা' এর রূপক বর্ণনাভংগির আশ্রয় নেয়া হয়েছে। অর্থাৎ, উড়ন্ত পাখী নিচের দিকে নেমে আসার সময় তার ডানা দুটোকে যেভাবে নামিয়ে দেয় সেভাবেই তুমি মোমেনদেরকে দু'হাত মেলে ধরে নিজের কাছে টেনে নাও। এই কোরআনী নির্দেশ পালন করতে গিয়ে রসূল (স.) জীবন ভর তাঁর অনুসারীদের প্রতি সদয় ছিলেন, মেহেরবান ছিলেন। তিনি ছিলেন কোরআনী চরিত্রের মূর্ত প্রতীক।

64 সহীহুল বুখারী ৫১৪৪, ৬০৬৬, মুসলিম ২৫৬৪, তিরমিযী ১১৩৪, ১৯৮৮, নাসায়ী ৩২৩৯, ৪৪৯৬, ৪৫০৬, ৪৫০৭, আবূ দাউদ ৩৪৩৮, ৩৪৪৩, ৪৯১৭, ইবনু মাজাহ ১৮৬৭, ২১৭২, ২১৭৪, আহমাদ ৭৬৭০, ৭৮১৫, ৮০৩৯, মালিক ১৩৯১, ১৬৮৪

মুজাহিদ মহব্বত ছাড়া চলতে পারে না। খাওয়া-দাওয়া যেমন জরুরি এবং জিহাদের আনন্দের মত, আন্তরিকতা ও স্নেহ প্রদর্শনের প্রয়োজনীয়তা তার স্বভাবে প্রোথিত। যদি সূর্য অস্ত চলে যায়, আর মুজাহিদ কোন আনন্দ লাভ না করে, তবে কিছু না কিছু গন্ডগোল হয়।

সে লোকেদের বরফশীতল মুখোশের আড়ালের ব্যাকুল হৃদয় দেখতে পায়। আর এই কারণেই তিনি অন্য লোকেদের চেয়ে বেশি ঝুঁকি নিয়ে থাকেন। সে অবিরাম ও অবিরত ভালবাসার সন্ধান করে, এমনকি যদি এই অনুসন্ধানে তিনি কখনও কখনও একটি "না" শুনতে পান বা রিক্ত হস্তে ত্যাগ করেন এবং প্রত্যাখ্যাত বোধ করেন। যখন সে গুরুত্বপূর্ণ কাউকে খোঁজ করেন, তখন সে বিভিন্ন পরিস্থিতির জন্য আতঙ্কিত হন না। ভালবাসা ব্যতীত সে করতে পারে না।

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "অধিক প্রেমময়ী, অধিক সন্তানদাত্রী রমণী বিবাহ কর। কারণ, আমি তোমাদেরকে নিয়ে কিয়ামতে অন্যান্য উম্মতের সামনে (সংখ্যাধিক্যতার ফলে) গর্ব করব।" (আদাঃ, নাঃ, মিঃ ৩০৯ ১নং)
[65]

এবং মুজাহিদ যখনই প্রথম সুযোগ পায় তখনই বিয়ে করে কারণ এটিও জিহাদের একটি অংশ। একটি ধার্মিক পরিবার একটি ধার্মিক সমাজের ভিত্তি।

বাস্তবিকই প্রায়ই সে তাদের কারনে যন্ত্রণা ভোগ করে, যারা ভালবাসার অযোগ্য।

এমন সময়ও আসে যখন তার জীবন তাকে পরীক্ষায় ফেলে এবং তাকে তার প্রিয় মানুষের সাথে তা বিচ্ছেদ করে নিতে হয়। এমন মুহূর্তে একজন মুজাহিদ এটি জানার চেষ্টা করে যে তিনি আল্লাহর ইচ্ছা পূরণ করেছেন নাকি সে আত্ম-প্রীতিতে মগ্ন। প্রথম ক্ষেত্রে সে কোন অভিযোগ ও বিরক্তি ছাড়াই মান্য করে, এমনকি যদিও তাকে তার পথে কারো সাথে বিচ্ছেদ করতে হয়।

---

[65] মুসনাদে আহমাদ

কিন্তু যদি এমন বিচ্ছেদ কারো বিদ্বেষসূচক অভিপ্রায়ের কারনে হয়, মুজাহিদ কঠিনভাবে তা প্রতিহত করে।

একটি মুজাহিদ জানে যে তিনি উত্তম দেখতে সক্ষম, কারণ তিনি নিজের মধ্যে উত্তম লালন করে, কারন দুনিয়া আয়নার ন্যায় যাতে প্রত্যেকে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখে।

২২. ন্যায়বিচার

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

যালেমদের ওপর আল্লাহ তায়ালার অভিসম্পাত।[সূরা হূদ ১৮]

মুজাহিদ অবিচারের প্রতি উদাসীন হতে পারে না।

তিনি জানেন: এই দুনিয়াতে সবকিছুই বিজড়িত এবং একত্রিত হয়ে আছে, এবং সেইজন্য কোনো এক ব্যক্তির পদক্ষেপ অন্য মানুষের উপর প্রভাব ফেলে,তা যাইহোক তাদের অনেকে পৃথিবীর উপরেই তো আছে। আর তাই, সে যখন অন্য কাউকে কষ্ট ভোগ করতে দেখে, তখন সে সবকিছু পুনঃস্থাপন করতে তার তলোয়ার কোষমুক্ত করে।

কিন্তু নিপীড়নের বিরুদ্ধের যুদ্ধের সময়, সে যালিমকে দন্ডাদেশ দেয় না, কারন সে মনে করেঃ প্রত্যেককে তার নিজের কাজের জন্য আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে। তার মিশন সম্পন্ন করার পর, মুজাহিদ কোন রায় দেওয়া থেকে বিরত থাকে।

মুজাহিদ তার ভাইদের সাহায্য করার জন্য এই দুনিয়াতে এসেছিলেন কিন্তু তার প্রতিবেশীদের নিন্দা করার জন্য আসেন নি।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

তোমরা ন্যায়বিচার করবে; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ন্যায়বিচারকদের ভালোবাসেন।

[সূরা হুজুরাত ৯][66]

মুজাহিদ আঘাত হানা এবং ক্ষমার গুণে গুণান্বিত। সে সমান দক্ষতার সাথে উভয় গুণ ব্যবহার করে।

এমন কোন মুজাহিদ নেই যিনি তার ভাইদের সাথে বসা অবস্থায় বলতে পারে: "আমি সর্বদা সঠিক কাজ করেছি"। যে এই ধরনের কিছু দাবি করে সে হয় মিথ্যা বলছে অথবা সে আপন স্বত্বাকে ভাল করে চিনে নি। কারন অতীতে একজন সত্যিকারের মুজাহিদকে এমন কিছু করতে হয়েছিল, যা সঠিক ছিল না।

কিন্তু তারপর, তার পথে চলার সময়, তিনি বুঝতে পারেন যে আল্লাহ তাকে নিশ্চিতভাবে তাদের সাথে একত্রিত করে আনবেন যাদের হক্ক তিনি আদায় করেন নি।

এভাবেই তিনি তার অতীতের খারাপ কাজ থেকে সুযোগ পাওয়া মাত্র নিজেকে মুক্ত করে। এবং মুজাহিদ দ্বিধা ছাড়াই এই সুযোগ ছিনিয়ে নেয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

66 সংঘর্ষ বন্ধ করা ও স্থায়ী মীমাংসা করিয়ে দেয়ার এই আহবান জানানো ও নির্দেশ দানের পর মোমেনদের হৃদয়ে আবেগ ও উদ্দীপনা সঞ্চার, তাদের ভেতরকার অটুট বন্ধনকে পুনরুজ্জীবিতকরণ এবং আল্লাহর ভয় ও আল্লাহর ভয় দ্বারা তাঁর যে রহমত লাভ করা যায় তার আশার সঞ্চার করা হয়েছে।

৯০. অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্তীয় স্বজনকে দান করার নির্দেশ দেন [সূরা নাহল][67]

মুজাহিদ উমারের [রাঃ] বক্তব্যকে শ্রদ্ধা করে: "হে লোকেরা! প্রকৃতপক্ষে, ইসলাম একটি শক্তিশালী কেল্লা এবং দৃঢ় প্রবেশদ্বার। এবং ন্যায়বিচার ইসলামের দুর্গ এবং সত্য তার দরজা। কিন্তু যদি দুর্গ এবং প্রবেশদ্বারের পতন ঘটে, তবে এই ধর্মের পবিত্রতা ও অলজ্ঘনীয়তার অপমান হবে। কিন্তু শাসক যতক্ষণ দৃঢ় থাকে, ইসলাম ততক্ষণ অপরাজেয়। এবং চাবুক নিয়ন্ত্রণ শিল্প এবং গর্দান নেয়ার মাঝে শাসকের কোন ক্ষমতা নেই। শাসকের ক্ষমতা হল ধার্মিকতায় ও ন্যায়পরায়ণতায়।"

মুজাহিদ সর্বদা দৃঢ়তা ও কোমলতার মাঝে সমতার জন্য সংগ্রাম করে। তিনি সবসময় ন্যায়সঙ্গত কাজ করেন। একটি স্বপ্নকে সত্য করতে হলে, আপনার বিশ্বাসকে দৃঢ় এবং শক্তিশালী হতে হবে, এবং যখন লক্ষ্য অর্জন করা হয়, মনে রাখতে হবে লক্ষ্য অর্জনের রাস্তা আমাদের কল্পনার অনুরূপ নয়।

এই কারণে মুজাহিদ আদেশ দিতে পারেন এবং সহানুভূতিশীলও হতে পারেন।

---

[67] আদল হল সুবিচার, মধ্যমপন্থা। এনিয়ে ইবনে আব্বাস বলেন, এর অর্থ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। কারও মতে আদল হচ্ছে, ফরয। আয়াতের দ্বিতীয় নির্দেশ হচ্ছে, ইহসান করা। বস্তুত: الإحسان -এর আসল আভিধানিক অর্থ সুন্দর করা। যা ওয়াজিব নয় তা অতিরিক্ত প্রদান করা। যেমন, অতিরিক্ত সাদকা। [ফাতহুল কাদীর] ইমাম কুরতুবী বলেনঃ 'আলোচ্য আয়াতে এ শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই উপরোক্ত উভয় প্রকার অর্থই এতে শামিল রয়েছে। প্রসিদ্ধ 'হাদীসে জিবরীল'-এ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহ্সানের যে অর্থ বর্ণনা করেছেন, তা হচ্ছে 'ইবাদাতের ইহ্সান। এর সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্র 'ইবাদাত এভাবে করা দরকার, যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ। যদি এ স্তর অর্জন করতে না পার, তবে এটুকু বিশ্বাস তো প্রত্যেক 'ইবাদাতকারীরই থাকা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'আলা তার কাজ দেখছেন। [ফাতহুল কাদীর]

তিনি আরো বলেন, "অতিরঞ্জনকারীরা ধ্বংস হয়েছে।" (আহমাদ, মুসলিম, আবূ দাউদ, সহীহুল জামে' ৭০৩৯ নং)[68]

আল্লাহ কখনো তাঁর বান্দাদেরকে ছেড়ে দেবেন না, তবে তাঁর পরিকল্পনা ও স্থানসমূহ বোঝার বাইরে।

আদিষ্ট হওয়ার পাশাপাশি আদেশের ক্ষমতাও মুজাহিদকে অনুপ্রাণিত করে।

একটি মুজাহিদ অগ্রহণযোগ্য কিছু গ্রহণ করেন না।

মুজাহিদ জানে যে সমস্ত ভাষাগুলিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শব্দগুলি ছোট।

আল্লাহ।

হ্যা।

জীবন।

এই শব্দগুলি সহজে উচ্চারণ করা যায়, এর ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত।

কিন্তু এখনও আরেকটি শব্দ আছে, যা সংক্ষিপ্ত হিসাবে ভাল এবং যা অনেক মানুষের জন্য বলা কঠিন।

এই শব্দটি "না"।

যে কখনও 'না' বলে নি সে নিজেকে মহানুভব, অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন এবং সুশিক্ষিত মনে করে, এই শব্দটি স্বার্থপর, দুনিয়াবিলাসী এবং বিদ্বেষপরায়ণদের মুখে অধিক উচ্চারিত।

কিন্তু মুজাহিদ এই ফাঁদে আটকা পড়ে না। জীবনে এমন সময়ও আসে যখন সে অন্যকে 'হ্যা' বলে এবং নিজেকে 'না' বলে।

---

[68] একদা মহানবী ﷺ তিন তিনবার বলেন, "দ্বীনের ব্যাপারে নিজের পক্ষ থেকে কঠোরতা অবলম্বনকারীরা ধ্বংস হয়ে গেল। (অথবা ধ্বংস হোক।)" (বুখারী)

এবং এ কারণে তার ঠোঁট কখনোই "হ্যাঁ" বলবে না যদি তার হৃদয় "না" বলে।

২৩. ধৈর্য

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

১৫৩. হে (মানুষ,) তোমরা যারা ঈমান এনেছো, (পরম) ধৈর্য ও (খালেস) নামাযের মাধ্যমে তোমরা (আমার কাছে) সাহায্য প্রার্থনা করো; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ধৈর্যশীল মানুষদের সাথে আছেন।

[সূরা বাক্কারাহ][69]

যে মুজাহিদ তার মনে তীক্ষ্ণতার উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল, সে তার শত্রুর শক্তিকে অগ্রাহ্য করে বসে।

ভুলে যাওয়া উচিত নয়: মাঝে মাঝে কোনও কৌশলগত দক্ষতার তুলনায় শক্তি অধিক কার্যকর হতে পারে।

ষাঁড়ের সাথে যুদ্ধ ২৫ মিনিট ব্যাপী হয়ঃ আর ষাড় দ্রুতই বুঝে ফেলে যে তাকে প্রতারিত করা হচ্ছে, এবং তার পরবর্তী পদক্ষেপ হল ষাড়যোদ্ধাকে আক্রমণ করা।আর যখন তা ঘটে, তখন কোন কিছুই

69

(২০) মানুষের দু'টি অবস্থা হয়, আরাম ও স্বস্তি এবং কষ্ট ও অস্বস্তি। আরাম ও স্বস্তির সময় আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং কষ্ট ও অস্বস্তির সময় ধৈর্য ধারণ ও আল্লাহর নিকট সাহায্য কামনার তাকীদ করা হয়েছে। হাদীসে এসেছে, "মু'মিনের ব্যাপারটা আশ্চর্যজনক। তার জন্য আনন্দের কোন কিছু হলে, সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। আর ক্ষতিকর কোন কিছু হলে, সে ধৈর্য ধারণ করে। এই উভয় অবস্থা তার জন্য কল্যাণকর।" (মুসলিম ২৯৯৯নং)

কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় 'সবর'-এর তিনটি শাখা রয়েছে। (এক) নফসকে হারাম এবং না-জায়েয বিষয়াদি থেকে বিরত রাখা (দুই) 'ইবাদাত ও আনুগত্যে বাধ্য করা এবং (তিন) যেকোন বিপদ ও সংকটে ধৈর্যধারণ করা। অর্থাৎ যেসব বিপদ-আপদ এসে উপস্থিত হয়, সেগুলোকে আল্লাহ্‌র বিধান বলে মেনে নেয়া এবং এর বিনিময়ে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে প্রতিদান প্রাপ্তির আশা রাখা। [ইবনে কাসীর]।

কুরআন হাদীসের পরিভাষায় ধৈর্যধারণকারী বা 'সাবের' সে সমস্ত লোককেই বলা হয়, যারা উপরোক্ত তিন প্রকারেই 'সবর' অবলম্বন করে।

দুর্ঘটনা রোধ করতে পারে নাঃ চাকচিক্য, মন, একটি যুক্তির প্ররোচিত করার ক্ষমতা, যাকে তারা 'যাদুমন্ত্র' বলে।

এবং এই কারণেই মুজাহিদ তার বিরোধী পাশবিক শক্তিকে সন্দেহের সুবিধা দান করে। এবং যখন এর উন্মাদনা মানসিক বৈকল্যে রূপ নেয়, তিনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে যান এবং এই লাগামহীন বিস্ফোরণ নিজে থেকেই শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে, এবং তারপর আবার আক্রমণ করেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

এমন) অনেকবারই দেখা গেছে, আল্লাহর সাহায্য নিয়ে একটি ক্ষুদ্র দলও বিশাল বাহিনীর ওপর জয়ী হয়েছে; (কেননা) আল্লাহ তায়ালা ধৈর্যশীলদের সাথেই থাকেন।

[সূরা বাক্কারাহ ২৪৯]

মুজাহিদ তার থেকে শক্তিশালী শত্রুকে সনাক্ত করতে সক্ষম।

তিনি বুঝতে পারেন যে যদি তিনি শত্রুর মুখোমুখি হন, তাহলে তার ধ্বংস অনিবার্য হয়ে উঠবে। যদি সে শত্রুর কৌশলে পতিত হয়, তবে তো সে ফাদে পা দিল। এবং এই কারণে, বিপদ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য,একজন মুজাহিদ তিনি যেভাবে ভাল বিবেচনা করেন সেভাবেই কাজ করেন, কিন্তু শত্রু যেভাবে চায় সেভাবে নয়। যখন শত্রু মূর্খ বাচ্চার মত আচরণ করে, মুজাহিদ একই ভাবে আচরণ করে। যখন শত্রু মুজাহিদকে যুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করে, মুজাহিদ এমন ভান করেন যেন সে শুনে নি এবং বুঝতে পারে নি।

লোকে বলে, "সে মুরগির মত পালিয়েছে"।

চেচেন প্রবাদ আছে, "জিহাদের বিরুদ্ধে শূকরের ঘোত ঘোত চলতে থাকে"!

মুজাহিদ এসব কথায় কান দেয় নাঃ পাখির সাহস ক্ষিপ্ততা এটিকে বিড়ালের থাবা থেকে উন্মুক্ত যুদ্ধে বাচাতে পারবে না।

এমন পরিস্থিতিতে মুজাহিদ ধৈর্য দ্বারা নিজেকে সশস্ত্র করেঃ তার সাথে একটি উন্মুক্ত যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া থেকে শত্রু আরেকটি শিকার খোঁজার চেষ্টা করবে এবং "ভূলুণ্ঠিত" হবে না।

সর্বদা মনে রাখবেন: আপনার যা-ই থাকুক না কেন, আপনি যা-ই করুন না কেন, আপনার মিশন সম্পন্ন করার জন্যে সুযোগের এবং লক্ষ্য অর্জনের জন্য উপায়ের অপেক্ষা করা উচিত।[70]

মুজাহিদ নিজেকে এমন কোন ব্যক্তি দ্বারা বিভ্রান্ত হন না যে কোনও উত্তম ফলাফল অর্জন করতে সক্ষম না অথচ জনসম্মুখে তা স্বীকারও করে না।

চেচেন প্রবাদ রয়েছে, "একটা শিয়াল লাফিয়ে ঝুলে থাকা চর্বি পর্যন্ত পৌঁছাতে না পেরে বলল, 'আমার এসব দরকার নেই, এমনিতেও সম্ভবত এর স্বাদও ভাল না' "।আল্লাহ তা'আলা বলে

[70] ধৈর্যকে আমরা ইচ্ছাশক্তির সাথে তুলনা করতে পারি। আপনার যা ইচ্ছা হয় আপনি তা করা থেকে বিরত থাকলেন এটাও ধৈর্য। কিছু বাচ্চাদের উপর বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করেছিলেন। তারা বাচ্চাদের বলেছিলেন, যদি টেবিলে রাখা মারশমেলো খাওয়া থেকে বিরত থাকে তবে তাকে ২ টি মারশমেলো দেয়া হবে। দেখা গেছে, যারা ছোট বয়সেই লোভ সংবরণ করা শিখেছিল, তারা কলেজে ভাল রেজাল্ট করছে। ইচ্ছাশক্তি দেহের পেশীর ন্যায়। ব্যায়াম করলে পেশীশক্তি বাড়ে, একইভাবে ইচ্ছাশক্তির ব্যায়ামের ফলে ইচ্ছাশক্তি নিয়ন্ত্রণের সক্ষমতা বাড়ে। এভাবে প্রতি রমজানে আমরা প্রশিক্ষিত হই। আল্লাহ আমাদের দ্বীনকে অতি সুন্দরভাবে সাজিয়েছেন। বাচ্চারা যেমন বড় হয়ে ভাল রেজাল্ট করেছিল, আমরাও দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হব ইনশাআল্লাহ। এটা আল্লাহর ওয়াদা।

২০০. হে মোমেনরা, তোমরা ধৈর্য ধারণ করো, (ধৈর্যের এ কাজে) একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করো, (শত্রুর মোকাবেলায়) সুদৃঢ় থেকো, একমাত্র আল্লাহ্‌কেই ভয় করো, (এভাবেই) আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হতে পারবে!

[সূরা আল ইমরান][71]

71

'মুসাবারাহ' শব্দটি সবর থেকেই গৃহীত হয়েছে। এর অর্থ, শত্রুর মোকাবিলা করতে গিয়ে দৃঢ়তা অবলম্বন করা। অথবা পরস্পর ধৈর্যের প্রতিযোগিতা করা।

'মুরাবাতাহ' অর্থ হলো, ঘোড়াকে বাঁধা এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা। কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় এ শব্দটি দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয়-

১) ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্তের হেফাযতে সুসজ্জিত হয়ে থাকা অপরিহার্য, যাতে ইসলামী সীমান্তের প্রতি শত্রুরা রক্তচক্ষু তুলে তাকাতেও সাহস না পায়। এটিই 'রিবাত' ও 'মুরাবাতাহ' এর বিখ্যাত অর্থ। এর দু'টি রূপ হতে পারেঃ প্রথমতঃ যুদ্ধের কোন সম্ভাবনা নেই, সীমান্ত সম্পূর্ণ শান্ত, এমতাবস্থায় শুধুমাত্র অগ্রিম হেফাযত হিসাবে তার দেখা-শোনা করতে থাকা। এক্ষেত্রে পরিবার-পরিজনসহ সেখানে (সীমান্তে) বসবাস করতে থাকা কিংবা চাষাবাদ করে রুযী-রোজগার করাও জায়েয। এমতাবস্থায় যদি সীমান্ত রক্ষাই নিয়ত হয় এবং সেখানে থাকা অবস্থায় রুযী-রোজগার করা যদি তারই আনুষঙ্গিক বিষয় হয়, তবে এমন

ব্যক্তিরও 'রিবাত ফী সাবীলিল্লাহ্'র সওয়াব হতে থাকবে। তাকে যদি কখনও যুদ্ধ করতে না হয়, তবুও। কিন্তু প্রকৃত নিয়ত যদি সীমান্তের হেফাযত না হয়, বরং রুযী-রোজগারই হয় মুখ্য, তবে দৃশ্যতঃ সীমান্ত রক্ষার কাজ করে থাকলেও এমন ব্যক্তি 'মুরাবিত ফী-সাবিলিল্লাহ্' হবে না। অর্থাৎ সে ব্যক্তি আল্লাহ্র ওয়াস্তে সীমান্ত রক্ষাকারী বলে গণ্য হবে না। দ্বিতীয়তঃ সীমান্তে যদি শত্রুর আক্রমণের আশংকা থাকে, তবে এমতাবস্থায় নারী ও শিশুদিগকে সেখানে রাখা জায়েয নয়। তখন সেখানে তারাই থাকবে, যারা শত্রুর মোকাবিলা করতে পারে। এতদুভয় অবস্থায় 'রিবাত' বা সীমান্তরক্ষার অসংখ্য ফযীলত রয়েছে। এক হাদীসে সাহ্ল ইবনে সা'দ আস্-সায়েদী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- 'আল্লাহ্র পথে এক দিনের 'রিবাত' (সীমান্ত প্রহরা) সমগ্র দুনিয়া এবং এর মাঝে যা কিছু রয়েছে সে সমুদয় থেকেও উত্তম। [বুখারীঃ ২৭৯৪, মুসলিমঃ ১৮৮১] অপর এক হাদীসে রয়েছে যে,

২৪. ভয়

আল্লাহ তা’আলা বলেন,

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ‘একদিন ও একরাতের ‘রেবাত’ (সীমান্ত প্রহরা) ক্রমাগত এক মাসের সিয়াম এবং সমগ্র রাত ইবাদাতে কাটিয়ে দেয়া অপেক্ষা উত্তম। যদি এমতাবস্থায় কারো মৃত্যু হয়, তাহলে তার সীমান্ত প্রহরার পর্যায়ক্রমিক সওয়াব সর্বদা অব্যাহত থাকবে। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তার রিয্ক জারী থাকবে এবং সে কবরের ফেতনা বা পরীক্ষা (প্রশ্নোত্তর) থেকে নিরাপত্তা পাবে। [মুসলিমঃ ১৯১৩]

ফুদালাহ্ ইবনে উবায়েদ বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ‘প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির আমল তার মৃত্যুর সাথে সাথে শেষ হয়ে যায় শুধুমাত্র মুরাবিত (ইসলামী সীমান্তরক্ষী) ছাড়া। অর্থাৎ তার কাজ কেয়ামত পর্যন্ত বাড়তে থাকবে এবং সে কবরের হিসাব-নিকাশ থেকে নিরাপদ থাকবে। [আবু দাউদঃ ২৫০০]

এসব বর্ণনার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ‘রিবাত’ বা সীমান্ত রক্ষার কাজটি সদকায়ে জারিয়া অপেক্ষাও উত্তম। কারণ, সদকায়ে জারিয়ার সওয়াব ততক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত তার সদকাকৃত বাড়ী-ঘর, জমি-জমা, রচিত গ্রন্থরাজি কিংবা ওয়াক্ফকৃত জিনিসের দ্বারা মানুষ উপকৃত হতে থাকে। যখন উপকারিতা বন্ধ হয়ে যায়, তখন তার সওয়াবও বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহ্র পথে সীমান্ত প্রহরার সওয়াব কিয়ামত পর্যন্ত বন্ধ হবে না। কারণ, সমস্ত মুসলিম সৎকর্মে নিয়োজিত থাকা তখনই সম্ভব, যখন তারা শত্রুর আক্রমণ থেকে নিরাপদে থাকবে। ফলে একজন সীমান্তরক্ষীর এ কাজ সমস্ত মুসলিমদের সৎকাজের কারণ হয়। সে কারণেই কেয়ামত পর্যন্ত তার ‘রিবাত’ কর্মের সওয়াব অব্যাহত থাকবে। তাছাড়াও সে যত নেক কাজ দুনিয়ায় করত, সেগুলোর সওয়াবও আমল করা ছাড়াই সর্বদা জারী থাকবে।

কুরআন ও হাদীসে ‘রিবাত’ দ্বিতীয় যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, তা হচ্ছে, জামা’আতের সাথে সালাত আদায়ে খুবই যত্নবান হওয়া এবং এক সালাতের পরই দ্বিতীয় সালাতের জন্য অপেক্ষামান থাকা। এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “আমি কি তোমাদেরকে এমন কাজের সংবাদ দিব না, যা করলে তোমাদের গোনাহ মাফ হয়ে যাবে এবং তোমাদের মর্যাদা বুলন্দ হবে? সাহাবায়ে কিরাম বললেন, অবশ্যই। তিনি বললেন, তা হচ্ছে, কষ্টকর স্থান বা সময়ে অযুর পানি সঠিকভাবে পৌঁছানো, মসজিদের প্রতি বেশী বেশী পদক্ষেপ এবং এক সালাতের পরে অপর সালাতের অপেক্ষায় থাকা। আর এটিই হচ্ছে, রিবাত।” [মুসলিম: ২৫১]

বাস্তবে উভয় অর্থের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। প্রথম অর্থটি মানব শয়তানদের বিরুদ্ধে জিহাদের অংশ। আর দ্বিতীয় অর্থটি জিন শয়তানদের বিরুদ্ধে এক অমোঘ অস্ত্র। সুতরাং আয়াতে উভয় অর্থই গ্রহণ করা যেতে পারে।

১৫১. অচিরেই আমি এ কাফেরদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দেবো, কারণ তারা আল্লাহ্‌র সাথে অন্যদের শরীক (বানিয়ে তাদের অনুসরণ) করেছে, অথচ তাদের এ কাজের সপক্ষে আল্লাহ্‌ তায়ালা কোনো দলীল-প্রমাণ (তাদের কাছে) পাঠাননি, এদের শেষ গন্তব্যস্থল হচ্ছে (জাহান্নামের) আগুন; যালেমদের বাসস্থান (এই) জাহান্নাম কতো নিকৃষ্ট!

[সূরা আল ইমরান][72]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّم : عَيْنَانِ لاَ تَمَسُّهُمَا النَّارُ أَبَدًا : عَيْنٌ بَاتَتْ تَكْلَأُ الْمُسْلِمِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَعَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ

অর্থ: "আনাস ইবনে মালেক (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দুই শ্রেণীর চোখকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। (এক) যে চোখ আল্লাহর পথে যুদ্ধরত মুসলিমদের পাহারা দিয়ে নিদ্রাহীন রাত কাটায়। (দুই) যে চোখ আল্লাহর ভয়ে কাঁদে।"[73]

মুজাহিদ কোন ধরনের ভয় বোধ করেন না।

যুদ্ধে অব্যাহতি প্রতিরক্ষার একটি নিখুঁত উপায় হতে পারে, কিন্তু আপনি এই পদ্ধতি ভয় দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে ব্যবহার করতে পারবেন না। অভিমত নেয়ার সময়, মুজাহিদ পরাজয় বেছে নিতে পারে, এবং কোন পদক্ষেপ নেওয়ার পরিবর্তে তার ক্ষতস্থানের সুস্থতার জন্য অপেক্ষা করতে পারে। এবং এভাবে আগ্রাসী শক্তিকে বৃহৎ ও অযাচিত সুবিধা দিতে পারে।

---

[72] রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'আমাকে একমাসে অতিক্রম করার মত রাস্তার দূরত্ব থেকে কাফেরদের মনে ভয় ঢুকিয়ে সাহায্য করা হয়েছে'। [বুখারীঃ ৩৩৫, মুসলিমঃ ৫২১, ৫২৩]
মুসলিমদের ভয়ও মুশরিকদের অন্তরে ভরে দেওয়া হয়েছে এবং তার কারণ হল, তাদের শির্ক। অর্থাৎ, শির্ককারীদের অন্তর সব সময় অন্যের ত্রাস ও ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে। আর সম্ভবতঃ এই কারণেই মুসলিমদের এক বিরাট সংখ্যা শির্কী আক্বীদা ও আমলে জড়িয়ে পড়ার ফলে শত্রুরা তাদেরকে ভয় করে না, বরং তারাই শত্রুদের ভয় ও ত্রাসে ভীত-সন্ত্রস্ত।

[73] হাদীস সহীহঃ তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী বলেনঃ হাদিসটি হাসান ও গরীব। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

আল্লাহ তা’আলা বলেন, তোমরা এসব ব্যক্তিদের ভয় করো না,

তোমরা বরং ভয় করো আমাকে. যাতে করে আমি তোমাদের ওপর আমার নেয়ামত পুর্ণ করে দিতে পারি, এর ফলে তোমরাও সঠিক পথের সন্ধান পেতে পারো,

[সূরা বাক্বারাহ ১৫০][74]

গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে, মুজাহিদ ভুল করার ভয়ে ভীত থাকে, কিন্তু যদি তাকে বেছে নিতে বলা হয়, সে হয়তো সাহসের সাথে বলবে ‘হ্যা’। যদি তাকে "না" বলতে হয়, তাহলে তিনি ভয়ের কারনে তা করবেন।

মুজাহিদ জানে: ভয় সমগ্র বিশ্বের সামনে পুরো বিশ্বকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

ভয়কে ২ ভাবে দেখা যায়ঃ হয় যুদ্ধভাবাপন্ন আক্রমণ দ্বারা নয়তো আজ্ঞাবাহী অধীনতা দ্বারা। এসব হল একই মুদ্রার ভিন্ন ভিন্ন দিক।

এবং যখন মুজাহিদ তার মুখোমুখি হয় যে মুজাহিদের মাঝে ভয় ঢুকিয়ে দেয়, তখন সে মনে করে যে: সে মানুষটিও তো একই অনিশ্চয়তায় আবিষ্ট। তাকেও তো একই বাধা ভেদ করতে হয়েছে এবং একই সমস্যার শিকার হতে হয়েছে।

কিন্তু কেন তিনি শক্তিশালী হয়ে উঠেছেন? কারণ তিনি একটি মোটর হিসাবে তার ভয়কে ব্যবহার করেন এবং একটি ব্রেক হিসাবে না।[75]

এবং শত্রুর কাছ থেকে শিখে, মুজাহিদ ভয় দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় না।

74

(১৭) ‘তাদেরকে ভয় করো না’ অর্থাৎ, মুশরিকদের কথার পরোয়া করো না। তারা বলেছিল যে, মুহাম্মাদ তো আমাদের ক্বিবলা গ্রহণ করে নিয়েছে, এবার অতি সত্বর দেখবে সে আমাদের দ্বীনও গ্রহণ করে নেবে। ‘আমাকেই ভয় কর’ অর্থাৎ, যে নির্দেশ আমি দিতে থাকব, তার উপর নির্ভয়ে আমল করতে থাকো। ক্বিবলার পরিবর্তনকে অনুগ্রহ পরিপূর্ণতা ও পথপ্রাপ্তি বলে আখ্যায়িত ক’রে এ কথা পরিষ্কার ক’রে দেওয়া হয়েছে যে, অবশ্যই আল্লাহর নির্দেশের উপর আমল মানুষকে অনুগ্রহ, পুরস্কার ও সম্মানের অধিকারী বানায় এবং সে সুপথপ্রাপ্তি তথা হিদায়াতের তওফীক্ব লাভ করে।

75 ভয়কে শক্তি হিসাবে ব্যবহার করেন, দুর্বলতা হিসাবে নয়।

কষ্ট এবং দুঃখের মুহুর্তে, এমন পরিস্থিতিতে যা কোনও সাহায্যের পূর্বাভাস দেয় না। মুজাহিদ শান্ত এবং সাহসের সঙ্গে আচরণ করে, যেমন, বীরত্বপূর্ণভাবে, আর আল্লাহর রহমতের উপর নির্ভর করে।

২৫. ধীরতা

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

৪. আল্লাহ তা'আলা তাদের (বেশী) পছন্দ করেন যারা তাঁর পথে এমনভাবে সারিবদ্ধ হয়ে লড়াই করে, যেন তারা এক শিশাঢালা সুদৃঢ় প্রাচীর।

[সূরা আস সাফ-৪]

রাসূলুল্লাহ [সাঃ] বলেন, "হে মানুষ, তোমাদের শান্ত থাকা উচিত, প্রকৃতপক্ষে, তাড়াহুড়োর মাঝে তাক্বওয়া থাকে না। **[বুখারী ও মুসলিম]**

মুজাহিদ সর্বদা শান্ত থাকে: এই পৃথিবীতে কিছুই সে ভয় পায় না এবং কিছুই তাকে থামাতে সক্ষম হয় না, কারণ তিনি সোজা পথে আছেন এবং সত্য তার অনুসারী।

সময় তার পাশে আছে- তিনি এটা জানেন এবং তিনি শিখে নেন কিভাবে তার অধৈর্যকে বাধা দেয়া এবং যেকোন অবিবেচিত কাজ এড়িয়ে চলা যায়।

মুজাহিদ কখনই তাড়াহুড়ো করে না।

তার পদক্ষেপগুলো ধীর-স্থির ও দৃঢ়। তিনি ঐ মুহূর্তের জন্য সচেতন যা সমগ্র মানবজাতির কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই পৃথিবীকে পরিবর্তনের আগে তার নিজেকে নিজের পরিবর্তন করা উচিত।

মুজাহিদ কখনও কাঁচা ফল পাড়ে না।

মুজাহিদ অপমান সহ্য করে ও সিকোয় তুলে রাখে; সে জানে তার মুষ্ঠির ওজন, আর তা কত জোরে আঘাত হানতে পারে। অপ্রস্তুত শত্রুর সাথে যুদ্ধের সময় সে তাদের চোখের দিকে তাকায়, একদম গভীরে – আর তিনি তার শারীরিক শক্তির উপর নির্ভর না করেই জয় লাভ করেন।

মুজাহিদ তার সহযোদ্ধা ভাইদের থেকে যত শিখে, তার ঈমানের নূর তত উদ্দীপিত হয়, এবং তাকে কারো কাছে কিছু প্রমাণ করার দরকার নেই। শত্রুরা বলে আল্লাহ হল কুসংস্কার, জিহাদ হল সন্ত্রাস,শরীয়াহ হল আদিম অন্ধকার যুগ এবং সবাইকে তাদের সামরিক ক্ষমতার সামনে মাথা নত করতে হবে, মুজাহিদের নিকট শত্রুর এসব বিবদমান যুক্তির কোন মূল্য নেই।

মুজাহিদ বুঝতে পারেন যে তাঁর ক্ষমতা কতটা অপরাজেয়, যার ভিত্তি হল খাঁটি ঈমান, এবং তিনি কখনোই সোজা পথ থেকে বিচ্যুত হবেন না।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "হে জায়েদ, প্রকৃতপক্ষে তোমাদের দু'টি গুণাবলী আছে যা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে সন্তুষ্ট করে।"

জায়েদ জিজ্ঞেস করলেনঃ "এই গুণগুলো কি, হে আল্লাহর রাসূল?"

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "ধৈর্য ও সতর্কতা"।

২৬. ঘৃণা

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

২৯. মোহাম্মদ আল্লাহ তায়ালার রসুল; অন্য যেসব লোক তার সাথে আছে তারা (নীতির প্রশ্নে) কাফেরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর, (আবার তারা) নিজেদের মধ্যে একান্ত সহানুভূতিশীল,

[সূরা আল ফাতহ-২৯][76]

76

বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম কারণটি বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, তাঁরা কাফেরদের প্রতি কঠোর এবং পরস্পর সহানুভূতিশীল' ...... কাফেরদের প্রতি কঠোর হওয়ার অর্থ কাফের পিতামাতা, ভাই বোনদের, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু বান্ধবদের প্রতি কঠোর হওয়া। তাই দেখা যায়, কুফরির কারণে তাঁরা আপনজনদের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলো। অপরদিকে তারা পরস্পর ছিলো সহানুভূতিশীল ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। এই ভ্রাতৃত্ব রক্তের নয়, বরং আদর্শের। তাদের কঠোরতা ছিলো আল্লাহ তায়ালার খাতিরে এবং সহানুভূতি ও মমত্ববোধও ছিলো আল্লাহর খাতিরেই। তাদের জিঘাংসা ছিলো আদর্শের খাতিরে এবং উদারতাও ছিলো আদর্শের খাতিরে।

মুজাহিদ ভয়হীন ও বিদ্বেষহীন জীবনের দিকে তাকায়।

যুদ্ধ বন্ধ করার সময়, তিনি নবী ঈসা (যীশু)-এর কথা স্মরণ করেন: "তোমার শত্রুকে ভালবাস”, এবং তিনি এই নিয়ম পালন করে, কারন মুজাহিদ জানে যে কোন ব্যক্তি, মৃত্যুর পর্যন্ত আল্লাহর সোজা-সরল পথে ফিরে আসার সুযোগ পায়। আর আল্লাহর রহমতের দ্বারা তোমার নিকৃষ্ট শত্রু তোমার ভাই হয়ে যেতে পারে।

মহান আল্লাহ তা’আলা বলেন,

১৯৯. (হে মোহাম্মদ, এদের সাথে) তুমি ক্ষমার নীতি অবলম্বন করো, নেক কাজের আদেশ দাও এবং মূর্খ লোকদের তুমি এড়িয়ে চলো।

[সূরা আ’রাফ][77]

একবার আবু আদ-দারদা রাস্তায় মানুষের ভিড় দেখতে পেল, যা একজন মানুষকে ঘিরে এবং তারা তাকে আঘাত করা এবং তাকে অভিশাপ দেয়া শুরু করল। আবু আদ-দারদা জনগণের কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "কি চলছে এসব?" লোকজন উত্তর দিল: "এই লোকটি বড় গুণাহ করেছে"। আবু আদ-দারদা জিজ্ঞাসা করলেনঃ "কিন্তু যদি এই লোকটি কূপের পানিতে পরে যেতো, তাহলে কি তুমি তাকে বাইরে নিয়ে আসার চেষ্টা করতে?" "অবশ্যই আমরা চেষ্টা করতাম," মানুষগুলো উত্তর দিল। আবু আদ-দারদা তাদের বললেন,"তাকে ধমক দিও না এবং তাকে আঘাত করো না। কিন্তু তাকে সতর্ক করুন এবং তাকে উপদেশ দিন। আল্লাহর প্রশংসা কর, যিনি তোমাদেরকে একই পাপে

[77] উয়াইনাহ বিন হিস্ন উমার ﷺ-এর খিদমতে হাযির হন ও সমালোচনা করতে শুরু করেন যে, আপনি না আমাদের পূর্ণ প্রাপ্য দেন, আর না আমাদের মাঝে ইনসাফ করেন! যার কারণে উমার ﷺ রাগান্বিত হয়ে পড়েন। এই পরিস্থিতি দেখে উমারের পরামর্শদাতা হুর বিন কায়েস ﷺ (উয়াইনার ভাতিজা) বললেন, মহান আল্লাহ নিজ নবী ﷺ-কে আদেশ করেন, {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ} অর্থাৎ, ‘ক্ষমা কর, সৎকর্মের নির্দেশ দাও এবং মূর্খদেরকে এড়িয়ে চল। আর ইনি একজন মূর্খ মানুষ। সুতরাং উমার ﷺ তাকে ক্ষমা করে দেন। বলাই বাহুল্য যে, উমার ﷺ কুরআনের আদেশের সামনে আত্মসমর্পণকারী ছিলেন। (বুখারী ঃ সূরা আ’রাফের তাফসীর) এর সমর্থন ঐ হাদীসসমূহ দ্বারাও হয়, যাতে অত্যাচারের মোকাবেলায় ক্ষমা প্রদর্শন, সম্পর্ক ছিন্ন করার মোকাবেলায় সুসম্পর্ক বজায় ও অন্যায়ের মোকাবেলায় সদাচরণ প্রয়োগ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

([১৫০]) عرف অর্থাৎ معووف অর্থাৎ, সৎকর্ম।

([১৫১]) অর্থাৎ, সৎকার্যের আদেশ দিয়ে হুজ্জত কায়েম করার পরও যদি সে না মানে, তাহলে তাদেরকে এড়িয়ে চল এবং তাদের ঝগড়া ও মূর্খতার উত্তর দিও না।

প্রবেশ করতে দেননি”। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল,"তুমি কি তাকে ঘৃণা করো না?" আবু আদ-দারদা জবাব দিলেন: "সে যা করেছে, আমি তা ঘৃণা করি। কিন্তু যদি সে তার পাপ কর্ম বন্ধ করে দেয়, তবে সে আমার ভাই হবে।"

পাপী লোকটি কেঁদে দিল ও তাওবা করল।

মুজাহিদ নিশ্চিত করতে চেষ্টা করে যে ঘৃণার অনুভূতি যেন তার হৃদয়কে দূষিত না করে।

কিন্তু তিনিও জানেন যে ক্ষমা সার্বজনীন স্বীকৃতির সমতুল্য নয়। একটি মুজাহিদ জানে যে তার মাথা নত করা উচিত না, তিনি যদি তাই করেন তাহলে, তিনি সবকিছু দেখার ক্ষমতা হারাবেনঃ তার শত্রুর এবং তার স্বপ্নের দিগন্ত।

২৭. ঈমান

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

২. মোমেন তো হচ্ছে সেসব লোক, (যাদের) আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করানো হলে তাদের হৃদয় ক   ম্পিত হয়ে ওঠে এবং যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হয়, তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং তারা (সব সময়) তাদের মালিকের ওপর নির্ভর করে।

[সূরা আল আনফাল][78]

78

(১৬২) এই আয়াতে ঈমানদারদের চারটি গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে ঃ (ক) তারা আল্লাহ ও তদীয় রসূলের আনুগত্য করে; কেবল আল্লাহর অর্থাৎ, কুরআনের আনুগত্য নয়। (খ) আল্লাহর স্মরণের সময় আল্লাহর মহত্ত্বে তাদের অন্তর কেঁপে ওঠে। (গ) কুরআন পাঠ করলে তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। (যার দ্বারা বুঝা যায়, ঈমান কম-বেশি হয়; যেমন মুহাদ্দিসগণের অভিমত।) (ঘ) তারা নিজ প্রভু (আল্লাহর) উপর ভরসা করে। ভরসা করার অর্থ ঃ যথাসাধ্য বাহ্যিক সকল উপায়-উপকরণ অবলম্বন করার পর আল্লাহর উপর ভরসা করা। অর্থাৎ, বাহ্যিক উপায় অবলম্বন পরিহার করে না, কারণ তা অবলম্বন করার আদেশ মহান আল্লাহই দিয়েছেন। তবে বাহ্যিক উপায়কেই তারা সব কিছু মনে করে না; বরং তাদের দৃঢ়-বিশ্বাস যে, আসলে সকল কর্ম আল্লাহর ইচ্ছাতেই সম্পন্ন হয়। অতএব যতক্ষণ আল্লাহর ইচ্ছা না হবে, ততক্ষণ বাহ্যিক উপায় অবলম্বন কোনই কাজে আসবে না। আর এই দৃঢ়-বিশ্বাস ও ভরসার কারণে আল্লাহর সাহায্য চাওয়া হতে এক পলও গাফেল থাকে না। পরবর্তীতে আরো কিছু গুণের কথা বর্ণনা করা হচ্ছে। এই সকল গুণের অধিকারীদেরকে মহান আল্লাহ প্রকৃত মু'মিন গণ্য করেছেন এবং ক্ষমা, দয়া ও উত্তম জীবনোপকরণের সুসংবাদ দিয়েছেন। (আল্লাহ আমাদেরকে যেন তাদের দলভুক্ত করেন।)

"আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হলো, কোন কাজটি সবচেয়ে উত্তম? তিনি বললেনঃ আল্লাহর উপর ঈমান আনা। পুনরায় প্রশ্ন করা হলো এর পরে কোন আমল? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা।[79]

একবার অস্ত্রচালনা শিখে গেলে একজন এই সিদ্ধান্তে নেয় যে, তার এখন পূর্ণ গোলাবারুদ দরকার, যার মানে হল সাজসজ্জা ছাড়া তার চলে না।

সে সন্ধানে বের হয়, আর ব্যবসায়ীরা তাকে তাদের পণ্যদ্রব্য দিতে চায়।

কেউ বলে, "একাকীত্বের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যান"।

আরেকজন বলে, "কেন তুমি নিজেকে সিনিকবাদ, সংশয়বাদের ঢাল দিয়ে ঢেকে রাখো না"?

"সবচেয়ে ভাল বর্ম হল কোন কিছুতে জড়িত না হওয়া," তৃতীয় একজন দাবি করে।

মুজাহিদ এসব কথায় কান দেয় না। সে নির্ভয়ে ও শান্তভাবে সেই স্থানগুলোতে যায় যা তার নিকট পবিত্র, সে ঈমানের অবিনাশী জোব্বা পরিধান করে।

সুতরাং যে সমস্ত লোকেরা আল্লাহ্‌র হুকুম-আহ্‌কাম ও তাঁর বিধান অনুযায়ী না চলেও ঈমানের দাবী করে, তারা মূলতঃ ঈমানই বুঝে না। তাদের ঈমান সবচেয়ে নিম্নস্তরের ঈমান।

একথা অভিজ্ঞতার মাধ্যমেও প্রমাণিত যে, সৎকাজের দ্বারা ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি লাভ হয় এবং এমন আত্মিক প্রশান্তি সৃষ্টি হয়, যাতে সৎকর্ম মানুষের অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। তখন তা পরিহার করতে গেলে খুবই কষ্ট হয় এবং পাপের প্রতি একটা প্রকৃতিগত ঘৃণার উদ্ভব হয়, যার ফলে সে তার কাছেও যেতে পারে না। ঈমানের এ অবস্থাকেই এক হাদীসে 'ঈমানের মাধুর্য' শব্দে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। [দেখুন, বুখারীঃ ১৬]

[79] সহীহুল বুখারী ২৬, ১৫১৯, মুসলিম ৫৩, তিরমিযী ১৬৫৮, নাসায়ী ২৬২৪, ৩০৩০, আহমাদ ১২৮১ এর সবগুলো, দারেমী ২৩৯৩

ঈমান তাকে আঘাত থেকে রক্ষা করে। বিশুদ্ধ আর্দ্রতায় ঈমান বিষাক্ত হয়ে উঠবে।

মুজাহিদের বন্ধুরা তার কাছে জিজ্ঞেস করছেন যে, সে কোথা থেকে তার শক্তিকে বের করে আনে।

সে জবাব দেয়,“বান্দার প্রতি আল্লাহর অসীম দয়া হল ঈমান, আল্লাহ কখনও তার বান্দাকে ত্যাগ করবেন না এই বিশ্বাস থেকে এবং তাঁর পথে মুজাহিদকে সাহায্য করবেন। আর আল্লাহর রহমতে আপনি পুরো বিশ্বকে পরাস্ত করতে পারবেন”।

বিশ্বাস মুজাহিদের জন্য শক্তির উৎস।

মুজাহিদ অতীতের কথা স্মরন রাখেন।

তিনি জানেন আধ্যাত্মিক অনুসন্ধান কি, কারন এর জন্যই মানব ইতিহাসের কিছু সোনালী পাতা লিখিত হয়েছে।

এই অনুসন্ধান মধ্যে রয়েছে সবচেয়ে মহিমান্বিত এবং সবচেয়ে ঘৃণিতওঃ বহুত্ববাদ, মূর্তিপূজা, রহস্যবাদ, আল্লাহকে বাদে অন্যান্য দেবতাদের উৎসর্গ করা, এবং রক্ত শত্রুতা [জাতীয়তাবাদ, স্বজাত্যপ্রীতি]।

মানুষ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে আধ্যাত্মিক অনুসন্ধানকে ব্যবহার করছে এবং মুজাহিদ জানেন কিভাবে প্রায়ই তার আদর্শগুলিকে ভয়ানক অভিপ্রায় বাস্তবায়নের জন্য মোড়ক হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

ঈসা [আঃ] বলেন, “ফল-ই বৃক্ষের পরিচয়”।

মুজাহিদ এই নিয়ম অনুসরণ করে এবং ভুল করেন না।

কত বার মুজাহিদকে এর মত কিছু শুনতে হতো: "এই পথটি সঠিক তা আমি কিভাবে জানব”? তিনি কতবার দেখেছেন লোকেরা এই প্রশ্নের জবাব না পেয়ে অন্যের কথা শুনে জিহাদ ত্যাগ করেছে।
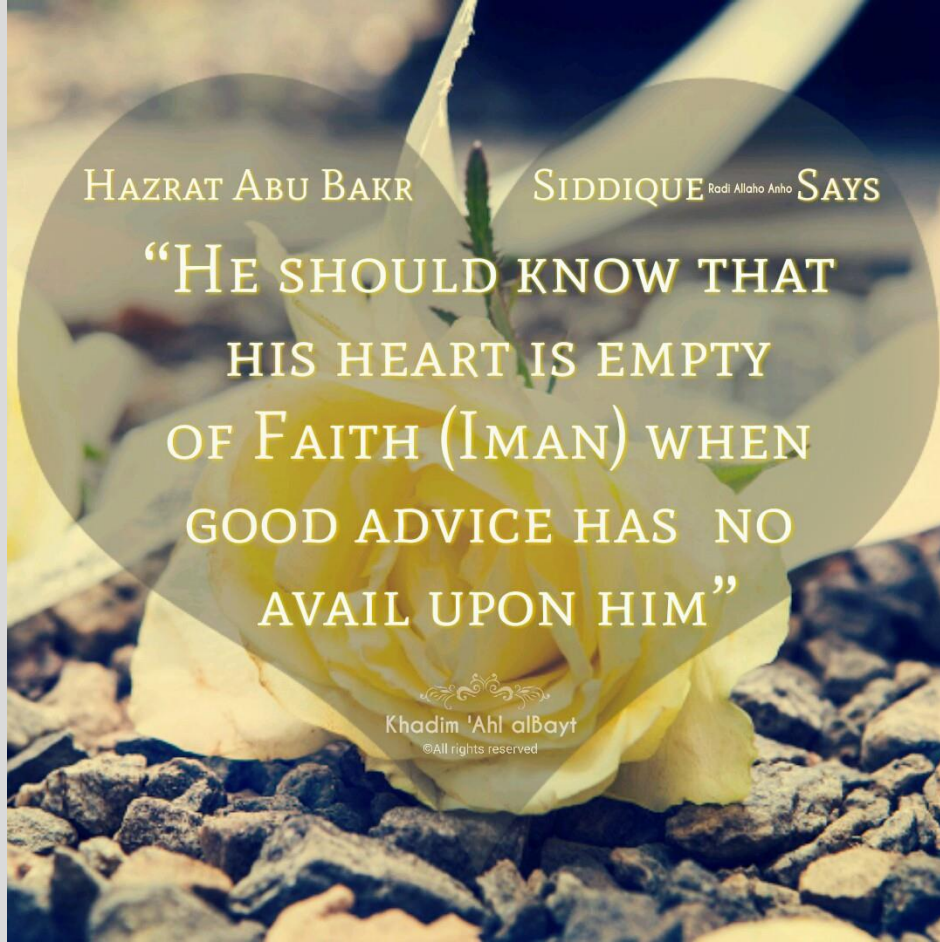
[80]

ঈমানের ব্যাপারে অধিকাংশের মত গ্রহণীয় নয়।

এবং মুজাহিদের কোন সন্দেহ নেই, কারণ তিনি কুরআন দ্বারা পরিচালিত হন - যা সত্য এবং সঠিক জীবনবিধান।

মহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন,

[80] যখন সদুপদেশ কোন প্রভাব ফেলতে পারে না, তার জেনে রাখা উচিত তার অন্তরে ঈমান নেই।

তোমরা পাথেয় যোগাড় করে নেবে, যদিও আল্লাহর ভয়টাই হচ্ছে (মানুষের) সর্বোৎকৃষ্ট পাথেয়,

[সূরা বাক্কারাহ ১৯৭][81]

একজন মুজাহিদ দীর্ঘদিন ধরে ঘুমিয়ে আছে, এবং এখন সে ধীরে ধীরে জাগছে এবং হক্কের নূরে অভ্যস্ত হয়ে উঠে। সে আর আলোকে ভয় পায় না এবং সরল পথে চলতে থাকে, যদিও এর জন্য তাকে কষ্টভোগ করতে হয়, প্রবঞ্চনা ধৈর্যসহকারে সহ্য করতে হয় এবং ঝুঁকি নিতে হয়।

তার বন্ধুরা বলে, "কি একটি অসাধারণ ঈমান!"

একথা শুনে মুজাহিদ কয়েক মিনিটের জন্য গর্ববোধ করে, কিন্তু এরপরে সাথে সাথেই সে লজ্জায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়, কারন বাইরে থেকে যতটা মনে হোক না কেন, তার অন্তরে এত বেশি ঈমান নেই।

সেই মুহূর্তে তার ফেরেশতা তাঁর কাছে ফিসফিস করে বলেঃ "তুমি তো কেবল আল্লাহর বান্দা, তোমার অহংকারের কিছুই নেই, আবার অপরাধ বোধ করার কোন কারণ নেই। শুধু আনন্দবোধ করার যথেষ্ট কারন আছে"।

এবং মুজাহিদ বুঝতে পারেন যে তিনি শুধুমাত্র বিশ্ব পালনকর্তার এক দাস, এবং তিনি তখন শান্তি এবং আশ্বাস খুঁজে পান।

---

81 নয়। বরং আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করার প্রকৃত অর্থই হচ্ছে আল্লাহ্ প্রদত্ত আসবাব পত্র নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী সংগ্রহ ও জমা করে নিয়ে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করা। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তাওয়াক্কুলের এই ব্যাখ্যাই বর্ণিত হয়েছে।

١١/١٣٩٤. وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ، ﷺ ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ : « لَنْ يَّشْبَعَ مُؤمِنٌ مِّنْ خَيْرٍ حَتَّىٰ يَكُوْنَ مُنْتَهَاهُ الْجَنَّةَ » . رواهُ الترمذيُّ ، وقَالَ : حديثٌ حسنٌ .

১১/১৩৯৪। আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ মু'মিনকে কল্যাণ (দ্বীনের জ্ঞান) কখনো তৃপ্তি দিতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার শেষ গন্তব্য জান্নাতে পৌঁছে। যঈফ (তিরমিযী হাদীসটিকে হাসানা বলেছেন)[৩৯৫]

82

একজন মুজাহিদ অন্যদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষপরায়ণ গুজব রটান না, কারো সম্পর্কে কিছু বললে সেই কথাগুলো পরিশেষে ঐ ব্যক্তির শত্রুর কানে গিয়ে পৌঁছাবে, সেই সাথে নতুন করে অতিরিক্ত হিংসা-বিদ্বেষ যোগ হবে।

82

[৫] আমি (আলবানী) বলছি ঃ বরং হাদীসটি দুর্বল। যেমনটি আমি "আলমিশকাত" গ্রন্থে (২২২) এ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। উল্লেখ্য আবুল হায়াসাম হতে বর্ণনাকারী দাররাজের বর্ণনা সহীহ্ নয় বরং দুর্বল। শু'য়াইব আলআরনাঊতও হাদীসটিকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। দেখুন আবূ আব্দুর রহমান আব্দুল্লাহ্ নায়াঅনী কর্তৃক লিখিত গ্রন্থ ঃ "মাজমূ'আতুল আহাদীসুয যঈফাহ্ ফী কিতাবি রিয়াযিস সালেহীন" (২৬)।

সমার্থক সহীহ হাদিস,

٦/١٣٨٩. وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْماً ، سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيقاً إِلَى الجَنَّةِ» . رواه مسلم

৬/১৩৮৯। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি এমন পথে গমন করে; যাতে সে বিদ্যা অর্জন করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ ক'রে দেন।" (মুসলিম) [৩৯০]

[৩৯০] মুসলিম ২৬৯৯, ২৭০০, তিরমিযী ১৪২৫, ১৯৩০, ২৬৪৬, ২৯৪৫৪, আবূ দাউদ ১৪৫৫, ৪৯৪৬, ইবনু মাজাহ ২২৫, আহমাদ ৭৩৭৯, ৭৮৮২, ১০১১৮, ১০২৯৮, দারেমী ৩৪৪

হযরত আবু যার জুনদুব বিন জুনাদাহ এবং আবু আব্দুর রহমান মোয়ায বিন জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত, তারা বলেন, আল্লাহর রসূল (স.) বলেছেন– তুমি যেখানে যে অবস্থায় থাকো না কেন আল্লাহকে ভয় করো এবং প্রত্যেকটি গোনাহর পরপরই একটি নেক কাজ করো, এতে করে তোমার নেক কাজটি গুনাহের কাজটিকে মুছে দেবে। তুমি মানুষদের সাথে ভালো ব্যবহার করো। এ হাদীসটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, এটা হচ্ছে হাসান হাদীস। কোনো কোনো সংকলনে এটাকে সহীহ হাসান বলা হয়েছে।

[প্রিয় নবীর ৪০ হাদীস]

এবং তাই যখন মুজাহিদ তার ভাইয়ের কথা বলে, তখন তিনি ভেবে নেন যে তার কাছে ভাই দাঁড়িয়ে আছেন এবং তিনি যা বলেছেন সব কথা শুনছেন।

২৮. পূর্বাভাস [কাশফ]

মুজাহিদ জানে পূর্বাভাস কত গুরুত্বপূর্ণ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

৪৫. অচিরেই এ (অপরাজেয়) দলটি শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে যাবে এবং (সম্মুখসমর থেকে) পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালাতে থাকবে।

৪৬.(কিন্তু এ পালানোই তো তাদের শেষ নয়,) বরং তাদের (শাস্তিদানের) নির্ধারিত ক্ষণ কেয়ামত তো রয়েছেই, আর কেয়ামত হবে তাদের জন্যে বড়োই কঠিন ও বড়োই তিক্ত।

[সূরা ক্বমার-৪৫-৪৬][83]

যুদ্ধের উত্তাপে এটা চিন্তা করার সময় নেই যে, কিভাবে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করব, মুজাহিদ তার অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা কাজ করে এবং তার অভিভাবক ফেরেশতাগণের কথা মান্য করে।

যুদ্ধনিবৃত্তির সময়ে বা বিশ্রামের সময়ে সে আল্লাহর পাঠানো আলামতগুলো প্রকাশ করে।

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

83 দুনিয়াতে

হত্যা এবং বন্দী ইত্যাদি করা হয়েছে, এটাই এদের শেষ শাস্তি নয়, বরং এর থেকেও আরো অনেক কঠিন শাস্তি তাদেরকে কিয়ামতের দিন দেওয়া হবে, যার প্রতিশ্রুতি এদের সাথে করা হয়েছে।

২৩. তোমাদের রাত ও দিনের ঘুম, তোমাদের তাঁর দেয়া রেযেক তালাশ করাও তাঁর (কুদরতের) নিদর্শনসমুহের অন্তর্ভুক্ত (একটি); অবশ্য এসব কিছুর মাঝে যে জাতি (আল্লাহর কথা) শোনে তাদের জন্যে অনেক নিদর্শন রয়েছে।

[সূরা রূম][84]

মুজাহিদ জানেঃ সুচতুর অনুমান[85] ও স্বপ্ন হল প্রাথমিক পূর্বাভাস, এর দ্বারা আল্লাহ আমাদের জন্য যা নির্ধারণ করেছেন তা জানিয়ে দেন।

৫৭৯৮-(৬/২২৬৩) মুহাম্মাদ ইবনু আবূ উমার আল-মাক্কী (রহঃ) ..... আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) সূত্রে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন যুগ ও সময় (কিয়ামাতের) সন্নিকটে হয়ে আসবে তখন প্রায়শ (খাঁটি) মুসলিমের স্বপ্ন মিথ্যা ও ভ্রান্ত হবে না। তোমাদের (মাঝে) অধিক সত্যভাষী লোক সর্বাধিক সত্য (ও বাস্তব) স্বপ্নদ্রষ্টা হবে। আর মুসলিমের স্বপ্ন নুবুওয়াতের পয়তাল্লিশ ভাগের এক ভাগ। আর স্বপ্ন তিন (প্রকার)- ভাল স্বপ্ন আল্লাহর তরফ হতে সুসংবাদ (বাহক)। আর (এক ধরনের) স্বপ্ন শাইতানের পক্ষ হতে দুর্ভাবনা তৈরি করে। আর (এক ধরনের) স্বপ্ন যা মানুষ তার মনের সাথে কথা বলে (এবং ভাবনা-চিন্তা করে) তা থেকে (উদ্ভূত)।

অতএব তোমাদের কেউ যদি এমন কিছু (স্বপ্ন) দর্শন করে- যা সে পছন্দ করে না, তাহলে সে যেন (ঘুম থেকে) উঠে দাঁড়ায় এবং সলাত (সালাত/নামাজ/নামায) আদায় করে আর মানুষের নিকট সে (স্বপ্নের) কথা গোপন রাখে। তিনি (আরও) বলেছেন যে, আমি (স্বপ্নে) হাত কড়া (দেখা) পছন্দ করি এবং গলায় বেড়ী (দেখা) পছন্দ করি না। কারণ, হাত কড়া দীন-ধর্মে অবিচলতা ('র পরিচায়ক)। বর্ণনাকারী বলেন, তবে আমি জানি না যে, তা (রিওয়ায়াতের এ শেষাংশটি) মূল হাদীসের অংশ (নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী) নাকি তা [জাবির (রাযিঃ) থেকে রিওয়ায়াতকারী] ইবনু সীরীন (রহঃ) বলেছেন। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৫৭০৮, ইসলামিক সেন্টার ৫৭৪০)

[86]

---

[84] আল্লাহর কুদরতের চতুর্থ নিদর্শনঃ মানুষের রাত্রে ও দিবাভাগে নিদ্রা যাওয়া এমনিভাবে রাত্রে ও দিবাভাগে জীবিকা অন্বেষণ করা। এই আয়াতে দিনে-রাত্রে নিদ্রাও বর্ণনা করা হয়েছে এবং জীবিকা অন্বেষণও। অন্য কতক আয়াতে নিদ্রা শুধু রাত্রে এবং জীবিকা অন্বেষণ শুধু দিনে করা হয়েছে। কারণ এই যে, রাত্রের আসল কাজ নিদ্রা যাওয়া এবং জীবিকা অন্বেষণের কাজও কিছু চলে। দিনে এর বিপরীতে আসল কাজ জীবিকা অন্বেষণ করা এবং কিছু নিদ্রা ও বিশ্রাম গ্রহণেরও সময় পাওয়া যায়। তাই উভয় বক্তব্যই স্ব স্ব স্থানে নির্ভুল। [ফাতহুল কাদীর]

[85] এখানে কাশফ বা ইলহাম অনুবাদও করা যায়।

[86] মুসলিম

ইবনে উমর [রাঃ] বলেন: "যখনই আমি উমর [রাঃ]-কে কিছু কথা বলতে শুনি এবং বলে যে, 'নিশ্চয়ই আমি মনে করি যে এটা হবে।' অবশেষে এটি ঠিক সে ভাবেই হত যেভাবে সে চিন্তা করেছিল।" **(বুখারী)**

একটি নিশ্চিত যুদ্ধের পূর্বের নীরবতা মুজাহিদ ভাল করে চিনে।

মনে হয় যেন নীরবতা কথা বলছে এবং বলছেঃ "সবকিছু স্থগিত ও থেমে আসছে। যুদ্ধ ভুলে গিয়ে ফুর্তি করা ভাল নয় কি?" এরকম মুহূর্তে অদক্ষ মুজাহিদ অস্ত্র ছেড়ে দেয়, আরাম করে আর বলে যে সে বিরক্ত হয়ে গেছে।

মুজাহিদ আগ্রহের সাথে এবং সাবধানতার সাথে নীরবতার কথা শুনেন। তিনি জানেন কোথাও না কোথাও কিছু না কিছু ঘটতে চলেছে। তিনি জানেন যে ধ্বংসাত্মক ভূমিকম্প সতর্কবাণী ছাড়া ঘটে। রাতে বনে হাঁটাহাঁটি করার সুযোগ সে পেয়েছিল, এবং তিনি এই অপরিবর্তনীয় চিহ্ন মনে রাখেন: যদি আপনি পশূ-পাখির কোন শব্দ না শুনতে পান, তাহলে বিপদ নিকটেই ওত পেতে আছে।

এবং যখন সবাই গল্প করে, মুজাহিদ তার অস্ত্রচালনার দক্ষতা এবং বিশুদ্ধতাকে পূর্ণতায় নিয়ে আসে, আর সে তার চোখ দিগন্ত থেকে সরায় না।

যুদ্ধের গতি তার চারপাশে বিপুল শক্তি উৎপন্ন করে, এবং এমন মুহুর্ত যখন বিজয় এবং পরাজয় উভয়ই সম্ভব হয়ে উঠে। শুধুমাত্র সময় বলে দিবে কে জিতবে এবং কে হেরে যাবে, কিন্তু মুজাহিদ বুঝে ফেলে যে ,সেই মুহূর্ত থেকে তার কিছুই করার থাকে নাঃ যুদ্ধের ফলাফল আল্লাহর হাতে।

এরকম মুহুর্তে মুজাহিদ যুদ্ধের ফলাফল কি হবে তা নিয়ে মাথা ঘামান নাঃ সেসব নিয়ে তিনি খবরদারি করেন না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

কোনো মানুষই বলতে পারে না আগামীকাল সে কি অর্জন করবে; না কেউ এ কথা বলতে পারে যে, কোন যমীনে সে মৃত্যুবরণ করবে; নিঃসন্দেহে (এ তথ্যগুলো একমাত্র) আল্লাহ তায়ালাই জানেন, (তিনি) সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে অবহিত।

[সূরা লুক্বমান ৩৪]

পরিচ্ছদঃ ৩০৩ : গণক, জ্যোতিষী ইত্যাদি ভবিষ্যদ্বক্তার নিকট গমন নিষেধ

২/১৬৭৮। স্বাফিয়্যাহ বিন্তে আবূ উবাইদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোন স্ত্রী [হাফসাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা] হতে বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি গণকের নিকট এসে কোন [গায়বী] বিষয়ে প্রশ্ন করে, তার চল্লিশ দিনের নামায কবুল করা হয় না।' (মুসলিম) [অন্য হাদীসে আছে, আর যে ব্যক্তি গণকের কথা বিশ্বাস করবে, সে কাফের হয়ে যাবে। আহমাদ, তিরমিযী]

[অন্য হাদীসে আছে, আর যে ব্যক্তি গণকের কথা বিশ্বাস করবে, সে কাফের হয়ে যাবে। আহমাদ, তিরমিযী]

87

তিনি সাবধানে তার অন্তরের কথা শ্রবণ করেন এবং তার হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করেন: "এটি কি পাপমুক্ত যুদ্ধ ছিল? আমি কি যথাযথভাবে যুদ্ধ করেছি"? যদি হৃদয় 'হ্যা' বলে, মুজাহিদ তখন শান্ত হয়।

কিন্তু যদি উত্তর নেতিবাচক হয়, সে অস্ত্র তুলে নেয় এবং আবার প্রস্তুত হতে শুরু করে।

২৯. বিশ্রাম

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

87 গ্রন্থের নামঃ রিয়াযুস স্বা-লিহীন
হাদিস নম্বরঃ [1678]
অধ্যায়ঃ ১৮/ নিষিদ্ধ বিষয়াবলী (كتاب الأمور المنهى عنها)
পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন
[1] মুসলিম ২২৩০, আহমাদ ১৬২০২, ২২৭১১
হাদিসের মানঃ সহিহ (Sahih)

১৮. অতপর (হে নবী,) আমি তোমাকে দ্বীনের এক (বিশেষ) পদ্ধতির ওপর এনে স্থাপন করেছি, অতএব তুমি শুধু তারই অনুসরণ করো, (শরীয়তের ব্যাপারে) সেসব লোকদের ইচ্ছা আকাংখার অনুসরণ করো না যারা (আখেরাত সম্পর্কে) কিছুই জানে না।

[সূরা আল জাসিয়া][88]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ «

سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَرَضُونَ وَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ فَلاَ يَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْهُوَ بِأَسْهُمِه

অর্থঃ উকবা ইবনে আমের (রা:) বলেন আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ কে বলতে শুনেছি, 'অচিরেই অনেক ভূখন্ড তোমাদের হস্তগত হবে এবং আল্লাহই তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবেন। সুতরাং তোমাদের কেউ যেন তীরন্দাজী খেলার থেকে অক্ষম না থাকে।[89]

মুজাহিদ পরপর যুদ্ধের মাঝে বিশ্রাম নেয়। প্রায়ই তিনি দিনের পর দিন নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকতে পারেন, এভাবে মনের চাহিদা পূরণ করেন, কিন্তু তার মন সতর্ক থাকে আর সে সর্বদা তার নিরাপত্তা বজায় রাখে।

তা সত্বেও, শক্তভাবে টানটান করে রাখা সুতার আওয়াজ ভাল নাও হতে পারে।

যুদ্ধে যে মুজাহিদরা সর্বদা মার্শাল আর্টের প্রতিযোগিতা করে থাকে, তারা তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিতে ও তা বাস্তবায়ন করার ক্ষমতা হারায়। যে ঘোড়া দিনের পর দিন বেড়া ও বাঁধা ডিঙানোর

---

88 অর্থাৎ দুটোর যে কোনো একটি হবে। হয় আল্লাহর শরীয়ত বা বিধান মোতাবেক জীবন চলবে। অথবা ব্যক্তির খেয়াল খুশীমতো তা চলবে। তৃতীয় কোনো পন্থা নেই, শরীয়ত ও মানুষের খেয়াল খুশীর মধ্যবর্তী কোনো পন্থা নেই। যদি কেউ আল্লাহর শরীয়তকে ত্যাগ করে তাহলে বুঝতে হবে যে, সে দ্বীন থেকে বের হয়ে গেছে। কেননা ব্যক্তিগত খেয়াল খুশীমতো বাইরে যা কিছু আছে তা সবই মনগড়া ও অজ্ঞতাপূর্ণ।

89 সহীহ মুসলিম ৫০৫৬; সহীহ ইবনে হিব্বান ৪৬৯৭; মুসনাদে আহমদ ১৮৪৩৩

অনুশীলন করে পরিশেষে তা এর পা ভেঙে ফেলে। যদি ধনুকের গুন না টানা হয়, তবে এটা তার স্বাভাবিক অবস্থার শক্তি দিয়ে কখনও লক্ষ্যে তীর পৌঁছাতে পারবে না।

এবং এই কারণেই মুজাহিদ তার দৈনন্দিন রুটিনে কিছু বিশ্রাম নেয়ার চেষ্টা করে, এমনকি যদিও সে বিশ্রাম নিতে বাধ্য না।

মুজাহিদ শিবিরের ক্যাম্পফায়ারের সামনে তার ভাইদের সাথে বসে।

তারা তাদের বিজয়ের গল্প একে অপরকে বলে এবং তারা আনসারদের [সশস্ত্র সহযোদ্ধা] আন্তরিক স্বাগত জানায়, কারন তাদের প্রত্যেকে তাদের এই জীবন ও জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য গর্বিত। মুজাহিদ অনুপ্রেরণার সঙ্গে তার উপায় সম্পর্কে বলে, তিনি সবিস্তারে বলেন কিভাবে তিনি কোন চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন, তিনি কীভাবে চ্যালেঞ্জগুলির প্রতি সাড়া দিয়েছিলেন এবং একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে কোন ধরনের সিদ্ধান্ত তার মনে প্রস্তুত ছিল। এবং যখন তিনি এটি সম্পর্কে বলেন, তার কথাগুলো রোমান্স ও ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনায় পূর্ণ থাকে ।

মাঝে মাঝে সে সামান্য কিছু অতিরঞ্জন মেশাতে পারে। তিনি মনে করেন যে তিনি কখনও গর্বকে অহংকারের সাথে মিশিয়ে ফেলবেন না, এবং তিনি কখনও তার সদ্য প্রস্তুত কল্পনাকে বিশ্বাসে রূপান্তরিত করবে না।

কখনও কখনও মুজাহিদ একটি শিশু মত কাজ করে। তিনি মানুষকে স্তব্ধ করে দেন এবং লোকেরা ভুলে যায় যে, বাচ্চাদের অবশ্যই দুষ্টুমি, খেলাধুলা, শিশুসুলভ প্রশ্ন করা উচিত এবং তিনি তার সহজ-সরল কৌতুকে বিশ্রাম খুঁজে পান।

৩০. দায়িত্ব

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

৯৪. অতএব তোমাকে যে আদেশ দেয়া হয়েছে তুমি খোলাখুলি জনসম্মুক্ষে তা বলে দাও

[সূরা আল হিজর-৯৪]

কখনও কখনও মুজাহিদ শুনতে পারে: "হ্যাঁ, সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগেই আমাকে সবকিছু বুঝতে হবে। আমি আমার মতামত পরিবর্তন করার স্বাধীনতা চাই।"

মুজাহিদ এই কথাগুলো বুঝতে পারে হতবিহ্বলভাবে। তারও স্বাধীনতা আছে, কিন্তু এটা তাকে কর্তব্য পালন করতে বাধা দেয় না, যদিও মাঝে মাঝে সে স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারে না যে, কেন সে এটা করছে?

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

১৫. যে ব্যক্তি হেদায়াতের পথে চলবে, সে তো চলবে একান্ত ভাবে নিজের (ভালোর) জন্যে, যে ব্যক্তি গোমরাহ হবে তার গোমরাহীর দায়িত্ব অবশ্যই তার ওপর; (আসল কথা হচ্ছে, সেদিন) কেউই অন্য কারো (গুনাহের) ভার বইবে না; আর আমি কখনোই (কোনো জাতিকে) আযাব দেই না, যতোক্ষণ না আমি (সেখানে আযাব থেকে সতর্ককারী) কোনো রসুল না পাঠাই।

[সূরা বনী ইসরাঈল–১৫][90]

90

(১৭) অবশ্য যে নিজে ভ্রষ্ট এবং অপরকেও ভ্রষ্ট করবে, সে নিজের ভ্রষ্টতার বোঝার সাথে সাথে যাদেরকে সে স্বীয় প্রচেষ্টায় ভ্রষ্ট করেছে, তাদের গুনাহের বোঝাও (তাদের গুনাহতে কোন কমতি না করেই) তাকে বহন করতে হবে। এ কথা কুরআনের অন্য কয়েকটি স্থানে

কারণ তারা খারাপ কাজের প্রতি মানুষকে আহ্বান করে তাদের নিজেদেরকেই কলুষিত করেছে। তাই তারা অন্যের বোঝাকে নিজেদের বোঝা হিসেবে বহন করবে। অন্যের বোঝা হিসেবে বহন করবে না। এটা বান্দাদের সাথে আল্লাহ্‌র রহমত ও ইনসাফেরই বহিঃপ্রকাশ [দেখুন, ইবন কাসীর]

আযাব দেবেন না। তবে কোন্ জাতি বা কোন্ ব্যক্তির কাছে তাঁর বার্তা পৌঁছেনি, সে ফায়সালা কিয়ামতের দিন তিনিই করবেন। সেখানে অবশ্যই কারো সাথে অবিচার করা হবে না। বধির, পাগল, নির্বোধ এবং দুই নবীর মধ্যবর্তী যুগে মৃত্যুবরণকারী (যাদের নিকট দ্বীনের খবর একেবারেই অজানা সেই) ব্যক্তিদের ব্যাপারও অনুরূপ। এদের ব্যাপারে কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ তাদের প্রতি ফিরিশ্তা পাঠাবেন এবং ফিরিশ্তারা তাদেরকে বলবেন যে, 'জাহান্নামে প্রবেশ কর।' অতএব তারা যদি আল্লাহর এই নির্দেশকে মেনে নিয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করে যায়, তাহলে জাহান্নাম তাদের জন্য ফুল বাগান হয়ে যাবে। অন্যথা তাদেরকে টানতে টানতে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (মুসনাদ আহমদ ৪/২৪, ইবনে হিব্বান ৯/২২৬, সহীহুল জামে' ৮৮১নং) মুসলিম শিশুরা

মুজাহিদ আবু তালহা [রাঃ]-এর দায়িত্ববোধকে শ্রদ্ধা করে।

খলিফা উসমানের সময় যখন তিনি একটি কঠিন নৌবাহিনী যাত্রা শুরু করার জন্য প্রস্তুত হলেন, তখন তার ছেলেদের বলেছিলো...। [লেখক খুব সংক্ষেপে লিখেছেন। আমি আসহাবে রাসূলদের জীবনকথা ৩য় খন্ডের ১১৬ পৃ. থেকে পুরো ঘটনা দিচ্ছি। -অনুবাদক]

জান্নাতি।কাফিরের শিশুর ব্যাপারে ৪ টি মত আছে।

১) তারা জান্নাতে যাবে। এ মতের সপক্ষে তারা এ আয়াত এবং সহীহ বুখারীর এক হাদীস [৪০৪৭] দ্বারা দলীল পেশ করে থাকেন। অনুরূপ কিছু হাদীস মুসনাদে আহমাদ [৫/৫৮] ও মাজমাউয-যাওয়ায়েদ [৭/২১৯] ও এসেছে।

২) তাদের সম্পর্কে কোন কিছু বলা যাবে না। এ মতের সপক্ষেও সহীহ বুখারীর এক হাদীস [৩৮৩১, ৪৮৩১] থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়।

৩) তারা তাদের পিতাদের অনুগমণ করবে। মুসনাদে আহমাদে [৬/৪৮] বর্ণিত হাদীস থেকে এ মতের সমর্থন পাওয়া যায়।

৪) তাদেরকে হাশরের মাঠে পরীক্ষা করা হবে। সে পরীক্ষায় যারা পাশ করবে তারা হবে জান্নাতি। আর পাশ না করলে হবে জাহান্নামি। এ মতটি সবচেয়ে বেশী গ্রহণযোগ্য মত। এ ব্যাপারে মুসনাদে আহমাদের [৪/২৪] এক হাদীস থেকে প্রমাণ পাই। সত্যান্বেষী আলেমগণ এ মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। ইবন কাসীর এ ব্যাপারে আরও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। [ইবন কাসীর]

বসরাবাসীরা বলেন, তিনি শেষ জীবনে সমুদ্র পথে অভিযানে বেরিয়ে পথিমধ্যে মারা যান। এই মতে তাঁর মৃত্যুসন হিজরী ৫১। বিভিন্ন গ্রন্থে আবু তালহার এই জিহাদে যাওয়ার চমকপ্রদ ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়। একদিন সূরা 'তাওবাহ' তিলাওয়াত করছেন। যখন 'ইনফিরূ খিফাফান ওয়া সিকালান'– অভিযানে বের হয়ে পড়, ভারি অবস্থায় হোক অথবা হালকা অবস্থায় (আয়াত ৪১) – এ পর্যন্ত পৌঁছেন তখন তাঁর মধ্যে জিহাদের প্রবল উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। তিনি পরিবারের লোকদের বললেন ঃ আল্লাহ যুবক–বৃদ্ধ সকলের ওপর জিহাদ ফরয করেছেন। আমি জিহাদে যেতে চাই, তোমরা আমার সফরের ব্যবস্থা কর। একথা দুইবার উচ্চারণ করেন। একেতো বার্দ্ধক্য, তাছাড়া ক্রমাগত সিয়াম পালন করতে করতে তিনি শীর্ণকায় ও দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। পরিবারের লোকেরা বললো ঃ আল্লাহ আপনার ওপর রহম করুন! আপনি রাসূলুল্লাহর (সা) যুগের সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন, আবু বকর ও 'উমারের যুগেও ধারাবাহিকভাবে জিহাদে লিপ্ত থেকেছেন। এখনও আপনার জিহাদের লোভ আছে? আপনি আবেগ যাঁকে ধাক্কাচ্ছে তাঁকে ঠেকাচ্ছে কে? বললেন ঃ আমি যা বলছি তাই কর। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁর সফরের ব্যবস্থা করা হয়। সত্তুর বছরের এই বৃদ্ধ আল্লাহর নাম নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন। মুসলিম বাহিনী প্রস্তুত ছিল। অভিযানটি ছিল সাগর পথে। আবু তালহা জাহাজে চড়ে সামনে এগিয়ে যাচ্ছেন। তীব্র প্রতীক্ষা, কখন শত্রুসেনার মুখোমুখি হবেন। এমন সময় তাঁর ডাক এসে যায়। তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

সাগর পথে কোথাও একটু ভূমির চিহ্ন দেখা গেল না। প্রবল বায়ু ও বিক্ষুব্ধ সাগর জাহাজটি অজানা লক্ষ্যের দিকে ঠেলে নিয়ে গেল। এই মুমিন মুজাহিদের লাশ সাত দিন জাহাজের ডেকে পড়ে রইল। অবশেষে একটি অজানা দ্বীপ পাওয়া গেল এবং সেখানেই দাফন করা হলো। এত দিনেও লাশে পচন ধরেনি বা সামান্য বিকৃতি ঘটেনি। (তাবাকাত–৩/৫০৭, তারীখু ইবন 'আসাকির–৬/৭, তারীখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাতুল মাশাহীর–২/১২০, উসুদুল গাবা–৫/২৩৫, আনসাবুল আশরাফ–১/২৪২)

١٣٤٦/٥٤. وَعَنْ أَبِي يَحْيَى خُرَيْمِ بنِ فَاتِكٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللهِ كُتِبَ لَهُ سَبْعُمِئَةِ ضِعْفٍ ». رواه الترمذي ، وقال : « حديث حسن ».

৫৪/১৩৪৬। আবূ য়্যাহয়্যা খুরাইম ইবনে ফাতেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় কিছু খরচ করে, তার জন্য সাতশ' গুণ নেকী লেখা হয়।" *(তিরমিযী, হাসান)* [৩৪৭]

91

---

[91] তিরমিযী ১৬২৫, নাসায়ী ৩১৮৬
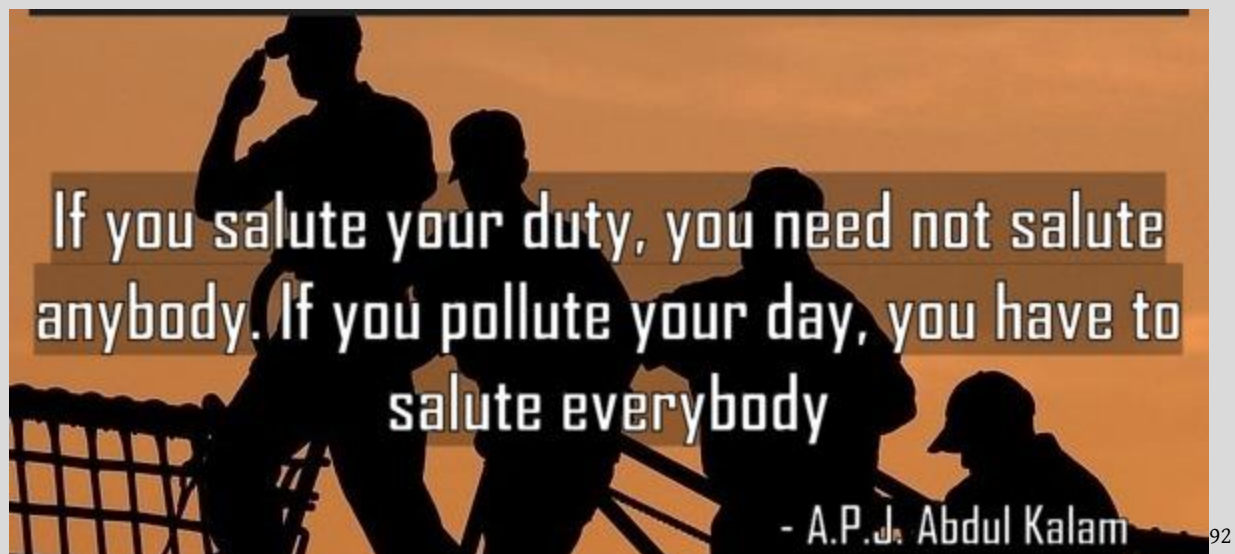
[92]

মুজাহিদ সিদ্ধান্ত নেয় এবং তা পূর্ণ করে। তার মন আকাশের মেঘের ন্যায় মুক্ত, কিন্তু সে তার কর্তব্যের সাথে আবদ্ধ। তিনি তার কল্যাণকামী চিন্তা দিয়ে যে পথ নির্বাচন করেন সে পথে, তিনি হয়তো এমন এক সময়ে জেগে উঠেন, যা তার নিকট সন্তোষজনক নয়, অথবা এমন লোকের সাথে কথা বলতে হয় যার সাথে কথা বলে তার এক বিন্দু জ্ঞান লাভ হবে না| মাঝে মাঝে তাকে কিছু না কিছু উৎসর্গ করতে হয়।

তার বন্ধুরা তাকে বলে, “আপনি মুক্ত নন"।

মুজাহিদ স্বাধীন।

তিনি জানেন যে ওভেনের দরজা খোলা রেখে রুটি সেঁকা যায় না।

৩১. তুচ্ছ ব্যাপার

আল্লাহ তা'আলা বলেন, “এবং তোমরা

[92] নিজের দায়িত্বকে স্যালুট করলে অন্য কাউকে স্যালুট করার দরকার নেই। যদি নিজের দিনটিকে কলঙ্কিত করেন, তবে সবাইকে সালাম দিতে হবে।

একে তুচ্ছ গণ্য করেছিলে; যদিও আল্লাহর দৃষ্টিতে এ ছিল গুরুতর বিষয়। [সূরা আন-নূর ১৫][93]

মুজাহিদ তুচ্ছ ব্যাপারেও সাবধান থাকে, কারন সে জানে যে তুচ্ছ ব্যাপারগুলো রীতিসিদ্ধ ঘটনাচক্রকে বিপর্যস্ত করে দিতে পারে।

পুরোনো প্রবচন আছেঃ "শয়তান তুচ্ছ ব্যাপারে-ই বাস করে"।

মুজাহিদ লাও-সে যা বলেছে তাতে মনোযোগ দেয়, যিনি শিক্ষা দিয়েছিলেন যে আমাদের "দিন" বা "ঘন্টা" বা এই ধরনের ধারণা প্রত্যাহার করতে হবে এবং প্রতিটি মিনিট আরো বেশি বেশি সতর্কতার সাথে লক্ষ্য করতে হবে।

কোন সমস্যার উদ্ভব হবার আগেই তা সমাধান করার এটাই একমাত্র রাস্তাঃ তুচ্ছ থেকে তুচ্ছ ব্যাপারে গভীর মনোযোগ দিলেই তিনি বড় বিপর্যয় এড়াতে সক্ষম হবেন।

কিন্তু বিশদভাবে খুঁটিনাটি ব্যাপারে চিন্তা করা মানে সংকীর্ণচেতা হওয়া বুঝায় না।

তিনি আরো বলেন, "অতিরঞ্জনকারীরা ধ্বংস হয়েছে।" (আহমাদ, মুসলিম, আবূ দাঊদ, সহীহুল জামে' ৭০৩৯ নং)

তিনি আরো বলেন, "তোমরা (আমলে) অতিরঞ্জন ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করো না। **[মুসলিম]**[94]

অত্যধিক উদ্বেগ জীবনের অস্পষ্ট আনন্দের দীপ্তিকেও শিকার করতে পারে।

93

অর্থাৎ তোমরা একে তুচ্ছ ব্যাপার মনে করেছিলে যে, যা শুনলে তাই অন্যের কাছে বলতে শুরু করেছিলে। তোমরা সত্যাসত্য যাচাই না করে এমন কথা চালু করে দিয়েছিলে, যদ্দরুন অন্য মুসলিম দারুণ মর্মাহত হয়, লাঞ্ছিত হয় এবং তার জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'কোন কোন লোক আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি হয় এমন কথা বলে, অথচ সে জানে না যে, এটা কতদূর গিয়ে গড়াবে (অর্থাৎ সে কোন গুরুত্বের সাথে বলেনি)। অথচ এর কারণে সে জাহান্নামের আসমান ও যমীনের দূরত্বের চেয়েও বেশী গভীরে পৌঁছবে।' [বুখারীঃ ৬৪৭৮, মুসলিমঃ ২৯৮৮]

94 *Those showing (excessive) concern are lost! অতিরিক্ত উদ্বেগ প্রকাশকারী ধ্বংস হল।*

মুজাহিদ জানেন যে, মহান স্বপ্ন অনেক কিছু নিয়ে গঠিত, ঠিক যেমন সূর্যালোক লক্ষ লক্ষ আলোকরশ্মি নিয়ে গঠিত।

একটি ক্ষুদ্র টুকরো [splinter] পথচারীর যাত্রা বন্ধ করে দিতে পারে। একটি কোষ, যা খালি চোখে দেখা যায় না, স্বাস্থ্যবান মানবদেহকে ধ্বংস করে দিতে পারে। অতীতের একটি আতংকের মুহূর্তের কথা চিন্তা করলে প্রতিটি সকালে আতঙ্ক ফিরে আসে। এক সেকেন্ডের চেয়ে কম সময় বিলম্ব করলেই মুজাহিদের বুক শত্রুর মর্মান্তিক আঘাতের মুখে উন্মুক্ত হয়ে যাবে।

Figure 3: Splinter

মুজাহিদ কখনও কোন খুঁটিনাটি জিনিস অবহেলা না। মাঝে মাঝে তাকে নিজের উপর কঠোর হতে হয়, কিন্তু এভাবে-ই তিনি কাজ করে থাকেন।

৩২. নিশ্চয়তা প্রদান

মুজাহিদ সব সময় নিশ্চিত থাকতে পারেন না।

এমন সময় আসে যখন তিনি সব বিষয়ে সম্পূর্ণ অনিশ্চিত থাকেন এবং তার হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করেন: “এধরনের প্রচেষ্টার কি সত্যিই প্রয়োজন আছে?" কিন্তু তার হৃদয় নীরব থাকে। এবং মুজাহিদকে তার নিজের জন্য সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

তারপর তিনি নবী [সাঃ] ও সাহাবীদের মধ্য থেকে আদর্শ চরিত্র খুঁজেন। তিনি স্মরণ করেন যে তাদেরও অনুরূপ পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছে ও আল্লাহর সরল পথের উপর একইভাবে তাদেরকে পূর্ণরূপে পরীক্ষা করা হয়েছে। এমনকি তারা সাহস ও বীরত্ব হারিয়ে ফেলত আর আল্লাহর কাছে সাহায্য এবং বিজয় চাইত।

এব্যাপারেই আল্লাহ কুরআনে বলেছেনঃ

২১৪. তোমরা কি মনে করে নিয়েছো যে, তোমরা (এমনি এমনিই) বেহেশতে চলে যাবে? (অথচ) পুর্ববতর্ী নবীদের অনুসারীদের (বিপদের) মতো কিছুই তোমাদের ওপর এখনো নাযিল হয়নি, তাদের ওপর (বহু ধরনের) বিপর্যয় ও সংকট এসেছে, কঠোর নির্যাতনে তারা নির্যাতিত হয়েছে, (কঠিন) নিপীড়নে তারা শিহরিত হয়ে ওঠেছে, এমন কি স্বয়ং আল্লাহর নবী ও তার সংগী সাথীরা (অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে এক পর্যায়ে) এই বলে (আর্তনাদ করে) উঠেছে, আল্লাহ তায়ালার সাহায্য কবে (আসবে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয়জনদের সান্ত্বনা দিয়ে বললেন), অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার সাহায্য অতি নিকটে।

[সূরা বাক্বারাহ][95]

কিন্তু তারা থামতেন না, তারা সহিষ্ণু ছিলেন এবং এগিয়ে ছিলেন।

এমনকি যদি অল্প সময়ের জন্য কোনও নিশ্চয়তা ছাড়াই তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়, সে এগিয়ে চলে এবং পরিশেষে যা হারিয়েছে তা অর্জন করে, কারণ সে জানে যে সে কি চায়।

95

নবীগণ ও তাদের সাথীদের প্রার্থনা যে, 'আল্লাহ্‌র সাহায্য কখন আসবে' তা কোন সন্দেহের কারণে নয়। বরং এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, যদিও আল্লাহ্ তা'আলা সাহায্যের ওয়াদা করেছেন, এর সময় ও স্থান নির্ধারণ করেননি। অতএব, এ অশান্ত অবস্থায় এ ধরনের প্রার্থনার অর্থ ছিল এই যে, সাহায্য তাড়াতাড়ি আসুক। এমন প্রার্থনা আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসা ও শানে নবুওয়াতের খেলাফ নয়। বরং আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের সবিনয় প্রার্থনাকে পছন্দ করেন। বস্তুত নবী এবং সালেহীনগণই এরূপ প্রার্থনার অধিক উপযুক্ত।

~~ভাগ্য বরণ করতে হবে~~। সব প্রতিকূলতাকে মেনে নিয়ে যখন তারা তাদের আকীদা ও আদর্শে অবিচলতার পরিচয় দেবে এবং কোনো দুঃখ ভয় ভীতি ও যুলুম নির্যাতনে যখন তারা ঘাবড়াবে না বা টলবে না, তখনই তারা আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার যোগ্য হবে। ~~কেননা তখন তারা প্রকৃত~~

৩৩. আস্থা

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

৩৮. যারা তাদের মালিকের ডাকে সাড়া দেয়, নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাদের কাজকর্মগুলো (সম্পাদনের সময়) পারস্পরিক পরামর্শই হয় তাদের (কর্ম-) পন্থা, আমি তাদের যে রেযেক দান করেছি তা থেকে তারা (আমারই পথে) খরচ করে,

[সূরা আশ শুরা-৩৮][96]

মুজাহিদ বিশ্বাসযোগ্য। এক সময় তিনি এই কারণে তীব্রভাবে হতাশ হয়ে পড়েন। মাঝে মাঝে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হন।

মানুষকে বিশ্বাস করা গুরুত্বপূর্ণ, এবং একজন মুজাহিদ হতাশাকে ভয় পায় না, কারণ তিনি অস্ত্রের শক্তি এবং প্রেমের ক্ষমতা সম্পর্কে জানেন।

যাই হোক, মুজাহিদ তার ক্ষমতা কতটুকু তা জানেন এবং সে বুঝে যে আল্লাহর নিদর্শনকে গ্রহণ করা এবং আমাদের প্রিয় মানুষের মুখ দিয়ে ফেরেশতাদের সাহায্য এক জিনিস। আর নিজে থেকে সিদ্ধান্তগ্রহণে অক্ষম হওয়া, এবং সর্বদা কিছু করার জন্য আকাঙ্ক্ষা করা যাতে অন্যরা হুকুম দিতে

---

[96] ইসলামী রাষ্ট্র

প্রতিষ্ঠিত থাকুক আর নাই থাকুক, যেখানে ইসলামী জামায়াত থাকবে সেখানে জামায়াতী সকল সিদ্ধান্তই পরামর্শভিত্তিক হতে হবে। আর এই জন্যেই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই আলোচ্য সূরাটি নাযিল করা হয়েছে এবং এর মধ্যে পরামর্শভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকে বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে পরামর্শ করা যতো জরুরী, তার থেকে বেশী জরুরী হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত না থাকাবস্থায় পরামর্শ করা। ~~এ ব্যাপারে আলোচ্য~~

ভুল। পরামর্শ যে কোন লোক দ্বারা হয় না, আর না যেনতেন লোকের নিকট থেকে তার প্রয়োজন হয়। পরামর্শ করার অর্থ, এমন লোকদের সাথে পরামর্শ করা, যারা সেই বিষয়ের স্পর্শকাতরতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বোঝে, যে বিষয়ে পরামর্শ করার দরকার হয়। যেমন, কোন বাড়ী বা ব্রিজ ইত্যাদি নির্মাণ করার জন্য কোন ঘোড়ার গাড়ি- চালক, দর্জি অথবা রিক্সা-চালকের সাথে নয়, বরং ইঞ্জিনিয়ারের সাথে পরামর্শ করতে হবে। কোন রোগ ও চিকিৎসার ব্যাপারে পরামর্শ করার প্রয়োজন হলে ডাক্তার ও বিশেষজ্ঞদের সাথে করতে হবে (কসাই ও কামারের সাথে নয়)। গণতন্ত্রে কিন্তু এর বিপরীতই হয়। প্রত্যেক সাবালককে পরামর্শদানের যোগ্য মনে করা হয়। তাতে সে যদি মূর্খ, নিরক্ষর, নির্বোধ এবং রাজনৈতিক স্পর্শকাতর ও সঙ্কটময় পরিস্থিতি সম্পর্কে একেবারে অনভিজ্ঞ হয়, তবুও। কাজেই 'পরামর্শ' শব্দ দ্বারা গণতন্ত্র সাব্যস্ত ও প্রমাণ করা গা-জোরামি ও প্রতারণা বৈ কিছুই নয়। আর যেমন সমাজতন্ত্রের সাথে 'ইসলামী' শব্দ জুড়ে দিলেই সমাজতন্ত্র ইসলামের সম্মানে সম্মানিত হয়ে যায় না, অনুরূপ গণতন্ত্রের সাথে 'ইসলামী' তালি লাগিয়ে দিলেও পাশ্চাত্যের গণতন্ত্রের লেবাসের উপর ইসলামী খেলাফতের শেরোয়ানী শোভনীয় হবে না। পাশ্চাত্যের এ বীজ ইসলামের মাটিতে অঙ্কুরিত হওয়া সম্ভব নয়।

পারে কোন ক্ষেত্রে কি করতে হবে, সেটা অন্য জিনিস। আপনি আল্লাহর ওপর ভরসার সাথে আপনার দায়িত্ব এড়ানোর প্রবণতাকে একত্রে গুলিয়ে ফেলতে পারেন না।

মুজাহিদ অন্যদের উপর বিশ্বাস রাখে, কারণ তিনি প্রথমে নিজের উপর বিশ্বাস রাখেন।”কত সহজ সরল(বোকা) সে”-তাকে মাঝে মধ্যেই এ সকল কথা শুনতে হয় পিছন থেকে।

কিন্তু মুজাহিদ জানে যে তিনি বিজয়ী হবেন। একটি পরাজয়ের বিপরীতে দুটি বিজয় আছে।

যারা আল্লাহর রহমতে বিশ্বাস করে তারা সবাই এটা জানে।

২৬০১। ‘আব্দুল্লাহ আল-খাত্বমী (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো সেনাবাহিনীকে বিদায় দেয়ার সময় বলতেনঃ “আমি আল্লাহর নিকট তোমাদের দীন, আমানাত ও সর্বশেষ আমলের হিফাযাতের জন্য দু‘আ করছি।”[1]
[97]

মুজাহিদ বিশ্বাসযোগ্য।

মাঝে মাঝে তিনি দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন; কখনও কখনও তিনি মনে করেন তিনি সত্যিই খুব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তিনি মিথ্যা বলেন না।

তার ভাইদের মধ্যে বসে থাকার সময়, তিনি তাদের সাথে কথোপকথন করেন। তিনি জানেন যে তার কথাগুলি ফেরেশতাদের দ্বারা তার জীবন ও তার কাজের হিসাবে রেকর্ড হচ্ছে।

মুজাহিদ বলেন, "কেন আমি এত কথা বলি, কখনো কখনো আমি কথাকে কাজে পরিণত করতে পারি না”।

---

[97] সহীহ। হাদিসের মানঃ সহিহ (Sahih) গ্রন্থঃ সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত) অধ্যায়ঃ ৯(كتاب الجهاد) জিহাদ / হাদিস নম্বরঃ ২৬০১;৮০আ‘বিদায়ের সময় দু .

তার হৃদয় তাকে জবাব দেয়, "যখন আপনি সকলের সামনে খোলাখুলিভাবে আপনার মতামত রক্ষা করেন, তখন আপনাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের সাথে মিলেমিশে থাকতে হবে"।

আর যেহেতু তার কথাগুলো অব্যর্থ ও তার চিন্তার সত্য প্রতিফলন, পরিশেষে সে তাতেই পরিণত হয় যা নিয়ে সে কথা বলে।

৩৪. প্রস্তুতি

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

৬০. তাদের (সাথে যুদ্ধের) জন্যে তো তোমরা যথাসাধ্য সাজ-সরঞ্জাম, শক্তি ও ঘোড়া প্রস্তুত রাখবে এবং এ দিয়ে তোমরা আল্লাহর দুশমন ও তোমাদের দুশমনদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে দেবে, (এ ছাড়াও কিছু লোক আছে) যাদের পরিচয় তোমরা জানো না, শুধু আল্লাহ তায়ালাই তাদের চেনেন; আল্লাহ তায়ালার পথে তোমরা যা কিছুই ব্যয় করবে, তার পুরোপুরি প্রতিদান তোমাদের (পরকালে) আদায় করে দেয়া হবে এবং তোমাদের ওপর বিন্দুমাত্রও যুলুম করা হবে না।

[সূরা আল আনফাল-৬০][98]

---

98 সমর যুদ্ধোপকরণ, অস্ত্রশস্ত্র, যানবাহন প্রভৃতি এবং শরীরচর্চা ও সমর বিদ্যা শিক্ষা করতে হবে।

এখন চলছে বোমা, রকেট-এর যুগ। 'শক্তি' শব্দটি এসব কিছুতেই ব্যাপক। সুতরাং যে কোন বিদ্যা ও কৌশল শিক্ষা করার প্রয়োজন হবে সেসবই যদি এই নিয়তে হয় যে, তার মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলিমদের শত্রুকে প্রতিহত করা এবং কাফেরদের মোকাবেলা করা হবে, তাহলে তাও জিহাদেরই শামিল। [দেখুন, সা'দী]

এখানে তৈরী রাখার অর্থ, যুদ্ধের যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম ও এক স্থায়ী সৈন্যবাহিনী সব সময়ই মওজুদ ও প্রস্তুত করে রাখা। যেন যথা সময়ে সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়। বিপদ মাথার উপর ঘনীভূত হয়ে আসার পর ঘাবড়িয়ে গিয়ে ও তাড়াহুড়া করে স্বেচ্ছাসেবী, অস্ত্র-শস্ত্র ও রসদ সংগ্রহ করার চেষ্টা অর্থহীন। কেননা যতদিনে এ প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হবে ততদিনে শত্রুপক্ষ তাদের কাজ সম্পূর্ণ করে ফেলবে।

প্রতিরক্ষার বিষয়টি সর্বযুগে ও সব জাতিতে আলাদা রকম। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- ‘মুশরিকদের বিরুদ্ধে জান-মাল ও মুখ এবং হাতের মাধ্যমে জিহাদ কর’। [আবু দাউদঃ ২৫০৪, নাসায়ীঃ ৩০৯৮] এ হাদীসের দ্বারা বোঝা যাচ্ছে, জিহাদ ও প্রতিরোধ যেমন অস্ত্রশস্ত্রের মাধ্যমে হয়ে থাকে, তেমনি কোন কোন সময় মুখেও হয়ে থাকে। তাছাড়া কলমও মুখেরই পর্যায়ভুক্ত। ইসলাম ও কুরআনের বিরুদ্ধে কাফের ও মুলহেদদের আক্রমণ এবং তার বিকৃতি সাধনের প্রতিরোধ মুখে কিংবা কলমের দ্বারা করাও এই সুস্পষ্ট নির্দেশের ভিত্তিতে জিহাদের অন্তর্ভুক্ত।

[আবু বকর যাকারিয়া]

শক্তি অর্জনের

চতুর্থ সার্থকতা হলো, যে সব শক্তি পৃথিবীর অঞ্চলে অঞ্চলে বা দেশে দেশে একনায়কের আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে নিজের মনগড়া আইন দিয়ে দেশ শাসন করছে এবং পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব ও আইন প্রণয়নের ক্ষমতা যে একমাত্র আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট, তা স্বীকার না করে ওই ক্ষমতা নিজেরা জবরদখল করে খোদা হয়ে বসেছে, সেই সব শক্তিকে ইসলাম নিজের শক্তি দ্বারা চূর্ণ করে দিতে পারবে।

‘তোমরা যতোদূর পারো শক্তি সঞ্চয় করো।’

এ উক্তি থেকে জানা গেলো যে, আমাদের সাধ্য ও সামর্থের শেষ সীমা পর্যন্তই আমাদের দায়িত্ব বিস্তৃত। কাজেই কোনো মুসলিম জনগোষ্ঠীর এমন কোনো উপকরণ সংগ্রহে বিরত থাকা বৈধ হবে না, যা তার শক্তি সামর্থের আওতাধীন। ~~এই শক্তি অর্জনের প্রথম উদ্দেশ্যটা হলো~~,

[ফী যিলাযিল কুরআন]

মুজাহিদ জানে যে একটি যুদ্ধ সময়ে সময়ে থেমে যায়।

এবং তারপর তিনি অবিলম্বে এটি পুনরায় শুরু করার কোন প্রচেষ্টা করেন না; তিনি জানেন যে যতক্ষণ না শক্তি বৃদ্ধি পায় ততক্ষণ অবশ্যই ধৈর্যশীল এবং অপেক্ষায় থাকতে হবে। যখন যুদ্ধে নীরবতা নেমে আসে মুজাহিদ তার হৃদস্পন্দন শুনতে পারেন।

তিনি বুঝতে পারেন যে তিনি উত্তেজনা অনুভব করছেন। তিনি বুঝতে পারেন যে তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে আছেন।

একজন মুজাহিদ তার জীবনে ভারসাম্য অর্জনের চেষ্টা করতে থাকে যেমন: অস্ত্র প্রস্তুত থাকতে হবে, হৃদয় হতে হবে সন্তুষ্ট, ঈমান এমন হতে হবে যেন তা রুহকে উদ্দীপ্ত করে। তিনি জানেন যে এটা কাজের মতই গুরুত্বপূর্ণ।

একটি চেচেন প্রবাদ আছে যে, "একটি অস্ত্র যা আপনি আপনার জীবনে শুধুমাত্র একবার ব্যবহার করবেন তা আপনার সাথে সারা জীবন বহন করতে হবে"।

১৮ সহীহ ও যঈফ **সুনান আবূ দাউদ**

২৫১৪। 'উক্ববাহ ইবনু 'আমির আল-জুহানী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে মিম্বারের উপরে বলতে শুনেছি ঃ **"দুশমনের মুকাবিলার জন্য তোমরা যথাসাধ্য শক্তি অর্জন করো"** (সূরাহ আল-আনফাল ঃ আয়াত ৬০)। **জেনো রাখ! এখানে শক্তির অর্থ হচ্ছে তীরন্দাজী (ক্ষেপনাস্ত্র), জেনে রাখ! এখানে শক্তির অর্থ হচ্ছে তীরন্দাজী (ক্ষেপনাস্ত্র), জেনে রাখ! এখানে শক্তির অর্থ হচ্ছে তীরন্দাজী (ক্ষেপনাস্ত্র)।**

সহীহ।

শাইখ ইউসুফ আল-উয়াইরী (রহীমাহুল্লাহ) বলেছেন, "জিহবা দ্বারা জিহাদ করার একটি উপায় হল ইসলামের বিরুদ্ধে শুরু করা এই ক্রুসেডের বাস্তবতা প্রকাশ করে দেওয়া এবং মুজাহিদীনদের সম্মানকে রক্ষা করা এবং এটা করতে হবে ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে এবং যেখানে সাধারন মানুষ সমাগম হয় সেখানে অর্থাৎ মসজিদে, কর্মস্থলে এবং শিক্ষাঙ্গনে। সুতরাং এটা প্রত্যেক মুসলিমের অবশ্যই কর্তব্য তার সাধ্য অনুযায়ী জিহবার জিহাদ চালিয়ে যাওয়া এবং জিহবা দ্বারা জিহাদ করার ক্ষেত্রে কোনই শর্ত নেই। বরং এটা আমাদের দ্বায়িত্ব মানুষকে জানানো এবং স্পষ্ট ভাবে ব্যাখ্যা করা যে প্রত্যেকটি কথার মাধ্যমে ক্রুসেডারদের মুখোস খুলে দেওয়া, তাদের প্রতিহত করা এবং মুজাহিদীনদের সমর্থন করা। আল্লাহ্ই সবচেয়ে ভাল জানেন।"

[মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আস সালিম,জিহাদে অংশগ্রহণ ও সহায়তার ৩৯টি উপায়, আত-তিবয়ান পাবলিকেশন, ২৬পৃ.]

কিছু জিনিস সবসময় অনুপস্থিত থাকে। এবং যখন সময়ের এই দৌড় থেমে যায়, মুজাহিদ প্রতিটি মিনিট ব্যবহার করে তার ঘাটতি পূরণ করতে এবং পরবর্তী যুদ্ধের জন্য ভাল প্রস্তুতি নিতে।

প্রথম যুদ্ধের সময় অস্ত্রটি ভেঙ্গে যেতে পারে। কিন্তু মুজাহিদ নিজেকে দীর্ঘসময় টিকিয়ে রাখতে প্রস্তুতি নেয়।

এই কারণেই তিনি কখনো নিজের ক্ষমতা ও প্রতিভা সম্পর্কে প্রতারিত হন না এবং নিজেকে পরিস্থিতির নিকট হতচকিত হতে দেন না। তিনি পৃথিবীর সকল কিছুকে সঠিক মূল্যে মূল্যায়ন করেন।

মাঝে মাঝে ভয়ানক অগ্নিপরীক্ষার আগে শয়তান [তার উপর লা'নত] তার কানে ফিসফিস করে বলেঃ "এই বিষয়ে উদ্বিগ্ন হয়ো না, এটা নিতান্ত অর্থহীন"।

অথবা এটি অন্যরকম ঘটতে পারে। আর যখন গুরুতর কিছুই হয় না, শয়তান [তার উপর লা'নত] তার কানে ফিসফিস করে বলেঃ "আপনার সমস্ত শক্তি সংগ্রহ করুন, এবং এই পরিস্থিতি স্থিরীকরণের জন্য আপনার সমস্ত শক্তি পরিচালিত করুন"।

শয়তান (অভিশাপ তার উপর) তাকে যে পরামর্শ দেয়ার চেষ্টা করে, মুজাহিদ তাতে কান দেয় না এবং তিনি আল্লাহর স্মরণে স্বস্তি খুঁজে পান।

৩৫. দায়িত্ব

মহান আল্লাহ কুরআনুল কারীমে বলেন,

তোমরা (এদের দেয়া যাবতীয়) প্রতিশ্রুতি মেনে চলো, কেননা (কেয়ামতের দিন এ) প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে (তোমাদের) জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

[সূরা বনী ইসরাইল ৩৪][99]

99 (৩৭) 'প্রতিশ্রুতি' বা অঙ্গীকার বলতে সেই অঙ্গীকার যা আল্লাহ ও বান্দাদের মধ্যে রয়েছে এবং সেই অঙ্গীকারও যা বান্দাগণ আপোসে একে অপরের সাথে ক'রে থাকে। উভয় অঙ্গীকার পূরণ করা জরুরী। পক্ষান্তরে প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করলে কাল কিয়ামতে জিজ্ঞাসিত হবে।

'দায়িত্ব' শব্দের শব্দমূল থেকেই এর অর্থের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়ঃ সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা, প্রতিক্রিয়াশীল হওয়া এবং কাজ করতে সক্ষম হওয়া।

দায়িত্বশীল মুজাহিদ পর্যবেক্ষণ এবং অনুশীলন করতে সক্ষম। কিন্তু এর পাশাপাশি, তিনি "নিরুত্তর" হতে সক্ষম: তাদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ না করে এবং এই ঘটনাগুলির বিরোধিতা না করে বিনয়ের সাথে ঘটনাবলী মান্যও করতে পারেন।

যাইহোক, মুজাহিদ সর্বদা শিক্ষাগ্রহণ করেন: তিনি উপদেশগুলি শুনবেন এবং নম্রভাবে সাহায্য গ্রহণ করবেন।

মুজাহিদ হযরত ঈসা (আঃ) এর কথা স্মরণ করেন: "তোমার বাক্য হোক ''হ্যা" - "হ্যাঁ" বা "না"

- "না"।"

যখন একজন মুজাহিদ দায়িত্ব গ্রহণ করেন তিনি তার কথা রাখেন।

হযরত উমর ইবনে আল খাত্তাব খলিফার হলে হযরত সাইদ ইবনে আমির (রা।) তাঁর কাছে এসে বললেনঃ

"হে উমর, আমি আপনাকে উপদেশ দিতাম যে আল্লাহকে মানুষের সাথে সম্পর্কের [বান্দার হক্কের] ব্যাপারে ভয় করো এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্কের [আল্লাহর হক্কের] ব্যাপারে মানুষকে ভয় করো না। আমি আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি যে আপনার কথাগুলি যেন আপনার কাজের সাথে সংঘর্ষ না করে। এবং শ্রেষ্ঠ কথা হল সেটাই, যা নিজের কর্ম দ্বারা সমর্থিত হয় ..."

"ওমর! কাছে-দূরের সকল মুসলমানদের সামনে মুখোমুখি হন, যাদের কর্মের জন্য আল্লাহ আপনাকে নির্দিষ্ট করেছেন। তাদের আপনি সেটাই চান, যা আপনার নিজের এবং আপনার পরিবারের জন্য চান। আর আল্লাহর সামনে নিন্দণীয় সমালোচনার ভয় করবেন না।"

উমর উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল: "কিন্তু কে আছে কখনও এমন করতে পারেন, হে সাঈদ ?!"

তিনি উত্তর দিয়েছিলেন: "আপনার মতো একজন মানুষের দ্বারা এটি হতে পারে, অনেকের মধ্য হতে যাকে আল্লাহ মুহাম্মদের উম্মাহ (জাতির) কাজের উপর কর্তৃত্ব দিয়েছেন। আর সেই ব্যক্তি ও আল্লাহর মাঝে কেউ নেই”।

যারা প্রতিশ্রুতি দেয় কিন্তু তাদের প্রতিশ্রুতি পালন করে না, তারা নিজেদের আত্মসম্মান হারায় এবং তাদের কর্মের জন্য লজ্জিত হয়। এমন লোকদের সারাটা জীবন রূপ নেয় বিরতিহীন দৌড়ে, মুজাহিদ তার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করার আগেই, তারা [ঐসব লোকেরা] তাদের নিজেদের কথা অস্বীকার করার জন্য বিশ্বাসযোগ্য যুক্তি অনুসন্ধানে অনেক বেশি শক্তি অপচয় করে।

কখনও কখনও মুজাহিদ বোকার মত দায়িত্বগ্রহণ করে এবং কুসংস্কারের কালো থাবায় পড়ে যায়। এরপর থেকে তিনি আবার এমন জিনিস করবেন না, কিন্তু তিনি এখনও তাঁর প্রতিশ্রুতি এড়িয়ে যান নি: তার বাক্য পবিত্র, এবং তিনি তার অনিয়ন্ত্রিত আশার জন্য পূর্ণ জরিমানা প্রদান করেন।

মুজাহিদকে দায়িত্বশীল বলা যেতে পারে না যখন তিনি তার কাঁধে সারা বিশ্বের ভার নেন, দায়িত্বশীল মুজাহিদ হলেন তিনি যিনি সময়ের চ্যালেঞ্জ কিভাবে মোকাবেলা করবেন সেদিকে ঝুঁকেন।

৩৬. নিফাক

পরিচ্ছদঃ ৪৭. আল্লাহর পথে জিহাদ না করে এমন কি জিহাদের আকাঙ্ক্ষা না করে যে মারা যায় তার পরিণাম অশুভ

৪৮২৫-(১৫৮/১৯১০) মুহাম্মাদ ইবনু আবদুর রহমান ইবনু সাহম আনতাকী (রহঃ) আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলো, অথচ কখনো জিহাদ করলো না বা জিহাদের কথা তার মনে কোন দিন উদিতও হলো না, সে যেন মুনাফিকের মৃত্যুবরণ করলো। 'আবদুল্লাহ ইবনু মুবারক (রহঃ) বলেন, আমাদের মত হলো, এ হুকুম একান্তই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগের জন্য প্রযোজ্য। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৪৭৭৮, ইসলামিক সেন্টার ৪৭৭৯)
[100]

---

[100] সহীহ মুসলিম; ইমাম নববী [রাহঃ] বলেন, জিহাদে না যাওয়া নিফাকের একটি শাখা। **Al-Nawawi (may Allaah have mercy on him) said: “What is meant is that the one who does this is behaving, in this regard, like the hypocrites who stay behind and do not go out for jihaad, because not engaging in jihaad is one of the branches of hypocrisy. This hadeeth also indicates that the one who intended to do an act of worship but died before he**

মুজাহিদ তাদের সঙ্গী হতে চান না, যারা তার অমঙ্গল চায়। একই ভাবে, তাকে কখনোই এমন ব্যক্তির সাথে কখনও দেখবেন না যে তাকে "সান্ত্বনা'' দিতে চায়।

তিনি এমন লোকদের এড়িয়ে চলেন যারা অনিবার্যভাবে তার পাশে দাঁড়ায় যখন সে একটি পরাজয়ের শিকার হয়: এমন মিথ্যা বন্ধুরা তার দুর্বলতা উপভোগ করতে চায়। তারা খারাপ খবর ছাড়া কিছুই নিয়ে আসে না। বন্ধুত্বপূর্ণ উদ্বিগ্নতার আড়ালে তারা ক্রমাগত তার আত্মবিশ্বাসকে হ্রাস করার চেষ্টা করে।

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

২. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা এমন সব কথা বলো কেন যা তোমরা (নিজেরা) করো না।

৩. আল্লাহর কাছে এটা অত্যন্ত অপছন্দনীয় কাজ যে, তোমরা এমন সব কথা বলে বেড়াবে যা তোমরা করবে না!

[সূরা আস সাফ][101]

---

could do it is not to be condemned to the same extent as one who died without any such intention."

আল সিন্ধী তার সুনানে নাসাঈ-এর পাদটীকায় বলেন যে, সে কখনও নিজেকে বলে নি, 'আমি যদি জিহাদে যেতে পারতাম, বা জিহাদে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না, আর জিহাদে যাওয়ার ইচ্ছার প্রমাণ হল প্রস্তুতি গ্রহণ। **Al-Sindi said, in his footnotes to *Sunan al-Nisaa'i*: " '… without having thought of [it]…' means without having said to himself, 'I wish I could go out for jihaad.' Or it could mean that he did not intend to go out for jihaad, and the sign of intending to go out for jihaad is preparing equipment. Allaah says (interpretation of the meaning): *'And if they had intended to march out, certainly they would have made some preparation for it…" [al-Tawbah 9:64].*"**

101 হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বরাত দিয়ে আলী ইবনে তালহা বলেন, জেহাদ ফরয হওয়ার পূর্বে মোমেনদের একটি দল বলতো, আল্লাহর কাছে কোন্ কাজটি সব থেকে প্রিয় তা যদি তিনি আমাদের জানিয়ে দিতেন, তাহলে তা আমাদের কাছে কতই না ভালো লাগতো! তাহলে তা আমরা পালন করতাম। এরপর আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে জানিয়ে দিলেন যে, তাঁর

যখন তারা তাকে আহত দেখেন, তখন তাদের চোখে সহানুভূতির অশ্রু ভেসে ওঠে, কিন্তু তাদের হৃদয়ের গভীরে তারা সন্তুষ্ট, কারণ মুজাহিদ যুদ্ধে হেরে গেছেন, কিন্তু তাদের এই বুঝ হয়নি যে এটা যুদ্ধের সামান্য অংশ মাত্র এবং এতটুকুই।

ওপর ঈমান আনা এবং যারা একথা মানে না ও বিরোধিতা করে সেই অপরাধীদের বিরুদ্ধে জেহাদ করা নিসন্দেহে সব থেকে ভালো কাজ, কিন্তু যখন জেহাদের আয়াত নাযিল হলো, তখন মোমেনদের একটি দল তা আর পছন্দ করলো না, বরং এ নির্দেশ তাদের নিকট বড়ই কঠিন লাগলো। কাজেই আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা তখন এরশাদ করলেন, 'হে ঈমানদাররা, কেন বলছো তোমরা এমন কথা যা তোমরা পালন করো না? আল্লাহর কাছে অত্যন্ত ঘৃণার বিষয় হবে (ওই আচরণ) যদি তোমরা বলো এমন কথা যা বাস্তবে পালন করো না।' ....

ইবনে জারীর তাঁর তাফসীরে এ কথাটি বিশেষ গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করে এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

ইবনে কাসীরও তাঁর তাফসীরে বলেছেন, 'ওলামায়ে কেরামের অধিকাংশ এ আয়াতটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, আয়াতটি তখনই নাযিল হয়েছে যখন তারা তাদের ওপর জেহাদ ফরয হওয়া কামনা করছিল, কিন্তু যখন জেহাদ তাদের ওপর ফরয করে দেয়া হলো, তখন তাদের কেউ কেউ এ হুকুম এড়িয়ে গেলো। যেমন আল্লাহর এরশাদে জানা যায়, 'তুমি কি দেখনি সেসব ব্যক্তির দিকে যাদের বলা হয়েছিলো, তোমাদের হাতকে যুদ্ধ থেকে থামিয়ে দাও, নামায কায়েম করো এবং যাকাত আদায় করো। কিন্তু পরবর্তীতে যখন তাদের জেহাদ করার জন্যে নির্দেশ দেয়া হলো, তখন তাদের মধ্য থেকে একটি দল মানুষকে এতো ভয় করতে লাগলো যেমন আল্লাহকে ভয় করা দরকার। অথবা আল্লাহ তায়ালা থেকে তারা সেসব বিরোধী মানুষকে বেশী ভয় করতে শুরু করলো এবং তারা বলতে লাগলো, 'হে আমাদের রব, আমাদের ওপর কেন জেহাদ ফরয করে দিলেন? হায়, আমাদের নিকটবর্তী একটি সময় পর্যন্ত যদি জেহাদে যাওয়া থেকে রেহাই দিতেন তা হলে কতই না ভালো হতো! বলো (হে নবী), দুনিয়ার সুখ-সম্পদ অতি তুচ্ছ এবং আল্লাহকে যারা ভয় করে এবং অন্তরে আল্লাহর ভয় রেখে যারা জীবন যাপন করে, তাদের জন্যে আখেরাতই উত্তম (স্থান) এবং তাদের প্রতি একটি সুতা পরিমাণও যুলুম করা হবে না। তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, মৃত্যু তোমাদের স্পর্শ করবেই। যদি তোমরা অত্যন্ত মযবুত কেল্লার মধ্যেও লুকিয়ে থাকো, সেখানেই মৃত্যু তোমাদের পাকড়াও করবে।

হযরত আবু হুরাইরাহ (রঃ) বর্ণনা করেন যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুনাফিকের তিনটি নিদর্শন। (অর্থাৎ কোন মুসলমানের দ্বারা এমন কাজ সম্ভব নয়। যদি কারো মধ্যে এগুলো পাওয়া যায়, তাহলে মনে করতে হবে সে মুনাফিক।) আর তাহলো (১) যখন কথা বলে মিথ্যা বলে। (২) যখন ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে। (৩) আর যখন তার নিকট কোন কিছু আমানত রাখা হয়, তখন সে (তার মধ্যে) খিয়ানত করে। কোন কোন বর্ণনায় একথাও আছে যে, যদিও সে নামায পড়ে, রোযা রাখে এবং একথার দাবী করে যে, সে মুসলমান। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে মুসলমান নয়, কেননা মুসলমান হওয়ার জন্য যে সকল মৌলিক গুণাবলীর প্রয়োজন সেগুলো সে ছেড়ে বসে আছে। [বুখারী][102]

সত্য বন্ধুরা সর্বদা মুজাহিদের সাথে আছে: অসুবিধা অথবা সুখের সময়।

৩৭. স্বাধীনতা

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

102 আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যার মধ্যে চারটি আচরণ থাকবে, সে নির্ভেজাল মুনাফিক বলে গণ্য হবে। আর যার মধ্যে সেগুলোর একটি আচরণ পাওয়া যাবে তার মধ্যে মুনাফিকীর একটি চিহ্ন বিদ্যমান থাকবে, যে পর্যন্ত না সে তা পরিহার করে। যখন সে কথা বলে, তখন মিথ্যা বলে; যখন কোন চুক্তিবদ্ধ হয় তখন তা ভঙ্গ করে; যখন কোন প্রতিশ্রুতি দেয় তখন তা অমান্য করে এবং যখন বাক-বিতণ্ডা করে তখন বেহুদা বা বাজে কথা বলে'।[৪৫]
বুখারী হা/৩৪; মুসলিম হা/৫৮

৭৬. যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুলের ওপর ঈমান এনেছে, তারা (সর্বদা) আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, আর যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করেছে তারা লড়াই করে মিথ্যা মাবুদদের পথে, অতএব তোমরা যুদ্ধ করো শয়তান ও তার চেলা-চামুন্ডাদের বিরুদ্ধে (তোমরা সাহস হারিয়ো না), অবশ্যই শয়তানের ষড়যন্ত্র খুবই দুর্বল।

[সূরা নিসা-৭৬][103]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

عَنْ اَبِيْ عَبْسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ

অর্থঃ "আবু আবস (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যার দুটি পা আল্লাহর পথে ধুলো ধুসরিত হয়, মহান আল্লাহ উক্ত পা দুটির উপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেন।"৫৪৯ [104]

মুজাহিদ কখনোই "স্বাধীনতা" শব্দটির ফাঁদে আটকা পড়ে না।

যদি তার সহপাঠীরা নিপীড়িত হয়, তবে স্বাধীনতাটি স্পষ্টভাবে অপরিহার্য হয়ে ওঠে। মুজাহিদ অস্ত্র তুলে নেয় এবং স্বাধীনতার জন্য লড়াই করে- বাঁচার জন্য বা মরার জন্য। নিপীড়নের সম্মুখে স্বাধীনতা বুঝা খুবই সহজ; এটি হল দাসত্বের বিরোধিতা।

---

103 আয়াতে বলা হয়েছে যে, শয়তানের চক্রান্ত ও কলাকৌশল হয় দুর্বল। ফলে তা মুমিনের সামান্যতমও ক্ষতি করতে পারে না। অতএব মুসলিমগণকে শয়তানের বন্ধুবর্গ অর্থাৎ কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে কোন রকম দ্বিধা করা উচিত নয়। দু'টি শর্তের বিষয়ও প্রতীয়মান হয়। (এক) যে লোকের বিরুদ্ধে শয়তান কলাকৌশল অবলম্বন করবে, তাকে মুসলিম হতে হবে এবং (দুই) সে যে কাজে নিয়োজিত থাকবে, তা একান্তভাবেই আল্লাহ্‌র জন্য হতে হবে; কোন পার্থিব বস্তুর আকাঙ্খা কিংবা আত্মস্বার্থ প্রণোদিত হবে না। এ দু'টি শর্তের যেকোন একটির অবর্তমানে শয়তানের কলাকৌশল দুর্বল হয়ে পড়া অবশ্যম্ভাবী নয়।

104 সহীহুল বুখারী ২৮১১; নাসায়ী ৩১১৬; তিরমিযী ১৬৩২; বায়হাকী ৬০৮৭; আহমাদ ১৪৯৯০।

কিন্তু মাঝে মাঝে মুজাহিদ বয়স্কদের কাছ থেকে এ ধরনের কিছু শুনতে পায়: "যত তাড়াতাড়ি আমি কাজ বন্ধ করব ততই আমি আরও বেশি স্বাধীন হব।" তারা অবসর গ্রহণের পর এক বছর

চলে যায় এবং একই ব্যক্তি এখনও অভিযোগ করে: "জীবন একঘেয়ে, ক্লান্তিকর এবং নীরস"। এই ক্ষেত্রে "স্বাধীনতা"-র মানে ভিন্ন: অনুভূতির অনুপস্থিতি।

মুজাহিদ নিজেকে নিজে মুক্ত মনে করেন না। তিনি যেকোনো উপায়ে কাজ করতে পারেন, তবে তিনি আল্লাহর বান্দা, যিনি পরম করুণাময় ও দয়ালু।

৩৮. আপোষ-আলোচনা

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

৬১. (হে মোহাম্মদ,) তারা যদি সন্ধির প্রতি আগ্রহ দেখায়, তাহলে তুমিও সন্ধির দিকে ঝুঁকে যাবে এবং (সর্বদা) আল্লাহর ওপরই ভরসা করবে; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা (সব কিছু) শোনেন, (সব কিছু) দেখেন।

[সূরা আল আনফাল-৩৮][105]

[105] ইবনুল কায়্যিমের বিবরণ অনুযায়ী,

এ আয়াতটা কাফেরদের সেই গোষ্ঠী সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যারা প্রথম থেকেই রসূল (স.)-এর সাথে নিরপেক্ষতা ও অনাক্রমণের নীতি অনুসরণ করেছে। শান্তি ও আপোষের মনোভাব দেখিয়েছে। ইসলামী দাওয়াতের প্রতি শত্রুতা ও প্রতিরোধের মনোভাব দেখায়নি এবং ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিও কোনো বৈরী মনোতার প্রকাশ করেনি। আল্লাহ তায়ালা ও রসূল (স.)-কে নির্দেশ দিয়েছেন যেন এই গোষ্ঠীর প্রতি নিরপেক্ষতা, শান্তি ও আপোষের মনোভাব অবলম্বন করেন।

[ফী যিলাযিল কুরআন]

কিন্তু সন্ধির এই অনুমতি এমন চূড়ান্ত অবস্থায় হবে, যখন মুসলিমরা দুর্বল হবে এবং সন্ধিতেই ইসলাম ও মুসলিমদের কল্যাণ নিহিত থাকবে। পরন্তু অবস্থা যদি এর বিপরীত হয়; অর্থাৎ, মুসলিমরা শক্তিশালী ও যুদ্ধ উপকরণের দিক দিয়ে সমৃদ্ধ হয় এবং কাফেরদল দুর্বল ও পরাজেয় বলে বুঝা যায়, তাহলে এই অবস্থাতে সন্ধির পরিবর্তে কাফেরদের শক্তি ও প্রতাপ ভেঙ্গে চুরমার ক'রে ফেলা জরুরী। মহান আল্লাহ বলেন, "সুতরাং তোমরা হীনবল হয়ো না এবং সন্ধির প্রস্তাব করো না। তোমরাই প্রবল; আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে আছেন। তিনি তোমাদের কর্মফল কখনো নষ্ট করবেন না।" (সূরা মুহাম্মাদ ৩৫ আয়াত) আরো এক জায়গায় তিনি বলেন, "এবং তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাক, যতক্ষণ না ফিৎনা দূর হয় এবং আল্লাহর ধর্ম সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।" (সূরা আনফাল ৩৯ আয়াত)

[আহসানুল বায়ান]

মুজাহিদ সবসময় নিজের জন্য যুদ্ধক্ষেত্র বেছে নিতে পারেন না।

মাঝে মাঝে তিনি বিস্মিত হয়ে পড়েন এবং একটি অবাঞ্ছিত যুদ্ধের সাথে জড়িয়ে পরেন, কিন্তু এ ধরনের পরিস্থিতিতে তিনি পালানোর চেষ্টা করেন না, কারণ তিনি জানেন যে, তিনি যেখানেই যাবেন সেখানে-ই যুদ্ধগুলি তাকে অনুসরণ করবে।

সুতরাং, যখন একটি যুদ্ধ প্রায় অনিবার্য হয়ে যায়, মুজাহিদ তার প্রতিপক্ষের সঙ্গে আপস-আলোচনার শুরু করেন। সে আতঙ্ক বা ভয় প্রদর্শন করছেন না, তিনি সন্ধিও চাচ্ছেন না, তিনি শুধু এর জন্য কারন কি তা খোঁজার চেষ্টা করেনঃ কেন বিরোধীদল তার সাথে যুদ্ধ করতে চেয়েছিল এবং কি জিনিস তাকে তার প্রিয় বাড়ি থেকে বের করে এনেছে, এবং তার সম্মুখীন হতে চান। অস্ত্র জমা না দিয়ে, মুজাহিদ প্রতিপক্ষকে বুঝায়ঃ এই যুদ্ধ তার [শত্রুর] অনুকূলে নয়।

প্রতিপক্ষ যা বলে তা তিনি মন দিয়ে শুনেন, এবং এভাবে তার [শত্রুর] যুদ্ধের প্রতি উৎসাহ কমে আসে। তিনি [মুজাহিদ] তার সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন যদি তা প্রয়োজন হয়।

প্রতিটি যুদ্ধে মুজাহিদ আলাদাভাবে কাজ করে, বিশেষ করে যখন কোনও আক্রমণ বা পশ্চাদপসরণ হয় না।

যুদ্ধে জয়-পরাজয় কিছুই অর্জিত না হলে, মুজাহিদ বুঝতে পারেঃ সাময়িক সন্ধির শর্তাবলীতে শত্রুদের সাথে আলোচনা করা আবশ্যক। উভয় পক্ষই ইতিমধ্যে তাদের সামরিক দক্ষতা যথেষ্ট দেখিয়েছেন, এবং এখন তাদের একে অপরকে বুঝতে হবে।

পরবর্তীকালে সূরা তাওবার বিধান দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে। সূরা তাওবা মানুষকে তিন শ্রেণীর যে কোনো একটিতে অন্তর্ভুক্ত হবার বিধান দিয়েছে। হয় সে যুদ্ধরত হবে, অথবা মুসলমান হবে এবং আল্লাহর শরীয়ত অনুসারে কাজ করবে। নচেত জিযিয়া দিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের চুক্তিবদ্ধ নাগরিকে পরিণত হবে। এগুলো হচ্ছে ইসলামের জেহাদী আন্দোলনের চূড়ান্ত বিধান। এ ছাড়া আর সবই ছিলো অস্থায়ী ব্যবস্থা এবং ইসলাম সে সবকে পরিবর্তিত করে এই তিন অবস্থার মধ্যে সীমিত করে ফেলেছে। [ফী যিলাযিল কুরআন]

মুজাহিদ কখনো সন্ধির আবেদন করেন নাঃ সে সন্ধির সুযোগ দেয়।

সন্ধি তার মর্যাদার সাক্ষ্য দেয়, ভীরুতার নয়। এটি কৌশলের পরিবর্তন ও শক্তির ভারসাম্য।

প্রতিদ্বন্দ্বীরা প্রতিশ্রুতি, সন্ধির আলোচনা এবং প্রস্তাবসমূহের সবকিছু নিয়ে আসে যা ধীরে ধীরে প্রলোভনের উদ্রেক করে, এবং উভয় পক্ষকেই সন্তুষ্ট করে।

মুজাহিদ প্রতিটি প্রস্তাব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ভেবে দেখেন, তিনি একটি চুক্তিতে পৌঁছানোর চেষ্টা করেন এবং একই সাথে তিনি তাঁর মর্যাদা রক্ষা করেন। যদি তিনি কোন যুদ্ধ এড়িয়ে যান, এটা এজন্য নয় যে সে তার মিষ্টি কথায় শত্রুকে ভুলিয়েছে, কিন্তু কারণ তিনি এটিকে সেরা কৌশল হিসেবে গণ্য করেছিলেন।

মুজাহিদ শত্রু থেকে কোন উপহার গ্রহণ করেন না।

একটি যুদ্ধবিরতির পরিকল্পনাগুলি সম্পন্ন করার পর, মুজাহিদ ঘরে ফিরে আসেন। তাদের কারো কাছে প্রমাণ দিতে হবে না: তারা একটি ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধ পরিচালনা করছিলেন এবং তারা তাদের ঈমানকে শক্তিশালী করছিলেন। *তাদের প্রত্যেকে শরিয়াহ আইন দ্বারা যতটুকু অনুমোদিত ততটুকু ত্যাগ করেছেন,* এভাবে তারা আপস-আলোচনায় দক্ষ হয়ে উঠছেন।

৩৯. সতর্কতা

মহান আল্লাহ বলেন,

৩৬. যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, (অযথা) তার পেছনে পড়ো না; কেননা (কেয়ামতের দিন) কান, চোখ ও অন্তর, এ সব কয়টির (ব্যবহার) সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করা হবে।

[সূরা বনি ইসরাইল-৩৬][106]

মুজাহিদ তাদের মতামত নিয়ে সতর্ক থাকেন যারা মনে করে তারা সঠিক পথ জানে।

106

প্রত্যেক সংবাদ, প্রত্যেক তত্ত্ব প্রত্যেক তথ্য ও প্রত্যেক তৎপরতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে তার সত্যাসত্য সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া জরুরী। এই হলো কোরআনের বক্তব্য। এই হলো ইসলামের নির্ভুল তত্ত্ব। মন ও বিবেক এই নির্ভুল তত্ত্বের ওপর দৃঢ় আস্থা স্থাপন করলে আকীদা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আর কোনো বিভ্রান্তি বা কল্পনা বিলাসের অবকাশ থাকে না। সন্দেহ সংশয়ের ভিত্তিতে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হবার এবং পারস্পরিক আচরণ ও লেনদেনের অবকাশ থাকে না। অনুরূপভাবে, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও পরীক্ষা নিরীক্ষার ক্ষেত্রেও কাল্পনিক তত্ত্ব ও ভ্রান্ত স্থুল সিদ্ধান্তের অবকাশ থাকে না।

আধুনিক যুগের মানুষ যে বৈজ্ঞানিক সততার প্রশংসায় পঞ্চমুখ তা আসলে সেই বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনস্তাত্তিক সততারই অংশ, যা কোরআন তৈরী করেছিলো। কোরআন মানুষকে সতর্ক করেছিলো যে, তার চোখ, কান, ও মন সম্পর্কে আল্লাহর কাছে জবাবদিহী করতে হবে। সেই সতর্কবাণীর ওপর ভিত্তি করেই বুদ্ধিবৃত্তিক সততা ও বিশ্বস্ততা গড়ে উঠেছিলো।

তথ্য বা ঘটনার নির্ভুলতা সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে কোনো মতামত বা সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করো না। অনুরূপভাবে শরীয়তসংক্রান্ত কোনো বিধি এবং আকীদাসংক্রান্ত কোনো তত্ত্ব সম্পর্কেও ভালোভাবে না জেনে শুনে কোনো রায় দেয়া উচিত নয়।

[107]

সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতার ব্যাপারে তারা এতই আত্মবিশ্বাসী যে অদৃষ্ট তাদের প্রত্যেকের জীবন নিয়ে যে বিদ্রুপ করে, সেটা তারা বুঝতে পারে না। এবং যখন অনিবার্য কিছু তাদের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে, তখন তারা অপমানিত হয়।

মুজাহিদের দুটি স্বপ্ন আছে। যেগুলো তাকে অগ্রসর করছে। পথকে সহজ ও প্রশস্ত কল্পনা করে তারা কখনও ভুল করেন না।

একটা সময় আছে যখন পরিস্থিতিকে মেনে নিয়ে কাজ করতে হয় আবার একটা সময় পরিস্থিতি অনুযায়ী কাজ বন্ধ করতে হয়।একজন **মুজাহিদ** এই দুইটি সময়ের **মধ্যে পার্থক্য** জানেন।

৪০. হিংসা

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

[107] অবিশ্বাস ও সতর্কতা নিরাপত্তার জন্মদানকারী।

১.(হে নবী,) তুমি বলো, আমি উজ্জ্বল প্রভাতের মালিকের কাছে আশ্রয় চাই,

২.(আশ্রয় চাই) তাঁর সৃষ্টি করা (প্রতিটি জিনিসের) অনিষ্ট থেকে,

৩. আমি আশ্রয় চাই রাতের (অন্ধকারে সংঘটিত) অনিষ্ট থেকে, (বিশেষ করে) যখন রাত তার অন্ধকার বিছিয়ে দেয়,

৪.(আমি আশ্রয় চাই) গিরায় ফুঁক দিয়ে যাদুটোনাকারিণীদের অনিষ্ট থেকে,

৫. হিংসুক ব্যক্তির (সব ধরনের হিংসার) অনিষ্ট থেকেও (আমি তোমার আশ্রয় চাই) যখন সে হিংসা করে।

[সূরা ফালাক্ব][108]

108

তৃতীয় বিষয় হচ্ছে, حسد যার শাব্দিক অর্থ হিংসা। হিংসার মানে হচ্ছে, কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ যে অনুগ্রহ, শ্রেষ্ঠত্ব বা গুণাবলী দান করেছে তা দেখে কোন ব্যাক্তি নিজের মধ্যে জ্বালা অনুভব করে এবং তার থেকে ওগুলো ছিনিয়ে নিয়ে এ দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দেয়া হোক, অথবা কমপক্ষে তার থেকে সেগুলো অবশ্যি ছিনিয়ে নেয়া হোক- এ আশা করা। তবে কোন ব্যক্তি যদি আশা করে অন্যের প্রতি যে অনুগ্রহ করা হয়েছে তার প্রতিও তাই করা হোক, তাহলে এটাকে হিংসার সংজ্ঞায় ফেলা যায় না। সুতরাং, হিংসার মূল হলো, কারও নেয়ামত ও সুখ দেখে দগ্ধ হওয়া ও সে নেয়ামতের অবসান কামনা করা।

(১) হযরত মু‘আবিয়া বিন আবু সুফিয়ান (রাযিয়াল্লাহু ‘আনহুমা) বলেন, كُلُّ النَّاسِ أَسْتَطِيْعُ أَنْ أَرْضِيَهُ إِلاَّ حَاسِدُ نِعْمَةٍ، فَإِنَّهُ لاَ يُرْضِيْهِ إِلاَّ زَوَالُهَا ‘সকল মানুষকে আমি খুশী করতে সক্ষম, কেবল হিংসুক ব্যতীত। কেননা সে অন্যের নে‘মত দূর না হওয়া পর্যন্ত খুশী হয় না’।[১১]

ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশ্ক্ব ৫৯/২০০ পৃঃ

(১) হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন وَلاَ تَبَاغَضُوْا ولاَ تَحَاسَدُوْا وَلاَ تَدَابَرُوْا وَلاَتَقَاطَعُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا 'তোমরা পরস্পরে বিদ্বেষ করো না, হিংসা করো না, একে অপরকে পরিত্যাগ করো না, একে অপরের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করো না। তোমরা পরস্পরে আল্লাহ্র বান্দা হিসাবে ভাই ভাই হয়ে যাও'।[৮] অত্র হাদীছে

109

মুজাহিদ জানতেন যে ঈর্ষা কোনও ক্ষতি করার যোগ্য নয় - যতদিন একজন ব্যক্তি নিরুপায় হয়ে তা গ্রহণ না করে। ঈর্ষা জীবনের একটি অংশ এবং এটি নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হওয়া অতীব জরুরী।

মুজাহিদ জানে কথা কত শক্তিশালী।

---

(৫) আবুল লাইছ সমরকন্দী (মৃঃ ৩৭৩ হিঃ) বলেন, হিংসাকৃত ব্যক্তির আগেই হিংসুকের নিকট পাঁচটি শাস্তি পৌঁছে যায়। (ক) দুশ্চিন্তা, যা বিচ্ছিন্ন হয় না। (খ) কষ্ট, যার কোন পুরস্কার পাওয়া যায় না। (গ) তিরষ্কার, যাকে প্রশংসা করা হয় না (ঘ) আল্লাহ্র ক্রোধ অর্জন করা এবং (ঙ) তার জন্য (কল্যাণ কর্মের) তাওফীকের দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়া।[১৫]

শিহাবুদ্দীন আবশীহী, আল-মুসতাত্বরাফ ২২১ পৃঃ

109 বুখারী, ফাৎহুলবারী, হা/৬০৭৬; মুসলিম হা/২৫৫৯; মিশকাত হা/৫০২৮

মানবতাকে হত্যাকারী কয়েকটি দুরারোগ্য ব্যাধির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা ইসলামী সমাজকে ভিতর থেকে ধ্বংস করে দেয়। এখানে চারটি বিষয় উল্লেখ করা হলেও তা মূলতঃ একটি থেকে উৎসারিত। আর তা হ'ল 'হিংসা'। এই মূল বিষবৃক্ষ থেকেই বাকীগুলি কাঁটাযুক্ত ও যন্ত্রণাদায়ক ডাল-পালার ন্যায় বেরিয়ে আসে। হাসান বাছরী বলেন, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে হিংসা রয়েছে। যতক্ষণ সেটি অবাধ্যতা ও যুলুমের দিকে সীমা অতিক্রম না করে, ততক্ষণ তা মানুষের কোন ক্ষতি করে না'।[৯]

ফাৎহুল বারী হা/৬০৬৫

তবুও, মুজাহিদ খুব কমই তার পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা করেন, এবং এই কারণেই মাঝে মাঝে মানুষ মনে করেন যে তিনি ঈর্ষাকে ভয় পান।

কিন্তু মুজাহিদ জানে: যখনই তিনি তার পরিকল্পনা সম্পর্কে কথা বলেন, তখন তাঁর কিছু পরিকল্পনা নিয়ে কথা বলার জন্য তাকে কিছু শক্তি ব্যয় হয়। এবং যদি আপনি প্রায়ই সময়েই এরকম করেন এবং যথেষ্ট কথা বলেন, আপনার শক্তি সম্পূর্ণভাবে ব্যয় হয়ে যাবে ,যা বিপদজনক, আর তখন সম্পূর্ণ করার জন্য পরিকল্পনার কিছুই বাকি থাকবে না।

পরিচ্ছদঃ ৩১/২২. হিংসা-বিদ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতা

১/৪২০৮। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ দু’ ব্যক্তি ছাড়া আর কারো ব্যাপারে ঈর্ষা করা বৈধ নয়। (এক) যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন এবং তাকে তা সৎকাজে ব্যয় করার মনোবলও দিয়েছেন। (দুই) যাকে আল্লাহ প্রজ্ঞা দান করেছেন এবং সে তদ্বারা (সঠিক) মীমাংসা করে এবং তা (লোককে) শিক্ষা দেয়।

110

৪১. সাহস

মহান আল্লাহ তা’আলা বলেন,

[110] গ্রন্থের নামঃ সুনানে ইবনে মাজাহ
হাদিস নম্বরঃ [4208]
অধ্যায়ঃ ৩১/ পার্থিব ভোগবিলাসের প্রতি অনাসক্তি (كتاب الزهد)
পাবলিশারঃ বাংলা হাদিস

সহীহুল বুখারী ৭৩, মুসলিম ৮১৬, আহমাদ ৩৬৪৩, ৪০৯৮। তাহকীক আলবানীঃ সহীহ।
হাদিসের মানঃ সহিহ (Sahih)

পরিচ্ছদঃ ৩১/২২. হিংসা-বিদ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতা

২/৪২০৯। সালেম (রাঃ) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ দু'টি ক্ষেত্র ব্যতীত ঈর্ষা করা জায়েয নেই। (এক) যাকে আল্লাহ কুরআন দান করেছেন এবং সে দিন-রাত সর্বক্ষণ তার উপর কায়েম থাকে। (দুই) যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দান করেছেন এবং সে তা দিন-রাত সর্বক্ষণ (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে।
সহীহুল বুখারী ৭৫২৯, মুসলিম ৮১৫, আহমাদ ৪৫৩৬, ৪৯০৫, ৫৫৮৬, ৬৩৬৭, রাওদুন নাদীর ৮৯৭। তাহকীক আলবানীঃ সহীহ।
হাদিসের মানঃ সহিহ (Sahih)

৪৫. হে ঈমানদার লোকেরা, কোনো বাহিনীর সাথে যখন তোমরা সামনাসামনি হও, তখন ময়দানে অবিচল থাকবে এবং (বিজয়ের আসল উৎসুক) আল্লাহ তায়ালাকে বেশী বেশী করে স্মরণ করতে থাকবে, আশা করা যায় তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারবে।

৪৬. তোমরা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করো, নিজেদের মধ্যে পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ করো না, অন্যথায় তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলবে এবং তোমাদের প্রতিপত্তি খতম হয়ে যাবে, তোমরা ধৈর্য ধারণ করো; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।

[সূরা আল আনফাল-৪৫-৪৬][111]

মুজাহিদ জানেন অধ্যবসায় এবং সাহসের মূল্য কত বেশী। মর্যাদার সঙ্গে সোজা পথ পার করার জন্য অবশ্যই সাহস প্রয়োজন।

সাঈদ [রাঃ] বলেন আবু উবাইদা একবার যুদ্ধের আগে মুসলিমদেরকে অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করার সময় বলেছিলেন:

"হে আল্লাহর বান্দা! আল্লাহকে সাহায্য করুন এবং তিনি আপনাকে দৃঢ়তা প্রেরণ করে সাহায্য করবেন। হে আল্লাহর বান্দা! দৃঢ় থাকুন, দৃঢ়তা অবিশ্বাস থেকে পরিত্রাণের উপায়, এবং এটি আপনাকে আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করতে সাহায্য করবে এবং অপমান থেকে দূরে রাখবে। তাই শত্রুকে আপনার বর্শা দ্বারা লক্ষ্যভেদ করুন এবং ঢালগুলি দিয়ে নিজেকে ঢেকে দিন। আল্লাহর হুকুমে

111 আব্দুল্লাহ ইবন আবি আওফা বলেনঃ এক যুদ্ধে রাসূল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য্য পশ্চিমাকাশে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন, তারপর ভাষণ দিতে দাঁড়ালেন এবং বললেনঃ হে মানুষগণ! তোমরা শত্রুর সাথে সাক্ষাতের আকাংখায় থেকো না। আল্লাহর কাছে এর থেকে বিমুক্তি চাও। তারপরও যদি সাক্ষাত হয়ে যায় তখন ধৈর্যের সাথে টিকে থাক এবং মনে রেখ যে, তরবারীর ছায়ার নীচে জান্নাত। [বুখারীঃ ২৯৬৫, ২৯৬৬]
অর্থ দু'টি: এক. সাহায্য ও সহযোগিতা দ্বারা সাথে থাকা। দুই. জ্ঞানের মাধ্যমে সাথে থাকা। কারণ, সবকিছুই আল্লাহ্র জ্ঞানে রয়েছে। কোন কিছুই আল্লাহ্র কাছে গোপন নেই। [সিফাতিল্লাহিল ওয়ারিদা ফিল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ] এখানে সবরকারীদের সাথে থাকার অর্থ সাহায্য ও সহযোগিতায় তাদের সাথে থাকা। [সা'দী]

যতক্ষণ আমি তোমাদের কর্তৃত্বে আছি, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা একাগ্রচিত্তে সর্বোচ্চ ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর যিকির ছাড়া আর কিছুই বলো না"।

এরপর এক ব্যক্তি মুসলমানদের পদ থেকে পদত্যাগ করে আবু উবাইদাকে বলে:

"আমি এই প্রহরে শহীদ হওয়ার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আপনার কি এমন কিছু আছে যা আপনি আল্লাহর রসূলকে বলতে চান?"

আবু উবাইদা উত্তর দিলেন: "হ্যাঁ। তাকে আমার পক্ষ থেকে এবং সমস্ত মুসলমানদের পক্ষে বলো: 'হে আল্লাহর রসূল! আমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তা খুবই সত্য তা আমরা সত্য বলেই পেয়েছি।''

তারপর সাঈদ [রাঃ] বলেন, "তার কথা শুনার পরে আমি তাকে তার তরবারি কোষমুক্ত করতে দেখেছি এবং সে আল্লাহর শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করতে দৌড়াচ্ছিল, আমি গভীরভাবে মাটিতে হাঁটু গেড়েছিলাম। তারপর আমি আমার বর্শা সামনের দিকে রাখলাম এবং আমাদের কাছে আসা প্রথম শত্রু ঘোড় সওয়ারীকে বিদ্ধ করলাম। এরপর আমি শত্রুদের সাথে লড়াই করতে গিয়েছিলাম এবং আল্লাহ আমার হৃদয় থেকে ভয় দূর করে দিলেন। মুসলমানরা ক্ষিপ্তভাবে এবং সাহসের সাথে বাইজ্যান্টাইন আক্রমণ করে এবং বীরত্বপূর্ণভাবে লড়াই চালিয়ে যায় যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ মুমিনদের বিজয় দান করেন।"

প্রায়ই মুজাহিদ অপ্রত্যাশিত আঘাত গ্রহণ করে। এবং তিনি বুঝতে পারেন যে, যতদিন যুদ্ধ চলছে ততদিন বিপক্ষরা অল্প কয়েকটি যুদ্ধ জয় করবে। যখন এমন কিছু ঘটবে, তিনি এর জন্য দুঃখ বোধ করেন কিন্তু তা অল্প সময়ের জন্য, এবং তারপর তিনি সামলে ওঠার জন্য বিশ্রাম নেন এবং তার শক্তির সামান্য কিছুটা পুনরোদ্ধার করেন। কিন্তু ঠিক তার পরেই তিনি আবার তার বিশ্বাস ও স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ শুরু করেন।

মুজাহিদ জানেন যে, যুদ্ধ থেকে তিনি যত দীর্ঘ সময় সরে থাকবেন, তত-ই তাকে আরও দুর্বলতা, ভয় এবং কাপুরুষতা পেয়ে বসবে।

যদি ঘোড়সওয়ার তার ঘোড়া থেকে পরে যান, আর যদি তিনি এক মুহূর্তের মধ্যে তার ঘোড়ার জিনে ফের লাফিয়ে না বসতে পারেন,পরবর্তীতে তিনি আর কখনও এটি করার যথেষ্ট সাহস পাবেন না।

৪২. স্বাধীনতা

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

১০. যারা বেশী বেশী কসম করে (পদে পদে) লাঞ্ছিত হয়, এমন লোকদের তুমি কখনো অনুসরণ করো না,

১১. যে (বেহুদা) গালমন্দ করে, (খামাখা মানুষদের) অভিশাপ দেয় এবং চোগলখোরী করে বেড়ায়,

[সূরা ক্বলম-১০-১১][112]

মুজাহিদ জানে তার মূল্য কতটুকু।

তিনি অনুপ্রেরণা এবং বিশ্বাস দ্বারা পরিচালিত হয়ে কোন না কোন উপায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু মাঝে মাঝে তিনি এমন ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাৎ করেন, যারা তাকে অসঙ্গত, অজানা এবং নীরস কাজে জড়িত হওয়ার জন্য আহ্বান করে। এ ধরনের মানুষ মুজাহিদকে এমন চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করানোর চেষ্টা করে যা তাদের জন্য সংকটময়, কিন্তু মুজাহিদের জন্য কঠিন কিছু না।

এবং প্রায়শই এরা মুজাহিদদের নিকটবর্তী ব্যক্তি হয়ে থাকেন - যারা তাকে ভালোবাসে এবং যারা তাঁর শক্তিতে আস্থা রাখে এবং তারা দাবি করে যেন মুজাহিদ আসেন এবং তাদের সাহায্য করেন।

112

"কাত্তাত (যে একের কথা অন্যের কাছে লাগিয়ে বেড়ায় সে) জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" [বুখারী: ৬০৫৬]

বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হাদীসে আছে যে, একবার দুটি কবরের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় রসূল (স.) বললেন,

'এদের উভয়ের আযাব হচ্ছে, আর এ আযাবের কারণ বড় কিছু নয়। একজন প্রস্রাবের সময় গোপনীয়তা অবলম্বনে যত্নবান হতো না, আর অপরজন চোগলখুরি করে বেড়াতো।'

আর একবার রসূল (স.) বলেন, 'শ্রেষ্ঠ মানুষ তারা, যাদেরকে দেখলে আল্লাহর কথা মনে পড়ে। আর নিকৃষ্টতম মানুষ হলো চোগলখোর, যে প্রিয়জনদের ভেতর বিরোধ সৃষ্টি করে এবং নির্দোষ লোকদের দোষ খুঁজে বেড়ায়।'

যখন এরকম ঘটে, মুজাহিদ হাসেন এবং তাদের নিকট প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে তিনি তাদের ভালবাসেন, তবে তিনি তাদের আহ্বানে সাড়া দেন না।

সত্যিকারের মুজাহিদ সর্বদা নিজের জন্য তার যুদ্ধক্ষেত্র বেছে নেয়।

৪৩. পরাজয়

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

৩০. অবশ্যই (একদিন) তুমি মারা যাবে, তারাও নিঃসন্দেহে একদিন মৃত্যুমুখে পতিত হবে,

[সূরা আঝ ঝুমার]

২১১/৮০. **আবূ হুরাইরাহ** (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) **বলেছেন:** বরকতময় আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি শরীকদের **শিরক** থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করে যাতে আমার **সাথে** অন্যকে শরীক করে আমি তাকে ও তার শিরককে প্রত্যাখ্যান করি।[২১০]

[113]

দুর্ভোগ পোহানোর বিদ্যায় মুজাহিদ শ্রেষ্ঠ হয়ে আছে।

এবং একবার যখন তিনি পরাজয়ের শিকার হন, তিনি এর প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন করেন না; আবার তিনি এরকম কোন বাক্যাংশও বলেন না: "ঠিক আছে, আমার কাছে আসলেই এসব কোন ব্যাপার না" বা "আমি এমনিতেও এর চেয়ে বেশি কিছু চাই না"। তিনি পরাজয়কে পরাজয় হিসাবে স্বীকার করে, এবং তিনি এটিকে বিজয়ের মত রূপ দিতে চেষ্টা করে না।

“প্রকৃতপক্ষে, আমরা আল্লাহর অন্তর্গত, প্রকৃতপক্ষে, তাঁর কাছে-ই আমরা "ফিরে যাব"।

[113] (মুসলিম **২৯৮৫, ইবনু মাজাহ** ৪২০২)

তিনি জানেন যে জখমের জন্য কেমন ব্যাথা হয়; তিনি জানেন বন্ধুদের উদাসীনতা কতটা বেদনাদায়ক; তিনি জানেন আপনার প্রিয়জনের হারান পরে আপনি কি ধরনের একাকীত্ব বোধ করেন। এমন মুহুর্তে মুজাহিদ নিজেকে বলেন:

"আমি লড়াই করছিলাম এবং আমি একটি পরাজয়ের সম্মুখীন হয়েছিলাম। আমি প্রথম যুদ্ধে হেরে যাই, কিন্তু আমি মূল যুদ্ধে পরাজিত হই নি। আল্লাহ শুধু আমাকে পরীক্ষা করছেন"।

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

১২২. (বিশেষ করে সেই নাযুক পরিস্থিতিতে) যখন তোমাদের দু'টো দল মনোবল হারিয়ে ফেলার উপক্রম করে ফেলেছিলো, (তখন) আল্লাহ্ তায়ালাই তাদের উভয় দলের (সেই ভগ্ন মনোবল জোড়া লাগাবার কাজে) অভিভাবক হিসেবে মজুদ ছিলেন, আর আল্লাহ্‌র ওপর যারা ঈমান আনে তাদের তো (সর্বাবস্থায়) তাঁর ওপরই ভরসা করা উচিত।

[সূরা আল ইমরান-১২২][114]

এই কথাগুলি তাকে নতুন শক্তিতে অনুপ্রাণিত করে। মুজাহিদ জানেন যে, সব সময় কেউ জয় লাভ করে না, তাকে কখনো কখনো প্রতিকূল পরিস্থিতিতে থেকে নিজের ভুল আওড়াতে হয়।

এবং (তাই বলে) তিনি (কখনো থেমে থাকেন না পরবর্তী)একটি নতুন যুদ্ধের জন্য প্রস্তত হতে শুরু করেন।

114 দিচ্ছে। এ গোত্রদ্বয়ের মধ্য থেকে জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ্ বলতেন, 'এ আয়াত যদিও আমাদের বনু হারেসা ও বনু সালামাকে উদ্দেশ্য করে নাযিল হয়েছিল এবং আয়াতে আমাদের প্রতি কঠোর বাণী উচ্চারিত হয়েছে ঠিকই কিন্তু ﴿وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَا﴾ ব্যাক্যাংশের সুসংবাদও আমাদের লক্ষ্য করেই উক্ত হয়েছে। এ কারণে এ আয়াত নাযিল না হওয়া আমাদের জন্য সুখকর ছিল না।' [বুখারীঃ ৪০৫১, ৪৫৫৮, মুসলিমঃ ২৫০৫]

৪৪. ধারণা

মহান আল্লাহ তা'আল বলেন,

১২. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা বেশী বেশী অনুমান করা থেকে বেঁচে থাকো, (কেননা) কিছু কিছু (ক্ষেত্রে) অনুমান (আসলেই) অপরাধ এবং একে অপরের (দোষ খোঁজার জন্যে তার) পেছনে গোয়েন্দাগিরী করো না,

[সূরা হুজুরাত ১২][115]

মুজাহিদ জানে: যখন আপনি সত্যিই কিছু তীব্রভাবে আকাঙ্ক্ষা করেন, মনে হয় যেন সারা মহাবিশ্ব আপনাকে সাহায্য করার জন্য কিছু কিছু পরিকল্পনায় সম্পৃক্ত হয়েছে।

এই কারণেই তিনি তার চিন্তা সম্পর্কে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করেন। ভাল উদ্দেশ্যগুলির পিছনে এমন অনুভূতি রয়েছে যে খুব কমই নিজের কাছে স্বীকার করতে পারে যেমন: প্রতিহিংসা, আত্ম-ধ্বংসের প্রতি প্রবণতা, অপরাধবোধ, বিজয়ীর ভয়ে এবং অন্যের দুঃখে হিংস্র আনন্দলাভ করা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম বলেন, 'তোমরা ধারণা থেকে বেঁচে থাক। কেননা, ধারণা মিথ্যা কথার নামান্তর।' [বুখারী:৪০৬৬, মুসলিম:২৫৬৩]

115 তন্মধ্যে প্রথম বিষয় হচ্ছে, الظن বা প্রবল ধারণা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'তোমাদের কারও আল্লাহর প্রতি সু-ধারণা পোষণ ব্যতীত মৃত্যুবরণ করা উচিত নয়।' [মুসলিম:৫১২৫, আবুদাউদ:২৭০৬, ইবনে মাজাহ:৪১৫৭] অন্য এক হাদীসে আছে 'আমি আমার বান্দার সাথে তেমনি ব্যবহার করি, যেমন সে আমার সম্বন্ধে ধারণা রাখে। এখন সে আমার প্রতি যা ইচ্ছা ধারণা রাখুক।' [মুসনাদে আহমাদ:১৫৪৪২] এ থেকে জানা যায় যে, আল্লাহর প্রতি ভাল ধারণা পোষণ করা ফরয এবং কু-ধারণা পোষন করা হারাম। এমনিভাবে যেসব মুসলিম বাহ্যিক অবস্থার দিক দিয়ে সৎকর্মপরায়ণ দৃষ্টিগোচর হয়, তাদের সম্পর্কে প্রমাণ ব্যতিরেকে কু-ধারণা পোষণ করা হারাম। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

আল্লাহই আমাদের কামনা থেকে বেরিয়া আসতে সাহায্য করেন। আর এ কারণেই মুজাহিদ তার সাহসিকতা পুঞ্জীভূত করেন এবং নিজের আত্মার অন্ধকার কোণে গভীর দৃষ্টিপাত করেন যাতে করে নিশ্চিত হন যে, নিজের অজান্তেই ক্ষতিকর কিছু প্রার্থনা করছেন নাতো।

মুজাহিদ সবসময় তার চিন্তা সম্পর্কে সতর্ক থাকেন।

৪৫. অনুপ্রেরণা

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

৮৪. অতএব (হে নবী), তুমি আল্লাহর পথে লড়াই করো, (কেননা) তোমাকে শুধু তোমার কাজকর্মের জন্যেই দায়ী করা হবে এবং তুমি (তোমার সাথী) মোমেনদের (আল্লাহ তায়ালার পথে লড়াই করতে) উদ্বুদ্ধ করতে থাকো, আল্লাহ তায়ালা হয়তো অচিরেই এ কাফেরদের শক্তিচুর্ণ-বিচুর্ণ করে দেবেন; (কারণ) আল্লাহ তায়ালা শক্তিতে প্রবলতর, (আবার) শাস্তিদানেও তিনি কঠোরতর।

[সূরা নিসা-৮৪][116]

116

ক. মুসলিম সমাজে কিছু না কিছু বিভেদ, বিশৃংখলা ও অনৈক্য সেকালেও ছিলো এবং চিরকালই থাকবে। ঢিলেমি, উদাসীনতা ও গড়িমসি এতো গভীরভাবে বিদ্যমান ছিলো যে, তাদেরকে সচেতন ও সক্রিয় করার উপায় হিসাবে রসূল (স.)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তিনি একাকী হলেও যেন লড়াই করেন। সেই সাথে সাধারণ মুসলমানদেরকেও যেন উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন, কিন্তু তাদের সাড়া দেয়ার অপেক্ষায় যেন বসে না থাকেন। অবশ্য মুসলমানরা সকলেই অসাড় ও নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকবে, এটা কখনো হবে না। কিন্তু বিষয়টি এভাবে উপস্থাপিত করা থেকেই বুঝা যায় যে, ইসলামের একটি শাশ্বত মূলনীতি হলো, প্রত্যেক ব্যক্তি আল্লাহর কাছে ব্যক্তিগতভাবেই দায়ী।

গ. অনুরূপভাবে এ আয়াত থেকে এ কথাও জানা যায় যে, মানুষ যতো কঠিন বিপদ মুসিবতে পড়ে ততোই তার আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করা, তাঁর কাছে আরো বেশী করে সাহায্য চাওয়া, তাঁর শক্তির ওপর আরো বেশী করে নির্ভরশীল হওয়া প্রয়োজন। কেননা বিপদ মুসিবত

এই আলোচনার শেষ পর্যায়ে রসূল (স.)-কে আদেশ দেয়া হয়েছে মোমেনদেরকে জেহাদে উদ্বুদ্ধ করতে। আর এর শুরুতে জেহাদে শৈথিল্য ও উদাসীনতা প্রদর্শনের সমালোচনা করা হয়েছে।

মুজাহিদ তার প্রিয় লোকদের সাথে তার জগতকে ভাগ করে নেয়। তিনি তাদের এমন কাজের জন্য অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করেন যা তারা করতে চায় কিন্তু কাজটি করতে তাদের কোন দৃঢ় সংকল্প ছিল না। এবং এই মুহূর্তে যখন ইবলীস (শয়তান) আসে (অভিশাপ তার উপর) এবং ওয়াসওয়াসা শুরু হয়,সে বলে: "প্রথমে, তোমার নিজের সম্পর্কে চিন্তা কর। এই [অনুপ্রেরণা দেয়ার] সদগুণ নিজের জন্য জমা করে রাখ, অন্যথায় তুমি সবকিছু হারিয়ে নিঃশেষ হবে। অন্যদের সাহায্য করার তুমি কে? তোমার নিজের-ই কত দোষ-ত্রুটি সেগুলো দেখছেন না? অন্য কারো চেয়ে বেশি কিছু কি তোমার প্রয়োজন?একজন মুজাহিদ জানেন যে তারও কিছু দুর্বলতা আছে,আছে কিছু সীমাবদ্ধতা।আর তিনি এটাও জানেন যে তিনি পারেন না একা একা বেড়ে উঠতে এবং তার ভাইদের থেকেও আলাদা থাকতে।

আল্লাহর উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত [যিকির] করার মাধ্যমে মুজাহিদ ওয়াসওয়াসা প্রত্যাখ্যান করে এবং তার প্রিয়জনদের অনুপ্রেরণা দিতে থাকে।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন,

৬৫. হে নবী, তুমি মোমেনদের যুদ্ধের জন্যে উদ্বুদ্ধ করো (মনে রেখো); তোমাদের মধ্যে বিশ জন লোকও যদি ধৈর্যশীল হতে পারে তাহলে তারা দুশ' লোকের ওপর বিজয়ী হবে, আবার তোমাদের মাঝে (এমন লোকের সংখ্যা) যদি একশ হয় তাহলে তারা এক হাজার লোকের ওপর জয় লাভ করবে, এর কারণ হচ্ছে, তারা এমন জাতি যারা (আল্লাহর শক্তি সম্পর্কে) কিছুই বোঝে না।

[সূরা আল আনফাল-৬৫][117]

117

(৩৫) تحـريض শব্দের অর্থ হল উদ্বুদ্ধকরণে অতিরঞ্জন করা। অর্থাৎ, খুব বেশী উদ্বুদ্ধ করা, আগ্রহ ও উৎসাহ সৃষ্টি করা। কেননা, এই নির্দেশ মোতাবেক নবী ﷺ যুদ্ধের পূর্বে সাহাবাদেরকে জিহাদের জন্য অতিশয় উদ্বুদ্ধ করতেন এবং তার মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব বর্ণনা করতেন। যেমন, বদর যুদ্ধের সময় যখন মুশরিকরা নিজেদের ভারী সংখ্যা নিয়ে যথেষ্ট পরিমাণ যুদ্ধসামগ্রীসহ ময়দানে উপস্থিত হল, তখন নবী ﷺ বললেন, “এমন জান্নাতে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও, যার প্রস্থ আকাশ-পৃথিবী সমান।” এক সাহাবী উমাইর বিন হুমাম ﵁ বললেন, ‘জান্নাতের প্রস্থ আকাশ-পৃথিবী সমান? হে আল্লাহর রসূল!’ তিনি বললেন, “হ্যাঁ!” তা শুনে তিনি ‘ওহো’ বললেন। অর্থাৎ, খুশী প্রকাশ করলেন এবং এই আশা ব্যক্ত করলেন যে, ‘আমিও জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হতে চাই।’ তিনি বললেন, “তুমি তাদের একজন হবে।” অতএব তিনি নিজের তরবারির খাপকে ভেঙ্গে ফেললেন এবং কিছু খেজুর বের করে খেতে লাগলেন। খেতে খেতে অবশিষ্ট খেজুর তিনি মাটিতে ফেলে দিয়ে বললেন, ‘এগুলি খাবার জন্য জীবিত থাকলে সে জীবন তো বড় দীর্ঘ জীবন!’ অতঃপর তিনি জিহাদ করার জন্য বীরত্বের সাথে সামনের দিকে অগ্রসর হলেন। পরিশেষে তিনি কাফেরদের সাথে লড়তে লড়তে শহীদ হয়ে গেলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হন। (মুসলিম ঃ ইমারাহ অধ্যায়)

একদিন মুজাহিদ হঠাৎ বুঝতে পারেন যে তিনি যুদ্ধ করছেন অথচ তার কোনো অনুপ্রেরনারই প্রয়োজন পড়ছে না।

নিজের সীমাবদ্ধতা আর নিজের দোষ-ত্রুটি জেনেও, সংকটের মুহূর্তে সাহস ধরে রাখার জন্য মুজাহিদ সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যায়।

তিনি যা করছিলেন তা তিনি চালিয়ে যান, কিন্তু কখনো কখনো তার মনে হয় যে সমস্ত প্রেরণা তাদের অর্থহীন হয়ে গেছে এবং সে কেবল স্রোতের সাথে ভেসে চলেছেন। এই মুহূর্তে একটি জিনিস-ই করার বাকি থাকে: তা হল এই সত্য দ্বীনের জন্য যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া। মুজাহিদের যা করার কথা ছিল তা করেন এটা কোনো ব্যাপার না যে তিনি এটা কি কারনে করছেন- দায়িত্ব পালনের জন্য, নাকি ভীত-আতংকিত হয়ে, নাকি অন্য কিছুর জন্য।কিন্তু আর যাই হোক তিনি সোজা পথ থেকে কখনও বিচ্যুত হন না।

তিনি জানেন, যে ফেরেশতা তাকে অনুপ্রেরণা দিয়ে তার জন্য রহমতের দুআ করেছেন, সে এখন চলে গেছে। কিন্তু মুজাহিদ এখনো যুদ্ধে তার আত্মার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে; যখন সবকিছু অর্থহীন মনে হয় তখনও মুজাহিদ অধ্যবসায়ী থাকেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফেরেশতা ফিরে আসবে। ফেরেশতার ডানা ঝাপটানোর শব্দ তার আত্মায় আবার আনন্দ যোগায়।

৪৬. সাহায্য

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

তোমরা (শুধু) নেক কাজ ও তাকওয়ার ব্যাপারেই একে অপরের সহযোগিতা

কর। [সূরা মায়িদাহ ২][118]

মহানবী [সাঃ] বলেছেন,

118

পাপ ও অত্যাচার উৎপীড়নকে কঠোর অপরাধ গণ্য করেছে এবং এতে সাহায্য-সহযোগিতা করতে নিষেধ করেছে। মূলতঃ সৎকর্ম ও তাকওয়াই হলো শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি। কারণ, সমস্ত মানুষ এক পিতা-মাতার সন্তান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লাম এ বিষয়টির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিদায় হজ্জের ভাষণে ঘোষণা করেন যে, 'কোন আরবের অনারবের উপর অথবা কোন শ্বেতাঙ্গের কৃষ্ণাঙ্গের উপর কোন শ্রেষ্ঠত্ব নাই। আল্লাহ ভীতি ও আল্লাহর আনুগত্যই শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মাপকাঠি।' [মুসনাদে আহমাদঃ ৫/৪১১] আয়াতে বর্ণিত সৎকাজ ও পাপকাজ এর সংজ্ঞায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'বির বা সৎকাজ হচ্ছে, সচ্চরিত্রতা। আর পাপ হচ্ছে, যা তোমার অন্তরে উদিত হয় অথচ তুমি চাও না যে, মানুষ সেটা জানুক'। [মুসলিম: ২৫৫৩] অপর হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'বির বা সৎকাজ হচ্ছে, যাতে অন্তর শান্ত হয়, চিত্তে প্রশান্তি লাভ হয়। আর পাপ হচ্ছে, যাতে অন্তরে শান্ত হয় না এবং চিত্তেও প্রশান্তি লাভ হয় না, যদিও ফতোয়াপ্রদানকারীরা তোমাকে ফতোয়া দিয়ে থাকুক'। [মুসনাদে আহমাদ ৪/১৯৪] আর সহযোগিতার ধরণ সম্পর্কেও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন, 'তুমি তোমার ভাইকে সাহায্য কর, সে অত্যাচারী হোক বা অত্যাচারিত। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! অত্যাচারিতকে তো আমরা সাহায্য করে থাকি। কিন্তু অত্যাচারীকে কিভাবে সাহায্য করব? রাসূল বললেন, তার দু'হাতে ধরে রাখবে। [বুখারী: ২৪৪৪] অপর হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে কেউ কোন মুসলিমের সম্মান-ইজ্জত-আব্রু নষ্ট হওয়া প্রতিরোধ করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তার মুখমণ্ডল থেকে জাহান্নামের আগুন প্রতিরোধ করবেন। [তিরমিযী: ১৯৩১; মুসনাদে আহমাদ ৬/৪৫০] তাকওয়া ও বির এর মধ্যে পার্থক্য করে ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, 'নির্দেশিত বিষয় করার নাম বির, আর নিষেধকৃত বিষয় থেকে বেঁচে থাকার নাম তাকওয়া।' [তাবারী]

"যে ব্যক্তি একজন মুজাহিদকে আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদ করার জন্য) বেরিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত করে, প্রকৃতপক্ষে সেও জিহাদ করল এবং যে ব্যক্তি মুজাহিদীনদের পরিবারকে ভালোভাবে দেখাশোনা করে যাদেরকে সে ছেড়ে গিয়েছে, প্রকৃতপক্ষে সেও জিহাদ করল ।"

[বুখারী ও মুসলিম]

মুজাহিদের নিকট কিছু চাওয়ার আগেই, সে অপেক্ষা না করেই তা দিয়ে দেয়।

যখন তার কিছু সঙ্গীরা এটি দেখতে পায়, তখন তারা মন্তব্য করে: "যার কিছু দরকার সে চেয়ে নিবে"।

কিন্তু মুজাহিদ জানে যে এই দুনিয়াতে অনেক লোক আছে যারা কারো নিকট সাহায্য চাইতে পারে না। তার পাশে এমন কোমল হৃদয়ের মানুষ রয়েছে, যাদের প্রতি প্রদর্শিত ভালবাসা স্বয়ং দুর্বল এবং বেদনাদায়ক। এসব লোকেরা মহব্বতের ক্ষুধায় কাতর, কিন্তু তারা তা প্রকাশে লজ্জাবোধ করে।

মুজাহিদ ক্যাম্প ফায়ারের পাশে তাদের জড়ো করে এবং তাদের সব ধরনের গল্প বলে, তাদের সাথে তার খাবার ভাগ করে নেয়, তাদের সাথে আনন্দ করে, তাদের আনন্দিত করে এবং তাদের ভালো কাজের জন্য প্রশংসা করে। এবং পরের দিন তারা উত্তম এবং শক্তিশালীবোধ করে।

৫৬৪৯. আবূ মূসা আশ'আরী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা ক্ষুধার্তকে অন্ন দাও, রোগীর সেবা কর এবং কষ্টে পতিতকে উদ্ধার কর।[1][৩০৪৬] আধুনিক প্রকাশনী- ৫২৩৭, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫১৩৩)

119

যারা অন্যের দুর্ভাগ্যের প্রতি উদাসীন, তারা সবচেয়ে হতভাগা।

৪৭. নজর

সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেন,

৩০. (হে নবী,) তুমি মোমেন পুরুষদের বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে (নিম্নগামী ও) সংযত করে রাখে

[সূরা নূর-৩০][120]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

119

গ্রন্থের নামঃ সহীহ বুখারী (তাওহীদ)	অধ্যায়ঃ ৭৫/ রুগী (كتاب المرضى)
হাদিস নম্বরঃ [5649]	পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

[1] উপরোক্ত হাদীসে নাবী ﷺ ক্ষুধার্তকে অন্নদান, রোগীকে সেবা করা, নিপীড়িত ব্যক্তির মুক্তি দানের জন্য মানবগোষ্ঠিকে তাকীদ দিয়েছেন। বস্ত্ততপক্ষে রসূল ﷺ-এর সারা জীবনে উক্ত কালজয়ী বাণীর বাস্তবতা অসংখ্য বার নিজেই প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। নবুয়াতের কষ্টি পাথরের পরশে যারা সোনার মানুষে পরিণত হয়েছিলেন তাদের কাজে-কর্মে চলনে-বলনে মানব সেবা, আর্তের সেবাই ছিল রসূল ﷺ-এর উক্ত মহান বাণীর বাস্তব প্রতিফলন। অনাহারী, অর্ধাহারী, বুভুক্ষু নর-নারী, অসহায় নিরাশ্রয় মানুষের পরম বন্ধু ছিলেন আমাদের মহানাবী ﷺ। অতঃপর সহাবা রাযিয়াল্লাহু 'আনহুম) হতে শুরু করে খলীফা চতুষ্টয়ের শেষ আমলসহ তাবি-তাবিয়ীনদের শেষ আমল পর্যন্ত মানব সেবায় রসূল ﷺ-এর উক্ত অমিয় বাণীকে মুসলিমগণ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে যারা পৃথিবীতে এক সোনালী ইতিহাস রচনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। যার ফলে মাত্র ২৫ বছরের মুসলিম শাসনের পর অর্ধ পৃথিবী মুসলিম শাসনাধীন হয়েছিল। আজকের বিশ্বেও পুনর্বার সেই উদ্দীপনা নিয়ে যদি মুসলিম জাতি সমাজে, রাষ্ট্রে আবির্ভূত হতে পারে তাহলে সমগ্র পৃথিবী মুসলিমদের বিজয় দুন্দুভি বেজে উঠবে। মুসলিম জাতির শাসন প্রতিবন্ধকহীনভাবে ততদিন চলমান ছিল যতদিন পর্যন্ত তাদের ত্যাগ তিতিক্ষা, কুরবানী, মানব সেবা, সততা, ন্যায়নীতি ক্রম ধাবমান গতিতে এগিয়ে চলেছিল। মুসলিম জাতি যখন সেবা, সততা, ন্যায়নীতিকে ইস্তফা দিয়ে ও নাকে তেল দিয়ে ভোগ বিলাসের নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো তখন হতেই তাদের বিশ্বময় কর্তৃত্বের দিন শেষ হয়ে যায়। নাবী ﷺ আলোচ্য হাদীসকে স্বীয় উম্মাতের নৈতিক দায়িত্ব বলে ঘোষণা করার মূলে ও উম্মাতের শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব অক্ষুণ্ন রাখার অভিপ্রায় নিহিত আছে।

120

(১৩৮) যখন কোন ঘরে প্রবেশ করার জন্য অনুমতি গ্রহণ আবশ্যক বলা হল, তখন সেই সঙ্গে দৃষ্টি অবনত রাখারও আদেশ দেওয়া হল; যাতে বিশেষ করে অনুমতি গ্রহণকারীও নিজের দৃষ্টি সংযত করে।

১৯. তিনি চোখের খেয়ানত সম্পর্কে (যেমন) জানেন, (তেমনি জানেন) যা কিছু (মানুষের) মন গোপন করে রাখে (সে সব কিছুও)।

[সূরা মুমিন-১৯][121]

মুজাহিদ অপ্রয়োজনীয় এবং অশ্লীল বস্তু থেকে তার চোখ সংরক্ষণ করে। এক জ্ঞানী ব্যক্তি একবার বলেছিলেন: "আপনার চোখ যা দেখতে পায় না, আপনার হৃদয় তা আকাঙ্ক্ষা করবে না; যখন আপনার হৃদয় আর আকাঙ্ক্ষা করবে না, প্রয়োজনীয়তা আপনাকে বিব্রত করবে না"।

৪৮. তাওবা

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, (ত্রুটি বিচ্যুতির জন্যে) তোমরা সবাই আল্লাহর দরবারে তাওবা করো, আশা করা যায় তোমরা নাজাত পেয়ে যাবে। [সূরা নূর ৩১]

মুজাহিদ জানেন যে, অনুতাপ একজন মানুষকে মুড়িয়ে অসাড় করে দেয়, এবং ধীরে ধীরে, একটু একটু করে, পাপী আত্মায় মরিচা ফেলে দেয়, এবং তা অনিবার্যভাবে আত্ম-ধ্বংসের দিকে পরিচালিত করে।

মুজাহিদ এভাবে মরতে চান না। যদি সে কারও ক্ষতি করে বসে, সে যদি অসুস্থ থাকে, সে যদি কারও অমঙ্গল বা ক্ষতি করে বসে, কারও উপর অন্যায় করে- কারন তার মাঝে সকল সহজাত দোষ-ত্রুটি উপস্থিত,- সে ক্ষমা চাইতে লজ্জাবোধ করে না।

---

121 (১০৩) এতে মহান আল্লাহর পরিপূর্ণ জ্ঞানের বর্ণনা রয়েছে। তিনি সকল বস্তুরই জ্ঞান রাখেন; তাতে তা ছোট হোক বা বড়, সূক্ষ্ম হোক বা স্থুল, উচ্চ মানের হোক কিংবা তুচ্ছ। এই জন্য যখন আল্লাহর জ্ঞানের ও তাঁর (সবকিছুকে) পরিবেষ্টন ক'রে রাখার অবস্থা হল এই, তখন মানুষের উচিত তাঁর অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকা এবং নিজেদের অন্তরে প্রকৃতার্থে তাঁর ভয় সৃষ্টি করা। চোখের খিয়ানত হল, আড়চোখে দেখা। পথ চলার সময় কোন সুন্দরী মহিলাকে চোরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখা। সেই কল্পনা ও চিন্তা ইত্যাদিও 'বুকে যা গোপন আছে' তার আওতাভুক্ত, যা মানুষের অন্তরে জন্ম নেয়। যতক্ষণ পর্যন্ত সেগুলো কল্পনাই থাকে অর্থাৎ, মুহূর্তে আসে আবার চলে যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত তার জন্য কোন ধরপাকড় হবে না। কিন্তু যখন তা দৃঢ় পরিকল্পনার আকার ধারণ করবে, তখন তার ধরপাকড় হতে পারে, যদিও মানুষ সে অনুযায়ী আমল করার সুযোগ না-ও পায় (তবুও)।

৭/৪২৫৩। আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ রূহ কণ্ঠাগত না হওয়া (মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত) পর্যন্ত মহামহিম আল্লাহ বান্দার তওবা কবুল করেন।

122

যদি সময় চিরতরে হারিয়ে না যায় তবে তিনি তার ভুলকে যেভাবে পারেন তা শুধরানোর চেষ্টা করেন। এবং যার প্রতি জুলুম করা হয় সে যদি বেঁচে না থাকে, তবে মুজাহিদ একজন অপরিচিত ব্যক্তির উপকার করেন।

মুজাহিদ চান না, অনুতাপ তাকে অসাড় করুক এবং সে মন্দকে প্রতিহত করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

৪৯. ভুল

২/৫৬। আবূ মুহাম্মাদ হাসান ইবনু আলী ইবনু আবী ত্বালেব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এই শব্দগুলি স্মরণ রেখেছি যে, ''তুমি ঐ জিনিস পরিত্যাগ কর, যে জিনিস তোমাকে সন্দেহে ফেলে এবং তা গ্রহণ কর যাতে তোমার সন্দেহ নেই। কেননা, সত্য প্রশান্তির কারণ এবং মিথ্যা সন্দেহের কারণ।''[1]

123

মুজাহিদ নিজের অনিচ্ছাকৃত কাজগুলোর জন্য নিজেকে দোষারোপ করেন না, কিন্তু নিজের ভুলের জন্য নিজের কাছে কোন অজুহাত পেশ করেন না, এটা এ কারনে যে তখন তিনি তার ভুল সংশোধন করতে পারবেন না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

122 তিরমিযী ৩৫৩৭, আত-তালীকুর রাগীব ৪/৭৫, মিশকাত ২৩৪৩। তাহকীক আলবানীঃ হাসান। উক্ত হাদিসের রাবী (আবদুর রহমান বিন সাবিত) ইবনু সাওবান সম্পর্কে আবু জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তিনি দুর্বল। আবু যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদিস গ্রহনে শিথিল। আবু আবদুল্লাহ আল-হাকিম আন-নায়সাবুরী বলেন, তিনি সিকাহ। আহমাদ বিন শু'আয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদিস বর্ণনায় ভুল করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৭৭৫, ১৭/১২ নং পৃষ্ঠা)

123 তিরমিযী ২৫১৮, নাসায়ী ৫৭১১, আহমাদ ২৭৮১৯, দারেমী ২৫৩২ ; সহীহ।

২৭. আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারদের তাঁর শাশ্বত কালেমা দ্বারা মযবুত রাখেন, দুনিয়ার জীবনে এবং পরকালীন জীবনে, যালেমদের আল্লাহ তায়ালা (এমনি করেই) বিভ্রান্তিতে রাখেন, তিনি (যখন) যা চান তাই করেন।

[সূরা ইবরাহীম-২৭][124]

যখন তিনি সাধারণ জ্ঞান দিয়ে নিজেকে সশস্ত্র করেন, তিনি তার কাজের শুধু ফলাফলকে বিচার করেন: ফলাফল..... কিন্তু কাজগুলো করার সময় তিনি যে উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন তা

124

এ আয়াত থেকে আমরা আরো যে শিক্ষা পাই তা হলো, মুমিনের ঈমান ও কালেমায়ে তাইয়্যেবার একটি বিশেষ প্রতিক্রিয়া রয়েছে, তা হলোঃ মুমিনের কালেমায়ে তাইয়্যেবা মজবুত ও অনড় বৃক্ষের মত একটি প্রতিষ্ঠিত উক্তি। একে আল্লাহ্ তা'আলা চিরকাল কায়েম ও প্রতিষ্ঠিত রাখেন দুনিয়াতেও এবং আখেরাতেও। শর্ত এই যে, এ কালেমা আন্তরিকতার সাথে বলতে হবে এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্-এর মর্ম পূর্ণরূপে বুঝতে হবে এবং সে অনুসারে আমল করতে হবে। এ কালেমায় বিশ্বাসী ব্যক্তিকে দুনিয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে শক্তি যোগানো হয়। যখন কোন সন্দেহ আসে তাদেরকে সে সন্দেহ থেকে উত্তরণ করে দৃঢ় বিশ্বাসের প্রতি পথনির্দেশ দেয়া হয়। অনুরূপভাবে প্রবৃত্তির তাড়নায় মানুষ যখন দিশেহারা হয়ে যায়, তখনও তাদেরকে নিজের আত্মার অনিষ্টতা ও খারাপ ইচ্ছাশক্তির বিরুদ্ধে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ভালবাসাকে সবকিছুর উপর স্থান দেয়ার তাওফীক দেয়া হয়। আখেরাতেও মৃত্যুর পূর্বমূহূর্তে দ্বীনে ইসলামীর উপর প্রতিষ্ঠিত রাখার মাধ্যমে তাকে উত্তম পরিসমাপ্তির ব্যাপারে সহযোগিতা করা হয়। তারপর কবরে তাকে ফেরেশতাদ্বয়ের প্রশ্নের সঠিক উত্তর প্রদানের সহযোগিতা করা হয়, ফলে সে উত্তর দিতে পারে যে, আমার রব আল্লাহ, আমার দ্বীন ইসলাম এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার নবী।

([২৩৭]) এর ব্যাখ্যা হাদীসে এরূপ এসেছে যে, মৃত্যুর পর কবরে মুসলিমকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন সে উত্তরে এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন (সত্য) মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রসূল। সুতরাং এটাই অর্থ হচ্ছে আল্লাহর এই বাণীর (يُثَبِّتُ اللَّهُ। الَّذِينَ آمَنُوا) (বুখারী ঃ তাফসীর সূরা ইব্রাহীম, মুসলিম ঃ কিতাবুল জান্নাতি ওয়া সিফাতি নাঈমিহা) অন্য এক হাদীসে আছে যে, যখন বান্দাকে কবরে রাখা হয় এবং তার সঙ্গীরা চলে আসে, তখন সে তাদের জুতার আওয়াজ শোনে। অতঃপর তার নিকট দু'জন ফিরিশ্তা আসেন এবং তাকে উঠিয়ে (নবী ﷺ-এর প্রতি ইঙ্গিত করে) জিজ্ঞেস করেন যে, 'এই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার মত কি?' সে মু'মিন হলে উত্তর দেয় যে, তিনি আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রসূল। ফিরিশ্তাগণ তাকে জাহান্নামের ঠিকানা দেখিয়ে বলেন যে, আল্লাহ এর পরিবর্তে তোমার জন্য জান্নাতে ঠিকানা বানিয়ে দিয়েছেন। সে উক্ত উভয় ঠিকানা দেখে এবং তার কবর সত্তর হাত প্রশস্ত ক'রে দেওয়া হয় এবং তার কবরকে কিয়ামত অবধি নিয়ামত সম্ভার দিয়ে পরিপূর্ণ ক'রে দেওয়া হয়। (মুসলিম, উপরোক্ত পরিচ্ছেদ) আরেক হাদীসে আছে,

মূল্যায়ন করেন না।সেই সব কিছুর দায়িত্ব তাকে নিতে হয়- যদিও তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হয় সেই সকল ভুলের জন্যও যা তিনি ভবিষ্যতে করবেন।

একটি প্রাচীন আরব প্রবাদ আছে, “আল্লাহ তা’আলা ফল দ্বারা গাছকে বিচার করেন, শিকড় দ্বারা করেন না”।

৫০. পরিণতি

মহান আল্লাহ তা’আলা বলেন,

৭. ওহে (মানুষ), যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান এনেছো, তোমরা যদি (দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে) আল্লাহকে সাহায্য করো, তাহলে তিনিও তোমাদের (দুনিয়া আখেরাতে) সাহায্য করবেন এবং (মিথ্যার মোকাবেলায় এ যমীনের বুকে) তিনি তোমাদের পা সমুহকে মযবুত রাখবেন।

[সূরা মুহাম্মাদ-০৭]

২৫১৫। মু’আয ইবনু জাবাল (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যুদ্ধ দুই প্রকার। যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যুদ্ধ করে, ইমামের আনুগত্য করে, উত্তম জিনিস খরচ করে, সহকর্মীর সাথে কোমল ব্যবহার করে এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কাজ হতে বিরত থাকে, তার নিদ্রা ও জাগরণ সব কিছুই সওয়াবে পরিণত হয়। আর যে ব্যক্তি অহংকার, লোক দেখানো ও সুনামের জন্য যুদ্ধ করে, ইমামের অবাধ্য হয় এবং দুনিয়াতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে, সে জিহাদের সামান্য সওয়াব নিয়েও বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করে না।

হাসান।

[সুনানে আবু দাউদ]

একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে: একটি যুদ্ধ ঘোষণার জন্য, অন্য জায়গায় যাওয়ার জন্য, বপনের একটি জমি বেছে নেওয়ার জন্য, মুজাহিদ নিজেকে জিজ্ঞেস করেন: "এটি মুসলমানদের জীবন কিভাবে প্রভাবিত করবে? আমার বংশধরদের উপর কি প্রভাব হবে?"

মুজাহিদ জানেন যে প্রতিটি কাজের দীর্ঘমেয়াদী ফলাফল আছে। তিনি জানতে চান যে তার বংশধরদের কেমন পৃথিবী দিয়ে যেতে পারবেন।

৫১. ভীরুতা

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

৫৬. এরা আল্লাহ তায়ালার নামে কসম করে বলে, এরা তোমাদের দলের লোক (অথচ আল্লাহ তায়ালা নিজেই বলছেন); এরা কখনোই তোমাদের (দলের) লোক নয়, এরা হচ্ছে (মুলত) একটি ভীত-সন্ত্রস্ত জাতি।

৫৭. (এতো ভীত যে,) তারা যদি এতোটুকু আশ্রয়স্থল (কোথাও) পেয়ে যায় কিংবা পায় (যদি মাথা লুকোবার মতো) কোনো গিরিগুহা অথবা (যমীনের ভেতর) ঢুকে পালাবার কোনো জায়গা, তাহলে অবশ্যই তারা (তোমাদের ভয়ে) এসব জায়গার দিকে দ্রুত পালিয়ে (হলেও) বাঁচার চেষ্টা করতো।

[সূরা তাওবা-৫৬-৫৭][125]

২৫১১। আবূ হুরাইরাহ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তির চরিত্রে কৃপণতা, ভীরুতা ও হীনমানসিকতা রয়েছে সে খুবই নিকৃষ্ট।
সহীহ।

[সুনানে আবু দাউদ]

ভীতু লোকদের কাছে এই পৃথিবী ভয়ানক ভয়ঙ্কর। তারা কোন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে বা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ না করে প্রতারণাপূর্ণ নিরাপত্তার অনুসন্ধান করে জীবিত থাকে, তাদের ধারনাপ্রসূত সম্পত্তি দাঁতকে[126] রক্ষার জন্য তারা অস্ত্রে সজ্জিত হয়, কিন্তু সেটাও রক্ষা করতে পারে না।

কাপুরুষ নিজেই নিজের অন্ধকূপের দেওয়াল রচনা করে।

রব্বুল আ'লামীন বলেন,

---

125 (১৩৬) অর্থাৎ, দ্রুত গতিতে পলায়ন ক'রে নিজেদের আশ্রয়স্থলে চলে যাবে। যেহেতু তোমাদের সাথে তাদের যতটা সম্পর্ক আছে তা সম্প্রীতি ও আন্তরিকতার ভিত্তিতে নয়, বরং শত্রুতা, বিদ্বেষ ও ঘৃণার ভিত্তিতে।

126 এখানে দাঁত বলতে পেট বা সম্পত্তি উদ্দেশ্য হতে পারে।

৭৮. তোমরা যেখানেই থাক না কেন মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই, এমনকি সুউচ্চ সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান করলেও(৩) ।[সূরা নিসা-৭৮][127]

মুজাহিদ কাপুরুষ নন।

তিনি কখন মারা যাবেন, তা নিয়ে তিনি চিন্তা করেন না (যেহেতু তিনি তার হায়াত কতটুকু জানেন না), তবে তিনি কিভাবে মারা যাবেন, সেই চিন্তা তাকে ভাবায়। মুজাহিদ সম্মানের সাথে পথ চলতে চায় এবং শাশ্বত জান্নাত লাভ করতে চায়।

৫২. স্মরণ

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আল্লাহকে

অধিকরূপে স্মরণ কর; যাতে তোমরা সফলকাম হও। [সূরা জুমু'আহ ১০]

২৩০৭। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা বেশি পরিমাণে জীবনের স্বাদ হরণকারীর অর্থাৎ মৃত্যুর স্মরণ কর।

128

127

(৭২) দুর্বল মুসলিমদেরকে বুঝানো হচ্ছে যে, প্রথমতঃ যে দুনিয়ার জন্য তোমরা অবকাশ কামনা করছ, সে দুনিয়া হল ধ্বংসশীল এবং তার ভোগ-সামগ্রী ক্ষণস্থায়ী। এর তুলনায় আখেরাত অতি উত্তম এবং চিরস্থায়ী। আল্লাহর আনুগত্য না ক'রে থাকলে সেখানে তোমাদেরকে শাস্তি পেতে হবে। দ্বিতীয়তঃ জিহাদ কর আর না কর, মৃত্যু তো তার নির্ধারিত সময়েই আসবে; যদিও তোমরা কোন সুদৃঢ় দুর্গের মধ্যে অবস্থান কর তবুও। অতএব জিহাদ থেকে পশ্চাৎপদ হওয়ার লাভ কি?

জ্ঞাতব্য ঃ কোন কোন মুসলিমের এই ভয় যেহেতু প্রকৃতিগত ছিল, অনুরূপ যুদ্ধ বিলম্ব হওয়ার আশা প্রকাশ প্রতিবাদ ও অস্বীকৃতিমূলক ছিল না, বরং তাও ছিল প্রকৃতিগত ভয় থেকে সৃষ্ট ফল। এই জন্য মহান আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা ক'রে দিয়েছেন এবং বলিষ্ঠ দলীলাদির মাধ্যমে তাদেরকে সাহায্য ও উৎসাহিত করেছেন।

128 তিরমিযী হা/২৩০৭; ইবনু মাজাহ হা/৪২৫৮; নাসাঈ হা/১৮২৪; মিশকাত হা/১৬০৭। সনদঃ হাসান।

দাক্কাক বলেন, 'যে ব্যক্তি মরণকে স্মরণ করে সে তিনটি উপকার লাভ করে; সত্বর তওবা, স্বল্পে তুষ্টি, আর আলস্যহীন ইবাদত। পক্ষান্তরে যে মরণের কথা ভুলেই থাকে সেও তিনটি জিনিস সত্বর লাভ করে; তওবায় দীর্ঘসূত্রতা, যথেষ্ট সব কিছু পেয়েও অতৃপ্তিবোধ এবং ইবাদতে অলসতা।'

আবু সুলায়মান দারানী (মৃ. ২১৫ হি.) স্বীয় উস্তায উম্মে হারূণকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কেমন আছেন? উত্তরে তিনি বলেন, ঐ ব্যক্তি কেমন থাকবে যার রূহ অন্যের হাতে'? (উক্তি ৪৫, পৃ. ৩৭)। [ইবনু 'আসাকির, তারীখু দিমাশ্ক ৭০/২৬৬।]

মুজাহিদ একজন ঋষির কথা মনে রাখে: “"আপনি অসুবিধা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হলে, আপনি কিভাবে তা কাটিয়ে উঠলেন তা ভাববেন না, বরং সম্মানের সাথে যে পরীক্ষায় টিকে থাকলেন সেই আনন্দ নিয়ে ভাবুন। যখন আপনি একটি গুরুতর অসুস্থতা থেকে সেরে উঠেন, আপনি কি কষ্টের মধ্যে দিয়ে গিয়েছিলেন তা ভাববেন না, কিন্তু ঈশ্বরের করুণা সম্পর্কে মনে করুন, যে আপনাকে সুস্থ করেছে। কষ্ট থেকে যে মনোরম ও উত্তম জিনিস লাভ করা যায় তা আপনার জীবনের শেষ না হওয়া পর্যন্ত মনে রাখুন। এগুলো আপনার শক্তিকে পরীক্ষা করবে এবং নতুন বাধা-বিপত্তি আসলে আপনাকে আশ্বাস দিবে”।

অতীতের অনুভূতি ও উপলব্ধি আপনার স্মৃতিতে জমা হয়।

এসব অতীতের ভোগান্তি, যার কোন মূল্য নেই। এক সময় এসব সতর্কতা(যা অবলম্বন করতে কতই না ভোগান্তি পোহাতে হয়েছিল) গুরুত্বপূর্ণ ছিল, এবং এখন এগুলো নিরর্থক ও তুচ্ছ।

মুজাহিদের নিজস্ব স্মৃতি আছে, আর সে খারাপ থেকে ভালকে আলাদা করতে পারে। অতীতের সুখ-দুঃখের জঞ্জালের মাঝে তিনি মীমাংসা করেন।

মুজাহিদ একবার যা অনুভব করেছেন, তা পুনরায় অনুভব করার চেষ্টা করে না। তিনি বদলাচ্ছেন, এবং তিনি তার নতুন পথে এই অনুভূতিকে সঙ্গী করতে চান না।

চেচেন প্রবাদ আছেঃ “যে অতীতকে গুলিবিদ্ধ করে, ভবিষ্যৎ তার দিকে কামান দাগে”।

একজন মুজাহিদ অতীতকে ভুলে যান না; অতীত থেকে তিনি তার ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষাগ্রহণ করেন।

৫৩. দুঃখ

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقُولُ: اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৪৫৮-[২] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেনঃ *‘‘আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ‘ঊযুবিকা মিনাল হাম্মি ওয়াল হুযনি ওয়াল ‘আজযি ওয়াল কাসালি ওয়াল জুবনি ওয়াল বুখলি, ওয়া যলা‘ইদ্ দায়নি ওয়া গলাবাতির্ রিজা-ল’’* (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে দুশ্চিন্তা, শোক-তাপ, অক্ষমতা-অলসতা, কাপুরুষতা, কৃপণতা, ঋণের বোঝা ও মানুষের জোর-জবরদস্তি হতে আশ্রয় চাই)। (বুখারী ও মুসলিম)[1]

৮০৮। আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিক পরিমাণে বলতেনঃ “হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই দুশ্চিন্তা ও দুঃখজনক অবস্থা থেকে, অক্ষমতা ও অলসতা থেকে, ভীরুতা ও কৃপণতা থেকে এবং ঋণভার ও লোকের (শত্রুর) আধিপত্য থেকে”। (বুখারী, আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী)

129

মাঝে মাঝে, দুঃখের মুহূর্তে, হৃদয় মুজাহিদকে বলে: "মনে করে দেখুন, আপনি কত লোককে চিরতরে ত্যাগ করে এসেছন – [যার কারনগুলো আমরা কখনও বুঝতে পারব না] - এবং আপনি এখানে অবস্থান করছেন, আর সোজা-সরল পথের উপর যুদ্ধ করছেন। আল্লাহ কেন এমন আশ্চর্যজনক মানুষদের নিজের কাছে ডাকলেন, অথচ তোমাকে ডাকলেন না? এরকম মুহূর্তে কোটি কোটি মানুষ ইতিমধ্যেই আশাহত হয়ে গেছে। তারা অনুভূতিহীন হয়ে পড়েন এবং তারা কাঁদেন না; তারা তাদের সকল কাজ বন্ধ করে দেন, তারা কেবল তাদের সময় আসার জন্য অপেক্ষা করতে

129

ব্যাখ্যা: (الْعَجْزِ) বা অক্ষমতা বলতে ইমাম নাবাবী (রহঃ) কল্যাণকর কাজ করার ক্ষমতা না থাকাকে বুঝিয়েছেন। (الْكَسَلِ) বা অলসতা দ্বারা মূলত কল্যাণকর কাজ করতে উদ্দীপনা অনুভব না করা এবং তা করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তা করতে আগ্রহ না থাকা। (الْجُبْنِ) বা কাপুরুষতা দ্বারা সাহসহীনতা বুঝানো হয়েছে। কারো মতে এর দ্বারা প্রাণভয়ে যুদ্ধে যেতে না চাওয়া কিংবা আবশ্যক অধিকার আদায় থেকে নিজের জীবন ও সম্পদকে বিরত রাখা। (الْبُخْلِ) বা কৃপণতা দ্বারা দানশীলতার বিপরীত স্বভাবকে বুঝানো হয়েছে। শারী‘আতের দৃষ্টিতে কৃপণতা বলতে আবশ্যক দান না করাকে বুঝায়।

ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাপুরুষতা ও কৃপণতা থেকে আশ্রয় চেয়েছেন এজন্য যে, এগুলো ইসলামের ওয়াজিব কাজগুলো আদায় করতে, আল্লাহর হকসমূহ পালন করতে, অন্যায় দূরীকরণে, আল্লাহদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কঠোর হতে অক্ষম করে। সাহসিকতার দ্বারা ব্যক্তি ‘ইবাদাতসমূহ সঠিকভাবে পালন করতে পারে, মাযলূমকে সহযোগিতা করতে ও জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং কৃপণতা থেকে নিরাপদ থাকলে ব্যক্তি আর্থিক হকসমূহ আদায় করতে পারে এবং আল্লাহর পথে খরচ করতে, দানশীল হতে ও চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধনে উদ্দীপ্ত হয়। নিজের নয় এমন জিনিসের প্রতি লোভ করা থেকে বিরত হয়।

(ضَلَعِ الدَّيْنِ) বা ঋণের বোঝা দ্বারা ঋণের ভারে জর্জরিত হওয়া এবং এর কাঠিন্যকে বুঝানো হয়েছে। এর দ্বারা মূলত এমন অবস্থাকে বুঝানো হয়েছে যখন কোন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ঋণ পরিশোধের জন্য কিছুই পায় না; বিশেষ করে মানুষের কাছে সাহায্যের আবেদন করার পরও। এজন্যই পূর্ববর্তী অনেক পণ্ডিত বলেছেন, (ما دخل هم الدين قلبًا إلا أذهب من العقل ما لا يعود إليه) অর্থাৎ- ‘‘ঋণের দুশ্চিন্তা ঋণী ব্যক্তির অন্তরে প্রবেশ করে জ্ঞান-বুদ্ধির এমন কিছু দূর করে দেয় যা তার নিকট আর ফেরত আসে না।’’

থাকেন। তাদের মাঝে চলমান ঘটনার প্রতি প্রতিক্রিয়ার প্রকাশের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন।তাদের বিপরীতে ,তুমি দুঃখিত হচ্ছ কি।

দুঃখ প্রমাণ করে যে, আপনার হৃদয় অসাড়-অনুভূতিহীন হয়ে যায় নি"।

মুজাহিদ ইবাদাত ও যিকিরের দ্বারা দুঃখকে সরিয়ে দেন।

৬/৩৮১৯। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সদাসর্বদা ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আল্লাহ তাকে প্রতিটি দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তির পথ ও প্রতিটি সংকট থেকে উদ্ধারের পথ বের করে দিবেন এবং তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে রিযিক দান করবেন।

130

130 [1] আমি [আলবানী] বলছিঃ কিন্তু হাদীসটির সনদে মাজহূল [অপরিচিত] বর্ণনাকারী রয়েছেন যেমনটি আমি ''য'ঈফা'' গ্রন্থে [৭০৬) আলোচনা করেছি। তিনি হচ্ছেন বর্ণনাকারী হাকাম ইবনু মুস'য়াব মাজহূল [অপরিচিত) বর্ণনাকারী। তাকে আবূ হাতিম মাজহূল আখ্যা দিয়েছেন। ইবনু হিববানও তাকে দুর্বলদের অন্তর্ভুক্ত উল্লেখ করেছেন। [বিস্তারিত জানতে দেখুন ''সহীহ্ আবী দাঊদ-আলউম্মু'' [২৬৮)]
হাদিসের মানঃ যঈফ (Dai'f)

৫৪. চক্রান্ত

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

আবু দাউদ ১৫১৮, যইফাহ ৭০৬, যইফ আবু দাউদ ২৬৮, আত-তালীকুর রাগীব ২/২৬৮, যইফ আল-জামি' ৫৮২৯। তাহকীক আলবানীঃ যইফ। উক্ত হাদিসের রাবী আল-হাকাম বিন মুসআব সম্পর্কে আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তার হাদিসের অনুসরণ করা যাবে না। তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। আবু হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। আবু হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদিস বর্ণনায় ভুল করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ১৪৪৫, ৭/১৩৫ নং পৃষ্ঠা)

হাদিসের মানঃ যঈফ (Dai'f)

ব্যাখ্যা: (مَنْ لَزِمَ الِاسْتِغْفَارَ) অর্থাৎ- যে অবাধ্যতা প্রকাশের মুহূর্তে ক্ষমা প্রার্থনা অবলম্বন করবে অথবা সর্বদা ক্ষমা প্রার্থনা করবে তাহলে সে ঐ ব্যক্তির মাঝে গণ্য হবে যে ক্ষমা প্রার্থনার মুখাপেক্ষী। এজন্য নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ঐ ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ যে তার 'আমালনামাতে বেশি বেশি ক্ষমা প্রার্থনা পাবে। অচিরেই এটি তৃতীয় অনুচ্ছেদে আসবে।

উল্লেখিত শব্দ আবূ দাঊদ, ইবনু মাজাহ ও ইবনু হিব্বান-এর। ইমাম আহমাদ, নাসায়ী, ইবনুস্ সুন্নী এবং হাকিম একে (من أكثر من الاستغفار) অর্থাৎ- যে বেশি করে ক্ষমা প্রার্থনা করবে।) এ শব্দে বর্ণনা করেছেন। আর এটি দ্বিতীয় অর্থটিকে সমর্থন করছে।

(مَخْرَجًا) অর্থাৎ- এমন এক পথ যা ব্যক্তিকে অধিক হারে ক্ষমা প্রার্থনা করার দরুন সুপ্রশস্ততা ও উপকার লাভের দিকে বের করে আনবে।

(وَرَزَقَهُ) অর্থাৎ- পবিত্র হালাল বস্ত তাকে দান করবেন।

(مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ) অর্থাৎ- এমন এক দিক থেকে যার ধারণা ও আশা সে করত না এবং তার অন্তরে তা জাগত না। জাযারী বলেন, অর্থাৎ- এমনভাবে তাকে রিযক দেয়া হবে যা সে জানতো না এবং তার হিসাবে তা ছিল না।

হাদীসটিতে আল্লাহর এ বাণীর দিকে ইঙ্গিত আছে, অর্থাৎ- ''আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করবে আল্লাহ তার নিষ্কৃতির পথ বের করবেন এবং তাকে এমন জায়গা থেকে রিযক দান করবেন যার পরিকল্পনাও সে করত না আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করবে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট''- (সূরা আত্ব ত্বলাক ৬৫ : ২-৩)। মুত্তাক্বী এবং অন্যান্যগণ যখন ত্রুটিমুক্ত নন যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, প্রত্যেক আদম সন্তান ভুলকারী আর ভুলকারী বা পাপীদের মাঝে সর্বোত্তম হল তাওবাহকারীগণ তখন এতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিশ্লেষণ তার দিকে ক্ষমা প্রার্থনা অবলম্বনের বিষয়টিকে ইঙ্গিত করেছেন। আরো ঐ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, অবাধ্য ব্যক্তি যখন ক্ষমা প্রার্থনা করে তখন মুত্তাক্বীতে পরিণত হয়। আর এটি মুত্তাকবী ব্যক্তির আবশ্যকীয় প্রতিদান।

ইমাম ত্বীবী (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি সর্বদা ক্ষমা প্রার্থনা করবে এবং ক্ষমা প্রার্থনার হক আদায় করবে সে মুত্তাক্বীতে পরিণত হবে। আর এটি মূলত আল্লাহ এ বাণীর দিকে লক্ষ্য করে, অর্থাৎ- ''অতঃপর আমি বললাম তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয়ই তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। তাহলে তিনি তোমাদের ওপর অজস্র ধারায় বৃষ্টি বর্ষণ করবেন এবং তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দিবেন, তোমাদেরকে দান করবেন উদ্যানসমূহ আরো দান করবেন ঝরণাসমূহ''- (সূরা নূহ ৭১ : ১০-১২) । আর এতে ঐ ব্যাপারে প্রমাণ রয়েছে যে, ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে সবকিছু অর্জন হয়।

১৯. যারা মোমেনদের মাঝে (মিছে অপবাদ রটনা করে) অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে, তাদের জন্যে রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতে মর্মন্তুদ শাস্তি, আল্লাহ তায়ালা (সব কিছু) জানেন, আর তোমরা (কিছুই) জানো না।

[সূরা আন নুর-১৯][131]

২৯। মু'আয ইবনু জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন: আমি নিবেদন করি: হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন কাজ বলুন যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে দেবে।

তিনি বললেন: তুমি এক বৃহৎ বিষয়ে প্রশ্ন করেছ। এটা তার জন্য খুবই সহজ আল্লাহ্ যার জন্য সহজ করে দেন। তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর, তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক করো না, নামায প্রতিষ্ঠা কর, যাকাত দাও, রমযানে রোযা রাখ এবং (কা'বা) ঘরে হজ্জ কর।

তারপর তিনি বলেন: আমি কি তোমাদের কল্যাণের দরজা দেখাব না? রোযা হচ্ছে ঢাল, সাদকাহ্ গোনাহকে নিঃশেষ করে দেয় যেমন পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়; আর কোন ব্যক্তির গভীর রাতের নামায।

তারপর তিনি পড়েন: تتجافى جنوبهم عن المضاجع হতে يعلمون পর্যন্ত। যার অর্থ হলো: তারা শয্যা পরিত্যাগ করে তাদের রবকে ভয়ে ও আশায় ডাকে এবং আমরা তাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। তাদের কর্মের জন্য যে চক্ষু শীতলকারী প্রতিফল রক্ষিত আছে তা তাদের কেউই জানে না। [সূরা আস্-সাজদাহ্: ১৬-১৭]

তিনি আবার বলেন: আমি তোমাদের কর্মের মূল এবং তার স্তম্ভ ও তার সর্বোচ্চ চূড়া বলবো কি?

আমি নিবেদন করি: হে আল্লাহর রাসূল! অবশ্যই বলুন।

তিনি বললেন: কর্মের মূল হচ্ছে ইসলাম, তার স্তম্ভ হচ্ছে নামায এবং তার সর্বোচ্চ চূড়া হচ্ছে জিহাদ।

তারপর তিনি বলেন: আমি কি তোমাকে এসব কিছু আয়ত্তে রাখার জিনিস বলবো না?

আমি নিবেদন করি: হে আল্লাহর রাসূল! অবশ্যই বলুন।

তিনি নিজের জিভ ধরে বললেন: এটাকে সংযত কর।

আমি জিজ্ঞেস করি: হে আল্লাহর নবী! আমরা যা বলি তার হিসাব হবে কি?

---

131 অনুমান করা যেতে পারে যে, কেবলমাত্র অশ্লীলতার একটি মিথ্যা খবর প্রচার করা আল্লাহর নিকট এত বড় অপরাধ, তাহলে যারা দিবারাত্রি মুসলিম সমাজে সংবাদপত্র, রেডিও, টি-ভি, ভিডিও, সিডি, ইন্টারনেট প্রভৃতির মাধ্যমে যে অশ্লীলতা ছড়াচ্ছে ও ঘরে ঘরে পৌঁছে দিচ্ছে, তারা আল্লাহর নিকট কত বড় অপরাধী বলে গণ্য হবে এবং এই সমস্ত কর্মক্ষেত্রের কর্মচারিগণ কিভাবে অশ্লীলতা প্রসারের অপরাধ হতে অব্যাহতি পাবে? এমনি ভাবে যারা নিজেদের বাড়িতে টি-ভি রেখে নিজের পরিবার ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যে অশ্লীলতা ছড়াচ্ছে, তারাই-বা অশ্লীলতা প্রসারের অপরাধী কেন হবে না? ঠিক অনুরূপভাবে অশ্লীলতা ও ইসলাম-বিরোধী কথায় পরিপূর্ণ দৈনিক সংবাদপত্র (বা মাসিক পত্র-পত্রিকা) বাড়ির ভিতর প্রবেশ করাও অশ্লীলতা প্রসারের একটি কারণ। এটিও আল্লাহর নিকট অপরাধ বলে গণ্য হতে পারে। হায়! যদি মুসলিমরা নিজেদের কর্তব্য অনুভব করত এবং অশ্লীলতার বন্যাকে বাধা দেওয়ার সাধ্যমত চেষ্টা করত!

তিনি বললেন: তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক, হে মু'আয! জিভের উৎপন্ন ফসল ব্যতীত আর কিছু এমন আছে কি যা মানুষকে মুখ থুবড়ে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করে?

132

শত্রু জ্ঞানের গুণে গুণান্বিত।

যখন-ই সে সুযোগ পায়, শত্রু তার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও দক্ষ অস্ত্র 'ষড়যন্ত্র' ব্যবহার করে। আর যখন সে চক্রান্ত করে, তাকে কিছুই করতে হয় না, অন্য সবাই তার হয়ে কাজ করে। মুখ ফসকে বলা একটি কথা অনেক মাসের আরাধনাকে এবং ঐকতানের জন্য ব্যয় করা অনেকগুলো বছরকে ধূলিসাৎ করে দেয়।

মুজাহিদ প্রায়ই ফাদে পড়ে। তিনি জানেন না কোন দিক থেকে কোন আক্রমণ আসবে এবং তিনি জানেন না যে কিভাবে একটি মিথ্যাকে খণ্ডন করতে হবে। প্রতারণা আত্মরক্ষার সুযোগ দেয় না, আদালতের শুনানি ছাড়া-ই ষড়যন্ত্র দন্ডাদেশ জারি করে।

---

132 [1] তিরমিযী ২৬১৬, মা ৩৯৭৩, আহমাদ ২১৫১১, ২১৫৪২, ২১৫৬৩, ২১৬১৭
হাদিসের মানঃ হাসান (Hasan)

ব্যাখ্যা: সওম, সদাক্বাহ্ (সাদাকা) এবং রাতের সলাতকে কল্যাণের দরজা বলা হয়েছে। এজন্য যে, সওম নাফসের জন্য কষ্টদায়ক। অনুরূপভাবে মাল থেকে সদাকাহ্ বের করা এবং রাতে সলাত (সালাত/নামায/নামাজ) আদায় করা- এসব কাজ নাফসের জন্য কষ্টদায়ক। অতএব যে ব্যক্তি এ কষ্টদায়ক কাজের অভ্যাস গড়ে তুলবে তার জন্য সকল কল্যাণের কাজই সহজসাধ্য হয়ে যায়।

(رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ) এখানে 'ইসলাম' দ্বারা উদ্দেশ্য কালিমাহ্ শাহাদাত। যেমনটি ইমাম আহমাদ মু'আয (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন ''এ বিষয়ের মূল হলো এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তার কোন শরীক নেই। আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁরই বান্দা ও রসূল।'' 'ইসলাম' দ্বারা উদ্দেশ্য কালিমাহ্ শাহাদাত, আর الْأَمْرِ দ্বারা উদ্দেশ্য দীনী বিষয়। অর্থাৎ- কোন ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত কালিমাহ্ শাহাদাতকে স্বীকার না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার দীনের কোন ভিত্তি পাওয়া যাবে না। যখন সে এর সাক্ষ্য দিবে তখন তার মধ্যে দীনের মূল ভিত্তি পাওয়া যাবে। তবে এর দ্বারা দীনের খুঁটি বা স্তম্ভ পাওয়া যাবে না। অতঃপর যখন সলাত (সালাত/নামায/নামাজ) আদায় করবে এবং তা অব্যাহত রাখবে তখন তার দীন মজবুত হবে। কিন্তু তার পূর্ণতা ও মর্যাদা অর্জিত হবে না। এরপর যখন জিহাদ করবে তখন তার দীনের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবে।

''তাদের জিহবা দ্বারা অর্জিত ফসল''। মানুষ যে সকল কথাবার্তা বলে তাকে ফসলের সাথে তুলনা করা হয়েছে যা কাঁচি দ্বারা কাটা হয়। কাঁচি যেমন কোন পার্থক্য না করে কাঁচা-পাকা, ভালো-মন্দ সব কর্তন করে তেমনই কোন কোন মানুষের জিহবা ভালো-মন্দ পার্থক্য না করেই সকল ধরনের কথা বলে। অতএব হাদীসের অর্থ হলো মানুষকে তার জিহবা দ্বারা অর্জিত ফসলই তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। হতে পারে তা কুফরী, শির্ক, আল্লাহ সম্পর্কে না জেনে কোন কথা বলা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া, যাদু করা, অপবাদ দেয়া, গালি দেয়া, মিথ্যা বলা, গীবত করা, চোগলখোরী করা ইত্যাদি এ সবই জিহ্বার ফসল।

মহান আল্লাহ বলেন, বেঁচে থেকো (সব ধরনের) মিথ্যা কথা থেকে,[সূরা হাজ্জ ৩০][133]

এবং তারপর মুজাহিদ তার পরিণতির দিকে ঝুঁকে পড়েন এবং অসংগতভাবে শাস্তি গ্রহণ করে: কারণ কথা খুব শক্তিশালী এবং তিনি তা জানেন। কিন্তু তিনি চুপ করে কষ্ট ভোগ করতে থাকেন এবং তিনি শত্রুকে একই অস্ত্র দিয়ে কখনও আক্রমণ করবেন না।

পরিচ্ছেদ - ২৩৯ : ফিত্‌না-ফাসাদের সময় উপাসনা করার ফযীলত

١٣٧٤/١. عَنْ مَعْقِلِ بنِ يَسَارٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «العِبَادَةُ فِي الهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إِلَيَّ». رواه مسلم

১/১৩৭৪। মালেক ইবনে য়্যাসার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "ফিতনা-ফাসাদের সময় ইবাদত-বন্দেগী করা, আমার দিকে 'হিজরত' করার সমতুল্য।"*(মুসলিম)* [৩৭৫]

** (ঈমান ও দ্বীন বাঁচানোর জন্য স্বদেশত্যাগ করাকে 'হিজরত' করা বলে।)*

এবং মুজাহিদ নিজেকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ, বিশ্ব পালনকর্তার পালনকর্তার ইবাদাতে উৎসর্গ করে।

133

([১৬২]) মিথ্যা সাক্ষীও মিথ্যা কথনের পর্যায়ভুক্ত। যাকে হাদীসে শির্ক ও মাতা-পিতার অবাধ্যতার পর তৃতীয় পর্যায়ের বড় পাপ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। আর সব থেকে বড় মিথ্যা কথা, আল্লাহ যেসব জিনিস হতে পবিত্র সেগুলোকে তাঁর সাথে সম্পৃক্ত করা। যেমন আল্লাহর সন্তান আছে, অমুক বুযুর্গ আল্লাহর এখতিয়ারে শরীক আছে বলা, 'আল্লাহ অমুক কাজ কিভাবে করতে সক্ষম' বলা; যেমন মক্কার কাফেররা পুনর্জীবনকে অবাস্তব মনে করত। অথবা নিজে নিজে আল্লাহর হারামকৃত জিনিসকে হালাল বা হালালকৃত জিনিসকে হারাম ক'রে নেওয়া; যেমন মুশরিকরা কিছু পশুকে নিজের জন্য হারাম ক'রে নিয়েছিল। এ সকলই মিথ্যা কথা। এ সব থেকে দূরে থাকা অত্যন্ত জরুরী।

অনুরূপভাবে পারস্পরিক লেন-দেন ও সাক্ষ্য প্রদানে মিথ্যাও এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। এ সংগে মিথ্যা কসমও একই বিধানের আওতায় আসে। ইমামদের মতে, যে ব্যক্তি আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা প্রমাণিত হয়ে যাবে তার নাম চারদিকে প্রচার করে দিতে হবে। [কুরতুবী] উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, "তার পিঠে চাবুক মারতে হবে, মাথা ন্যাড়া করে দিতে হবে, মুখ কালো করে দিতে হবে এবং দীর্ঘদিন অন্তরীণ রাখার শাস্তি দিতে হবে।" উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর আদালতে এক ব্যক্তির সাক্ষ্য মিথ্যা প্রমাণিত হয়। তিনি তাকে একদিন প্রকাশ্যে জনসমাগমের স্থানে দাঁড় করিয়ে রাখেন এবং ঘোষণা করে দেন যে, এ ব্যক্তি হচ্ছে ওমুকের ছেলে ওমুক, এ মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে, একে চিনে রাখো। তারপর তাকে কারাগারে আটক করেন। [বাইহাকী: মা'রিফাতুস সুনানি ওয়াল আসার: ১৪/২৪৩] বর্তমান কালে এ ধরনের লোকের নাম খবরের কাগজে ছেপে দিলেই ব্যাপক প্রচারের উদ্দেশ্য হাসিল হতে পারে।

৫৫. বোকামি

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

৩৮. হে মানুষ, তোমরা যারা (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান এনেছো, এ কি হলো তোমাদের! যখন তোমাদের আল্লাহ তায়ালার পথে (কোনো অভিযানে) বের হতে বলা হয়, তখন তোমরা যমীন আঁকড়ে ধরো; তোমরা কি আখেরাতের (সমৃদ্ধির) তুলনায় (এ) দুনিয়ার জীবনকেই বেশী ভালোবাসো, (অথচ) পরকালে (হিসেবের মানদন্ডে) দুনিয়ার জীবনের এ ভোগের উপকরণ নিতান্তই কম।

৩৯. তোমরা যদি (কোনো অভিযানে) বের না হও, তাহলে (এ অবাধ্যতার জন্যে) তিনি তোমাদের কঠিন শাস্তি দেবেন এবং তোমাদের অন্য এক জাতি দ্বারা বদল করে দেবেন, তোমরা কিন্তু তাঁর কোনোই অনিষ্টি সাধন করতে পারবে না, (কারণ) তিনি সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।

[সূরা তাওবা-৩৮-৩৯][134]

আরবের একটা প্রবাদ আছেঃ "বোকাকে হাজারটা বুদ্ধি দিলেও, তার আপনাকে প্রয়োজন হবে"।

মুজাহিদ ইতিমধ্যে জিহাদে অংশ নিয়ে নিজেকে বুদ্ধিমান প্রমাণ করেছে।

যখন মুজাহিদ তার বাগানে কাজ শুরু করে, সে লক্ষ্য করে যে তার প্রতিবেশী তার উপর নজর রাখছে, এবং কিভাবে একটি কাজ রোপন করতে হয়, কীভাবে চিন্তা করতে হয় এবং কীভাবে বিজয়কে সেচ করতে হয় সে ব্যাপারে উপদেশ দেওয়ার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছে।

134

সারকথা হল, আখেরাতের স্থায়ী জীবনের চিন্তা- ভাবনাই মানুষের করা উচিত। বস্তুতঃ আখেরাতের চিন্তাই সকল রোগের একমাত্র প্রতিকার এবং অপরাধ দমনের সার্থক উপায়।

এ আয়াতে অলস ও নিষ্ক্রিয় লোকদের ব্যাধি ও তার প্রতিকার উল্লেখ করে সর্বশেষ ফয়সালা জানিয়ে দেয়া হয় যে, তোমরা জিহাদে বের না হলে আল্লাহ্ তোমাদের মর্মন্তুদ শাস্তি দিবেন এবং তোমাদের স্থলে অন্য জাতির উত্থান ঘটাবেন। আর দ্বীনের আমল থেকে বিরত হয়ে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। কেননা আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান। কাতাদা বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনদেরকে শামের দিকে তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য বের হতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি জানেন এ যুদ্ধে কত কষ্ট রয়েছে। তারপরও তিনি এ যুদ্ধে বের না হওয়ার ব্যাপারে সাবধান করেছেন। [তাবারী]

কোনো মুজাহিদ যদি এই উপদেশগুলি শুনে থাকেন, তবে তিনি শেষ পর্যন্ত অন্য কারো কর্মচারী হয়ে তার মালিকের কাজ শেষ করলেন, এবং যে বাগানটিতে বর্তমানে তিনি কাজ করছেন সেটা তার প্রতিবেশীর মূর্তপ্রকাশ করবে।

মুজাহিদ জানে: একজন বোকা, যিনি অন্য কারো বাগানের দ্বারা আচ্ছন্ন, তার নিজের বাগানের দিকে নজর দিতে পারে না।

মুজাহিদ নিজের বাগানে নিজের কাজ করতে পছন্দ করেন।

৫৬. বিশ্বাসঘাতকতা

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

১. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা (কখনো) আমার ও তোমাদের দুশমনদের নিজেদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। (এটা কেমন কথা যে) তোমরা তাদের প্রতি বন্ধুত্ব দেখাচ্ছো, (অথচ) তোমাদের কাছে যে সত্য (দ্বীন) এসেছে তারা তা অস্বীকার করছে, তারা আল্লাহর রসূল এবং তোমাদের (তোমাদের জন্মভূমি থেকে) বের করে দিচ্ছে শুধু এ কারণে, তোমরা তোমাদের মালিক আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছো; যদি তোমরা (সত্যিই) আমার পথে জেহাদ ও আমার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে (ঘরবাড়ি থেকে) বেরিয়ে থাকো, তাহলে কিভাবে তোমরা চুপে চুপে তাদের সাথে (আবার) বন্ধুত্ব পাতাতে পারো! তোমরা যে কাজ গোপনে করো আর যে কাজ প্রকাশ্যে করো আমি তা সম্যক অবগত আছি; তোমাদের মধ্যে যদি কেউ (দুশমনদের সাথে গোপনে বন্ধুত্ব গড়ার) এ কাজটি করে, তাহলে (বুঝতে হবে) সে (দ্বীনের) সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে।

[সূরা মুমতাহিনাহ-০১][135]

চোখ খোলা রেখে যুদ্ধে অংশ নেয়া উচিত। নিজের নিকটে বিশ্বস্ত লোকদের রাখতে হবে।

135

তাদের সাথে পারিবারিক সম্পর্ক থাকতে পারবে না। অনুরূপভাবে তাদের প্রতি অনুরাগী হওয়া যাবে না। কোন কাফেরকে মুসলিমদের উপর কর্তৃত্ব দেয়া যাবে না। [সা'দী]

(৭৫) আউলিয়া ওলীর বহুবচন। আর ওলী এমন বন্ধুকে বলা হয়, যার সাথে থাকে আন্তরিক ভালবাসা এবং বিশেষ সম্পর্ক। যেমন, মহান আল্লাহ নিজেকে ঈমানদারদের ওলী বলে ঘোষণা দিয়েছেন। [اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ آمَنُوا]"আল্লাহ হলেন ঈমানদারদের ওলী।" আলোচ্য আয়াতের অর্থ হল, ঈমানদারদের পারস্পরিক ভালবাসা এবং বিশেষ সম্পর্ক থাকে। তারা আপোসে একে অপরের অন্তরঙ্গ বন্ধু। এখানে মহান আল্লাহ মু'মিনদেরকে কাফেরদের সাথে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। কারণ, কাফেররা আল্লাহর শত্রু এবং মু'মিনদেরও। সুতরাং তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করা কিভাবে বৈধ হতে পারে? আর এই কারণেই আল্লাহ তাআলা এই বিষয়টাকে কুরআনের আরো কয়েক স্থানে অতীব গুরুত্বের সাথে পেশ করেছেন। যাতে মু'মিনরা কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব এবং বিশেষ সম্পর্ক কায়েম করা থেকে বিরত থাকে। অবশ্য (পার্থিব) প্রয়োজন ও সুবিধার দাবীতে তাদের সাথে সন্ধি ও চুক্তি হতে পারে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের লেনদেনও। অনুরূপ যে কাফের মুসলিমদের সাথে শত্রুতা রাখে না, তার সাথে উত্তম ও সৌজন্যমূলক ব্যবহার করা বৈধ। (এর বিস্তারিত আলোচনা সূরা মুমতাহিনায় আছে।) কারণ, এ সব কার্যকলাপ (বন্ধুত্ব ও ভালবাসা থেকে) ভিন্ন জিনিস।

মাঝে মাঝে এমন ঘটে যে একজন সহযোদ্ধা যিনি মুজাহিদের সাথে কাঁধে কাঁধে লড়াই করে হঠাৎ তার প্রতিপক্ষ হয়ে ওঠেন।[136]

এটা অন্যান্য সমস্ত অনুভূতি উপরে ঘৃণাকে প্রাধান্য দান করে; কিন্তু মুজাহিদ জানেন যে ঘৃণা দ্বারা অন্ধ হয়ে যাওয়া একজন যোদ্ধা পরাজয়ের দন্ডে দন্ডিত হয় এবং যুদ্ধে অদৃশ্য হয়ে যায়।

তারপর তিনি স্মরণ করার চেষ্টা করেন, তার আজকের প্রতিপক্ষ অতীতে বন্ধু হিসাবে কি কি ভাল কাজ করেছিল। তিনি বুঝার চেষ্টা করেন যে, সে কেন এভাবে বদলে গেল এবং কোন আধ্যাত্মিক ক্ষত পুঞ্জিভূত হয়ে পরস্পরকে শক্তিশালী করেছে যা একাজে ভূমিকা রেখেছে। তিনি বুঝতে চেষ্টা

136 ৬. বিশ্বস্ত হতে হবে: এই গুণ না থাকলে কাল সে টাকার লোভে পড়ে শত্রুর হয়ে কাজ করতে পারে। ঠিক এই সমস্যার কারণে পাকিস্তানে শেইখ খালিদ নামে এক প্রবীণতর ভাই গ্রেফতার হয়েছিলেন। তিনি এক পাকিস্তানি আনসারের সাথে কাজ করতেন যে রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে লড়েছিলো এবং তাতে একটা পা হারিয়েছিলো। তারা যখন একসঙ্গে ছিলো, সেই আনসারি খেয়াল করলো যে শেইখের কাছে বড় অংকের টাকা আছে। দীর্ঘসময় সে জিহাদে যুক্ত থাকা সত্বেও শয়তান তাকে টাকাটি হাতিয়ে নিতে প্রলুব্ধ করলো। সে চেয়েছিলো শেইখকে গ্রেফতার করার দায়িত্বে থাকা অফিসারের সাথে টাকা ভাগ করে নেবে। এলাকার উর্ধ্বতন অফিসারের কাছে গিয়ে সে তার পরিকল্পনার কথা বলল, যে সে যদি টাকা ৫০:৫০ ভাগ করতে রাজি থাকে তাহলে সে ভাইটির ঠিকানা অফিসারকে দেবে তাকে গ্রেফতার করার জন্য। অফিসারটি এসব শুনে সেই আনসারির ওপর রেগে গেলো এবং তাকে বলল আল্লাহকে ভয় করতে আর আমেরিকানদের সাহায্য না করতে। সে তাকে বকতে থাকলো আর তাকে বাড়ি ফিরে যেতে এবং এরকম চিন্তাভাবনা ভুলে যেতে উপদেশ দিলো। দিন দশেক পর সেই আনসার আবার টাকাটার কথা চিন্তা করতে শুরু করল। এবার সে আগের অফিসারের চেয়ে উর্ধ্বতন এক অফিসারের কাছে গেলো। এই অফিসারটি রেইডে নেতৃত্ব দিয়ে ভাইটিকে আটক করলো আর টাকা বাজেয়াপ্ত করে নিলো। শেইখকে আমেরিকার হাতে তুলে দেয়া হলো। কিছুদিন পর আনসারিটি সেই অফিসারের কাছে গিয়ে টাকার কথা জিজ্ঞাসা করলে তাকে অবাক করে দিয়ে অফিসার তাকে জঙ্গিদের সাহায্য সহযোগিতা করার দোষ দিতে থাকল। অবশেষে সে আনসারিটিকে আটক করে আমেরিকার হাতে তুলে দেয় আর তারা তাকে পরে কিউবায় পাঠায়। তার লোকসান দেখুন, সে না পেলো দুনিয়া, না পেলো আখিরাত। যেকোন মুজাহিদের জন্য এটি একটি মূল্যবান শিক্ষা – এখন জিহাদ করছেন বলে শয়তান আপনাকে ছেড়ে দেবে এটা কখনও ভাববেন না। বরং সে আরও বেশী পরিশ্রম করবে এবং এমনভাবে প্রলুব্ধ করবে যা সে আগে কখনও করেনি।

করেন যে তাদের প্রত্যেকে আগে হোক বা পরে, কেন বিশ্বাসঘাতকে পরিণত হয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ মুজাহিদের সাথে ভ্রমণ করত, আর যুদ্ধ ও যুদ্ধের আশ-পাশ থেকে পালিয়ে বেড়াত। তাদের কেউ কেউ ছিল বন্ধু, তারা সাহসী, শক্তিশালী এবং দেশপ্রেমিক ছিল, কিন্তু তাদের সবার ঈমান কম ছিল; শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময় তারা কেবল তাদের নিজের শক্তিতে নির্ভর করেছিল। কিন্তু মানুষের ক্ষমতা সীমাহীন নয়।

মুজাহিদ জানেঃ ঈমান নিয়মিত শক্তিশালী করতে মনোযোগ না দিলে তা দুর্বল হয়ে যায়।

মহান আল্লাহ তা’আলা বলেন,

২৭. হে ঈমানদারগণ! জেনে-বুঝে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের খেয়ানত করো না[১] এবং তোমাদের পরস্পরের আমানতেরও[২] খেয়ানত করো না[৩]; [সূরা আনফাল-২৭][137]

137

আল্লাহ্‌র আমানত বলতে অধিকাংশের মতে যাবতীয় ফরয কাজ বুঝানো হয়েছে। আর রাসূলের আমানত বলতে তার সুন্নাত ও নির্দেশ বুঝানো হয়েছে। সে হিসাবে খেয়ানত হলো সেগুলো না মানা। [ফাতহুল কাদীর]

নিজেদের আমানত বলতে সে সব দায়িত্ব বুঝানো হয়েছে, যা কারো প্রতি আস্থা স্থাপন করে তার উপর ন্যস্ত করা হয়। তা ওয়াদা পূরনের দায়িত্ব হতে পারে, সামগ্রিক সামাজিক চুক্তি হতে পারে, কোন সংস্থার আভ্যন্তরীণ গোপন তথ্য হতে পারে, ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত ধন-সম্পদ হতে পারে। কারো প্রতি বিশ্বাস করে জন-সমাজ যদি তাকে কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করে তবে তাও এর মধ্যে শামিল মনে করতে হবে। বিস্তারিত জানার জন্য সূরা আন- নিসার ৫৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দেখুন।

আয়াতের দু’টি অর্থ হতে পারে, প্রথম অর্থ যা উপরে করা হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে খেয়ানত করো না এবং তোমাদের আমানতসমূহেরও

সবার ভুল হয়, একইভাবে কেউ হতাশাজনকভাবে বোকা নয়। মুজাহিদ যখন তার নতুন প্রতিপক্ষকে আবিষ্কার করেন তখন এটাই অনুধাবন করেন।

৫৭. লক্ষ্য

মুজাহিদ জানেন, পরিণাম গৃহীত পদ্ধতিকে ন্যায়সঙ্গত প্রমাণ করে না।

জীবন তাকে অজানা থেকে অনাবিষ্কৃতের দিকে নিয়ে যায়। অস্তিত্বের প্রত্যেকটি মুহূর্তে এই জ্বলন্ত রহস্যের মধ্যে আচ্ছাদিত হয়ে পড়েছে: মুজাহিদ জানে না তিনি কোথা থেকে এসেছেন এবং তিনি কোথায় যাচ্ছেন তাও তিনি জানেন না। কিন্তু এখানে এসে পড়ার [মুজাহিদে পরিণত হয়ে যাওয়ার -অনুবাদক] একটি কারন তো অবশ্যই আছে, এবং তার আত্মা আনন্দ করে এবং হঠাৎ করে নতুন গভীর আবেগে বিমোহিত হয়ে পড়ে।

ইচ্ছা হল এমন চিন্তা যা আমাদের কাজে নিযুক্ত করে।

মুজাহিদ যদি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে তাঁর সমস্ত চিন্তা-ভাবনাকে ব্যবহার করে, তবে তিনি তার পথে অন্য সবকিছুকে উপেক্ষা করে ফেলবেন। যদি তিনি একটি মাত্র প্রশ্নের পিছনে তার সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করেন, তবে তিনি উত্তরগুলি খুঁজে পাবেন না, যদিও জবাব খুব সোজা হয়।

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

খেয়ানত করো না। [তাবারী; ইবন কাসীর] দ্বিতীয় অর্থ, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে খেয়ানত করো না কারণ এতে করে তোমরা তোমাদের উপর অর্পিত আমানতেরই খেয়ানত করে বসবে। [তাবারী; বাগভী]

~~বেশি তাকীদ করেছেন।~~ হাদীসে এসেছে যে, নবী ﷺ প্রায় খুতবায় এ কথাটি অবশ্যই বলতেন, "যে আমানত রক্ষা করে না তার ঈমান নেই, যে চুক্তি রক্ষা করে না, তার দ্বীন নেই।" (আহমাদ)

৬৯. (অপরদিকে) যারা আমারই পথে জেহাদ করে, আমি অবশ্যই তাদের আমার পথে পরিচালিত করি, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা নেককার বান্দাদের সাথে রয়েছেন।

[সূরা আনকাবূত-৬৯][138]

এবং এ কারণে মুজাহিদ নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করেন।

৫৮. রাগ

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

138

جهاد ও مجاهدة এর আসল অর্থ দ্বীনের পথে বাধা বিপত্তি দূর করার জন্যে পূর্ণ শক্তি ব্যয় করা। এখানে এ নিশ্চয়তা দান করা হচ্ছে যে, যারা আল্লাহর পথে আন্তরিকতা সহকারে পূর্ণ শক্তি ব্যয় করবে তাদেরকে মহান আল্লাহ তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দেন না। বরং তিনি তাদেরকে পথ দেখান এবং তাঁর দিকে যাওয়ার পথ তাদের জন্য খুলে দেন। তারা তাঁর সন্তুষ্টি কিভাবে লাভ করতে পারে তা তিনি প্রতি পদে পদে তাদেরকে জানিয়ে দেন। এই আয়াতের তফসীরে ফুদাইল ইবন আয়াদ বলেন, যারা বিদ্যার্জনে ব্রতী হয়, আমি তাদের জন্য আমলও সহজ করে দেই। [বাগভী]

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বান্দার সঙ্গে থাকা দু ধরনের। এক. মুমিন, কাফির নির্বিশেষে সবার সঙ্গে থাকার অর্থ হচ্ছে তাদের সম্পর্কে পরিপূর্ণ জানা, তাদেরকে পর্যবেক্ষনে রাখা ও নিয়ন্ত্রণ করা। দুই. মুমিন, মুহসিন, মুত্তাকীদের সাথে থাকা। তাদের সঙ্গে থাকার অর্থ হচ্ছে, তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করা, তাদের হেফাযত করা। তাছাড়া তাদের সম্পর্কে জানা, দেখা, পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ তো আছেই। তবে এটা অবশ্যই ঈমান রাখতে হবে যে, মহান আল্লাহ্ তাঁর আরশের উপরেই আছেন

১৩৪. সচ্ছল হোক কিংবা অসচ্ছল সর্বাবস্থায় যারা (আল্লাহ্‌র পথে) নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, যারা নিজেদের ক্রোধ সংবরণ করে এবং মানুষের অপরাধসমূহ যারা ক্ষমা করে দেয়; (আসলে) ভালো মানুষদের আল্লাহ্‌ তায়ালা (হামেশাই) ভালোবাসেন।

[সূরা আল ইমরান-১৩৪][139]

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'ঘায়েল বা পরাভূত করতে পারাটাই বীর হওয়ার লক্ষণ নয়, বীর হল ঐ ব্যক্তি যে নিজেকে ক্রোধের সময় সম্বরণ করতে পেরেছে'। [বুখারীঃ ৬১১৪, মুসলিমঃ ২৬০৯] ~~অনুরূপভাবে এক~~

মুজাহিদ জানে যে "ক্যাসকেড ফলাফল"[140] আছে। [অর্থাৎ, মুজাহিদ জানে যে, কোন কাজের বহুমুখী ও সুদূরপ্রসারী ফলাফল আছে।]

---

139 সাহাবী রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেনঃ আমাকে এমন একটি কথা বলুন যা আমার কাজে আসবে, আর তা সংক্ষেপে বলুন যাতে আমি তা আয়ত্ব করতে পারি। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেনঃ রাগ করো না । সাহাবী বার বার একই প্রশ্ন করলেন আর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামও একই উত্তর দিলেন। [বুখারী: ৬১১৬; মুসনাদের আহমাদঃ ৫/৩৪] অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'আল্লাহ্‌ তা'আলা কোন বান্দাকে ক্ষমার বিনিময়ে কেবল সম্মানই বৃদ্ধি করে দেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য বিনয়ী হয় আল্লাহ্‌ তাকে উচ্চ মর্যাদায় আসীন করেন'। [তিরমিযীঃ ২৩২৫, মুসনাদে আহমাদঃ ৪/৪৩১] অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন ক্রোধকে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও দমন করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ তাকে সমস্ত সৃষ্টিকুলের সামনে ডেকে যে কোন হূর পছন্দ করে নেয়ার অধিকার দিবেন"। [ইবন মাজাহ: ৪১৮৬] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহর কাছে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ক্রোধ সম্বরণ করার চেয়ে বড় কোন সম্বরণ বেশী সওয়াবের নেই।" [ইবন মাজাহ: ৪১৮৯]

140 কোন ঘটন জগতে একটি কাজের ফলস্বরূপ অনিবার্য এবং কখনও কখনও অপ্রত্যাশিত ঘটনার শিকলের আবির্ভাব।

মুজাহিদ লক্ষ্য করেন যে, যদি কোন ব্যক্তি অপর একজনকে প্রতিহত করতে না পারে বা তাকে প্রতিহত করার সাহস না রাখে, তবে সে উপযুক্ত আচরণ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। নিজের ভীরুতা প্রকাশে লজ্জিত হয়ে সে দুর্বলের উপর রাগ দেখায়, আর এই দুর্বল তখন আরেক বিনীত ব্যক্তির উপর চড়াও হয়, আর তখন বিপর্যয় এক প্রবেশদ্বার থেকে অন্য প্রবেশদ্বারে স্রোতের ন্যায় ছড়িয়ে যায়।

কেউ তার নিজের নিষ্ঠুরতার পরিণতিগুলি অনুধাবন করার সত্তাগত গুণ বহন করে না।

এবং এই কারণেই মুজাহিদ তার অস্ত্র ব্যবহার শুরু করার সময় এত সতর্ক থাকে। এবং যদি ক্রোধ তাকে আচ্ছন্ন করে, তিনি একটি পাথরের উপর তার মুষ্টিবদ্ধ করে আঘাত করেন এবং তার হাতকে আহত করে।

তার হাত খুব শীঘ্রই সুস্থ হয়ে যাবে, যখন একটি শিশুর ক্ষত সারাজীবন থাকবে, কারন সে তার বাবার একটি পরাজয় স্মরণ রাখবে।

৫৯. সমতা

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

৯৫. মোমেনদের মাঝে যারা কোনো রকম (শারীরিক পংগুত্ব ও) অক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও বসে থেকেছে, আর যারা নিজেদের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহ তায়ালার পথে জেহাদে অবতীর্ণ হয়েছে- এরা উভয়ে কখনো সমান নয়; (ঘরে) বসে থাকা লোকদের তুলনায় (ময়দানের) মোজোহেদদের- যারা নিজেদের জান মাল দিয়ে (আল্লাহ তায়ালার পথে) জেহাদ করেছে, আল্লাহ তায়ালা তাদের উঁচু মর্যাদা দান করেছেন, (জেহাদ তখনো ফরয ঘোষিত না হওয়ায়) এদের সবার জন্যে আল্লাহ তায়ালা উত্তম পুরস্কারের ওয়াদা করেছেন; (কিন্তু এটা ঠিক যে,) আল্লাহ তায়ালা (ঘরে) বসে থাকা লোকদের ওপর (সংগ্রামরত ময়দানের) মোজাহেদদের অনেক শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।

[সূরা নিসা-৯৫][141]

[141] আবু সা'ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে আবু সাঈদ! যে আল্লাহ্কে রব হিসাবে মেনে সন্তুষ্ট, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী হিসাবে মেনে নিয়ে সন্তুষ্ট তার জন্য জান্নাত অবধারিত। আবু সাঈদ এটা শুনে আশ্চার্য হয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে আবার বলুন। রাসূল তাই করলেন। তারপর বললেনঃ 'আরো কিছু কাজ রয়েছে, যার দ্বারা জান্নাতে বান্দার মর্যাদা উন্নত করা হয়, দু'স্তরের মাঝখানের দূরত্ব আসমান ও যমীনের মাঝখানের দূরত্বের মত। তিনি বললেন, সেটা কি? হে আল্লাহ্র রাসূল! রাসূল বললেনঃ আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ। [মুসলিমঃ ১৮৮৪] অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'জান্নাতের একশত স্তর রয়েছে, দু'স্তরের মাঝখানের দূরত্ব শত বৎসরের' [তিরমিযীঃ ২৫২৯]

১৯. তোমরা কি (হজ্জের মওসুমে) হাজীদের পানি পান করানো ও কাবা ঘরের খেদমত করাকে সে ব্যক্তির কাজের সমপর্যায়ের মনে করো, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান এনেছে, পরকালের ওপর ঈমান এনেছে এবং আল্লাহ তায়ালার রাসত্মায় জেহাদ করেছে; এরা কখনো আল্লাহর কাছে সমান (মর্যাদার) নয়; আল্লাহ তায়ালা কখনো যালেমদের সঠিক পথ দেখান না।

২০. যারা আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান এনেছে, (তাঁর সন্তুষ্টির জন্যে) হিজরত করেছে এবং আল্লাহ তায়ালার পথে তাদের জান-মাল দিয়ে জেহাদ করেছে, তাদের মর্যাদা আল্লাহ তায়ালার কাছে সবার চাইতে বড়ো এবং এ ধরনের লোকেরাই (পরিণামে) সফলকাম হবে।

[সূরা তাওবা-১৯-২০][142]

মুজাহিদ সর্বদা উমর ইবনে আল খাত্তাবের কথা স্মরণ করেন:

"হে সা'দ, লোকেদের কথায় আল্লাহর সামনে আত্ম-অভিভূত হবে না, লোকেরা বলে, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা...আল্লাহর রাসূলের সাহাবী...'আল্লাহ, সর্বাধিক পবিত্র ও সর্বশক্তিমান, তিনি খারাপ জিনিসকে অন্য খারাপ জিনিসের দ্বারা নষ্ট করেন না, তবে তিনি ভাল জিনিস দিয়ে খারাপ জিনিস দূর করেন। হে সা'দ, আল্লাহর সামনে আত্মীয়তা, উপাধি ও আভিজাত্যের কোন মূল্য নেই। তার নিকট প্রধান জিনিস হল আনুগত্য। সম্ভ্রান্ত ও সাধারণ উভয়ে আল্লাহর সামনে সমান। আল্লাহ তাদের রব, এবং তারা হল তাঁর বান্দা, যারা একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করে এবং যারা ন্যায়পরায়ণতার দিক থেকে একে অপরের থেকে পৃথক। এবং প্রত্যেকের আনুগত্য

142

জিহাদ সব থেকে বেশী উত্তম আমল। কথা প্রসঙ্গে আসলে এখানে জিহাদের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু আল্লাহর প্রতি ঈমান ছাড়া কোন আমল গ্রহণযোগ্য নয়, এই জন্য প্রথমে তা বর্ণনা করা হয়েছে। মোটকথা প্রথমতঃ জানা গেল যে, জিহাদ থেকে বড় আমল আর কিছু নেই। দ্বিতীয়তঃ জানা গেল যে, এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ মুশরিকদের অমূলক ধারণা ছাড়াও মুসলিমদের নিজ নিজ অনুমান অনুযায়ী কিছু আমলকে অন্য কিছু আমলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়াও ছিল। অথচ এ কাজ শরীয়তদাতারই ছিল; কোন মুমিনের নয়। মু'মিনদের কাজ হল, প্রত্যেক সেই কথার উপর আমল করা, যা আল্লাহ ও রসূলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে।

মোটকথা: নেক আমলগুলোর মর্যাদার তারতম্য রয়েছে। সেমতে আমলকারীর মর্যাদায়ও তারতম্য হবে। অর্থাৎ সকল আমলকারীকে একই মর্যাদায় অভিষিক্ত করা যাবে না। আর একটি কথা হল, আমলের আধিক্যের উপর ফযীলত নির্ভরশীল নয়; বরং আমলের সৌন্দর্যের উপর তা নির্ভরশীল। সূরা আল-মুলকের দ্বিতীয় আয়াতে আছেঃ ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ অর্থাৎ "যাতে আল্লাহ্ পরীক্ষা করতে পারেন তোমাদের কার আমল কত সৌন্দর্যমণ্ডিত।"

অনুসারে আল্লাহ তাদের খবর সুন্দরভাবে রাখেন। সর্বদা নবী যে মহান কাজ শুরু করেছিলেন তা মনে রাখবেন, এবং এটি অব্যাহত রাখবেন। এই আদেশ পালন করতে আপনি বাধ্য"।

পরিচ্ছদঃ ১৭৪৫. আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের মর্যাদা। বলা হয় هَٰذِهِ سَبِيلِي স্ত্রীলিঙ্গ ও هَٰذَا سَبِيلِي পুংলিঙ্গ অর্থাৎ উভই ব্যবহার হয়, আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) (রহঃ) বলেন, غُزًّي এর একবচন হল غَازٍ এবং هم دَرَجَاتٌ এর অর্থ لهم دَرَجَاتٌ অর্থাৎ তাদের জন্য রয়েছে মর্যাদা

২৫৯৮। ইয়াহইয়া ইবনু সালিহ (রহঃ) ... আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি যে ঈমান আনল, সালাত (নামায/নামাজ) আদায় করল ও রমযানের সিয়াম পালন করল সে আল্লাহর পথে জিহাদ করুক কিংবা স্বীয় জন্মভূমিতে বসে থাকুক, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া আল্লাহর দায়িত্ব হয়ে যায়। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি লোকদের এ সুসংবাদ পৌঁছে দিব না? তিনি বলেন, আল্লাহর পথে মুজাহিদদের জন্য আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে একশটি মর্যাদার স্তর প্রস্তুত রেখেছেন। দু'টি স্তরের ব্যবধান আসমান ও যমীনের দুরত্বের ন্যায়। তোমরা আল্লাহর কাছে চাইলে ফেরদাউস চাইবে। কেননা এটাই হল সবচাইতে উত্তম ও সর্বোচ্চ জান্নাত। আমার মনে হয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ-ও বলেছেন, এর উপরে রয়েছে আরশে রহমান। আর সেখান থেকে জান্নাতের নহরসমূহ প্রবাহিত হচ্ছে। মুহাম্মদ ইবনু ফুলাইহ্ (রহঃ) তাঁর পিতার সূত্রে (নিঃসন্দেহে) বলেন, এর উপরে রয়েছে আরশে রহমান।

[বুখারী][143]

143

ব্যাখ্যা: ''যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনবে, সলাত কায়িম করবে এবং সিয়াম পালন করবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন'' এ বাক্যে ইসলামের রুকন ও সলাত এবং সিয়ামের মতো বাহ্যিক 'আমল হওয়া সত্ত্বেও হজ্জ/হজ ও যাকাতের কথা আলোচনা না করার কারণ :

ইবনু বাত্তল বলেনঃ ''যাকাত ও হজে/হজ্জের আলোচনা না করার কারণ হচ্ছে তা তখনও ফরয হয়নি''। ইমাম ইবনু হাজার আল 'আস্কালানী বলেনঃ বরং বর্ণনাকারীদের কোনো একজনের কাছ থেকে এর উল্লেখ বাদ পড়ে গেছে। কেননা তিরমিযীতে মু'আয বিন জাবাল -এর হাদীসে হজে/হজ্জের কথা উল্লেখ রয়েছে এবং তিনি উক্ত হাদীসে বলেছেনঃ ''আমি জানি না (আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যাকাতের উল্লেখ করেছেন কিনা''। তাছাড়া উক্ত হাদীসটি ইসলামের রুকনসমূহ বর্ণনা প্রসঙ্গে নয়। সুতরাং যদি তা সংরক্ষিত হয়ে থাকে তাহলে হাদীসে যা উল্লেখ রয়েছে (সলাত ও সিয়াম) তাতেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত, যেহেতু এ 'আমল অধিকাংশ সময় বার বার করা হয়ে থাকে। আর যাকাত তো কেবল তার ওপরই ফরয, যে শর্তানুসারে নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদের মালিক। আর হজ্জ/হজ তো বিলম্ব করার অবকাশের সাথে জীবনে মাত্র একবার আদায় করা ওয়াজিব।

(ফাতহুল বারী ৬ষ্ঠ খন্ড, হাঃ ২৭৯০)

(جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا) ''(আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন) চাই সে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করুক কিংবা তার মাতৃভূমিতে বসে থাকুক, যেখানে সে জন্মলাভ করেছে'' এ বাক্যে ঐ ব্যক্তির জন্য সান্তবনা ও আশার বাণী রয়েছে যে জিহাদ থেকে বঞ্চিত হয়েছে, এই মর্মে যে, সে তার 'আমালের প্রতিদান থেকে বঞ্চিত হবে না। বরং তার ঈমান ও অন্যান্য আবশ্যকীয় ফরযসমূহ দৃঢ়ভাবে পালনের সাওয়াব তাকে জান্নাতে পৌঁছে দিবে, যদিও জান্নাতে মুজাহিদদের মর্যাদার তুলনায় তার মর্যাদা কম হবে। (ফাতহুল বারী ৬ষ্ঠ খন্ড, হাঃ ২৭৯০)

''তারা বললঃ আমরা কি মানুষকে সুসংবাদ দিব না?'' তিরমিযীর বর্ণনামতে মু'আয বিন জাবাল এবং ত্ববারানীর বর্ণনামতে আবুদ্ দারদা এ কথা বলেছিলেন। তিরমিযীর বর্ণনায় রয়েছে, মু'আয বিন জাবাল বলেন, আমি বললামঃ

ألا أخبر بهذا الناس ؟ فقال رسول الله ﷺ ذر الناس يعملون فإن الجنة مائة درجة

''অর্থাৎ- আমি কি মানুষকে এ সংবাদ দিব না? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ মানুষকে (চলমান গতিতে) 'আমল করতে দাও। কেননা জান্নাতে রয়েছে একশত মর্যাদার স্তর।'' (ফাতহুল বারী ৬ষ্ঠ খন্ড, হাঃ ২৭৯০)

মুজাহিদ তার দ্বীনি ভাই-বোনদের ভালোবাসেন এবং তাদেরকে নিজের উপর অগ্রাধিকার দেন।

৬০. একমত হওয়া

মহান আল্লাহ রব্বুল আ’লামীন বলেন,

(مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ) ‘‘দু’টি স্তরের মাঝে ব্যবধান আকাশ ও জমিনের মাঝের ব্যবধানের ন্যায়’’। একটি হাদীসের বর্ণনায় আছে, আকাশ ও জমিনের মাঝে দূরত্ব পাঁচশত বছরের রাস্তা। (মিরকাতুল মাফাতীহ)

‘আল্লামা ইবনু হাজার আল ‘আসক্বালানী তার ফাতহুল বারীতে উল্লেখ করেন যে, ইমাম তিরমিযী মুহাম্মাদ বিন জুহাদাহ এর সূত্রে বর্ণনা করেন: ‘‘প্রত্যেক দুই স্তরের মাঝে একশত বছরের ব্যবধান’’। আর একই সূত্রে ত্ববারানী বর্ণনা করেন যে, উভয়ের মাঝে পাঁচশত বছরের ব্যবধান। আর উভয় বর্ণনা যদি বিশুদ্ধ হয়ে থাকে তাহলে দূরত্বের পরিমাণে বছর সংখ্যার ভিন্নতা ভ্রমণের গতির ভিন্নতার কারণে। (ফাতহুল বারী ৬ষ্ঠ খন্ড, হাঃ ২৭৯০)

‘‘কেননা তা (জান্নাতুল ফিরদাওস) হচ্ছে জান্নাতসমূহের মধ্যে সবচাইতে মধ্যম এবং সর্বোচ্চ জান্নাত’’ বাক্যে ‘আওসাতুল জান্নাহ্’ তথা ‘মধ্যম জান্নাত’ এর অর্থ হলো সর্বোত্তম জান্নাত। যেমন : আল্লাহ তা‘আলা কুরআনে ইরশাদ করেন : ‘‘আর অনুরূপভাবে আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি উত্তম জাতি হিসেবে। (সূরা আল বাকারা ২ : ১৪৩)

আর ‘‘ওয়া আ‘লাহা’’ তথা ‘সর্বোচ্চ জান্নাত’ এ অংশকে পূর্বের অংশের সাথে (আতফ) মিলানো হয়েছে তাকীদ বা অর্থকে শক্তিশালী করার জন্য। (ফাতহুল বারী ৬ষ্ঠ খন্ড, হাঃ ২৭৯০)

ইমাম ইবনু হিব্বান বলেনঃ ‘‘আওসাত বলতে (জান্নাতুল ফিরদাওসের) প্রশস্ততা এবং আ‘লা বলতে তার উপরে অবস্থিত হওয়া বুঝানো হয়েছে।’’ (ফাতহুল বারী ৬ষ্ঠ খন্ড, হাঃ ২৭৯০)

‘‘আর সেখান থেকে জান্নাতের নহরসমূহ প্রবাহিত হয়’’, অর্থাৎ- জান্নাতুল ফিরদাওস থেকে জান্নাতের চারটি নহর প্রবাহিত হয়। (ফাতহুল বারী ৬ষ্ঠ খন্ড, হাঃ ২৭৯০)

জান্নাতের চারটি নহর হচ্ছে পানি, দুধ, শরাব (মদ) ও মধুর নহর। (মিরকাতুল মাফাতীহ)

জান্নাতুল ফিরদাওস এমন এক বাগান যেখানে সকল প্রকার নি‘আমাতের সমাহার ঘটেছে। আলোচ্য হাদীসে মুজাহিদীনদের মর্যাদা বা ফাযীলাতের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীসটিতে জান্নাতের বড়ত্ব এবং তন্মধ্যে বিশেষভাবে জান্নাতুল ফিরদাওসের মহত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। উক্ত হাদীসে এ বিষয়েও ইঙ্গিত রয়েছে যে, মুজাহিদের মর্যাদা মুজাহিদ ব্যতীত অন্যরাও তাদের একনিষ্ঠ নিয়্যাত কিংবা নেক ‘আমল দ্বারা কখনো কখনো লাভ করতে সক্ষম হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘‘জান্নাতুল ফিরদাওস মুজাহিদীনদের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে’’ এ কথার ঘোষণা দেয়ার পরও সকলকেই জান্নাতুল ফিরদাওস লাভের জন্য প্রার্থনা করতে বলেছেন। (আল্লাহই সর্বাপেক্ষা অধিক জানেন)। (ফাতহুল বারী ৬ষ্ঠ খন্ড, হাঃ ২৭৯০)

১৫৯. এটা আল্লাহ্‌র এক (অসীম) দয়া যে, তুমি এদের সাথে ছিলে কোমল প্রকৃতির (মানুষ, এর বিপরীতে) যদি তুমি নিষ্ঠুর ও পাষাণ হৃদয়ের (মানুষ) হতে, তাহলে এসব লোক তোমার আশপাশ থেকে সরে যেতো, অতএব তুমি এদের (অপরাধসমুহ) মাফ করে দাও, এদের জন্যে (আল্লাহ্‌র কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং কাজকর্মের ব্যাপারে এদের সাথে পরামর্শ করো, অতপর (সে পরামর্শের ভিত্তিতে) সংকল্প একবার যখন তুমি করে নেবে তখন (তার সফলতার জন্যে) আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করো; অবশ্যই আল্লাহ্‌ তায়ালা (তাঁর ওপর) নির্ভরশীল মানুষদের ভালোবাসেন।

[সূরা আল ইমরান-১৫৯][144]

আপনি অন্য কোন মুজাহিদদের সাথে আপনার কর্মের সমন্বয় না করে ও যুদ্ধের প্রস্তুতি না নিয়ে যুদ্ধে জড়াবেন না; এবং কোন পূর্ববর্তী অভিপ্রায় এবং চিন্তা ছাড়া যুদ্ধ করা যাবে না।

রব্বুল আলামীন বলেন,

144

(৮৫) অর্থাৎ, মুসলিমদের মনস্তুষ্টির জন্য পরামর্শ করে নিবেন। এই আয়াত দ্বারা পরামর্শ করার গুরুত্ব, তার উপকারিতা এবং তার প্রয়োজনীয়তা ও বৈধতা প্রমাণিত হয়। পরামর্শ করার এই নির্দেশ কারো নিকট ওয়াজিব এবং কারো নিকট মুস্তাহাব। (ইবনে কাসীর) ইমাম শওকানী লিখেছেন যে, 'শাসকদের জন্য অত্যাবশ্যক হল, তাঁরা এমন সব ব্যাপারে উলামাদের সাথে পরামর্শ করবেন, যে সব ব্যাপারে তাঁদের জ্ঞান নেই অথবা যে ব্যাপারে তাঁরা সমস্যায় পড়েন। সেনাবাহিনীর উর্ধ্বতন অফিসারদের সাথে সৈন্য সংক্রান্ত বিষয়ে, জনগণের দায়িত্বে নিয়োজিত নেতাদের সাথে জনসাধারণের কল্যাণ প্রসঙ্গে এবং অন্যান্য বিভিন্ন অঞ্চলে নিযুক্ত সরকারী দায়িত্বশীলদের সাথে সেই অঞ্চলের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পরামর্শ করবেন।' ইবনে আত্বিয়্যাহ বলেন, 'এমন শাসকদের বরখাস্ত করার ব্যাপারে কোনই দ্বিমত নেই, যাঁরা আলেম ও দ্বীনদারদের সাথে কোন পরামর্শ করেন না।' আর এই পরামর্শ সেই সব বিষয়ের মধ্যেই সীমিত থাকবে, যে সব ব্যাপারে শরীয়ত নীরব (যে সম্বন্ধে শরীয়তের সুস্পষ্ট কোন সমাধান নেই) অথবা যার সম্পর্ক হল প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার সাথে। (ফাতহুল ক্বাদীর)

রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক হাদীসে বলেছেন, "যার কাছে পরামর্শ চাওয়া হয়, সে আমানতদার" । [ইবন মাজাহ: ৩৭৪৫] অর্থাৎ সে আমানতের সাথে পরামর্শ দিবে, ভুল পথে চালাবে না এবং আমানত হিসেবেই সেটা তার কাছে রাখবে ।

৪৬. তোমরা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করো, নিজেদের মধ্যে পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ করো না, অন্যথায় তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলবে এবং তোমাদের প্রতিপত্তি খতম হয়ে যাবে, তোমরা ধৈর্য ধারণ করো; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।

[সূরা আল আনফাল-৪৬][145]

৪৮০০। আবূ উমামা (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি ন্যায়সঙ্গত হওয়া সত্ত্বেও ঝগড়া পরিহার করবে আমি তার জন্য জান্নাতের বেষ্টনীর মধ্যে একটি ঘরের যিম্মাদার; আর যে ব্যক্তি তামাশার ছলেও মিথ্যা বলে না আমি তার জন্য জান্নাতের মাঝখানে একটি ঘরের যিম্মাদার আর যে ব্যক্তি তার চরিত্রকে সৌন্দর্যমন্ডিত করেছে আমি তার জন্য জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে অবস্থিত একটি ঘরের যিম্মাদার।[1]

146

---

145 এখানে আরও একটি হিদায়াত দেয়া হয়েছে । যাতে দূর্বল ও শক্তিহীন হওয়ার কারণ বলে দেয়া হয়েছে, যাতে তা থেকে প্রতিকারের ব্যবস্থা নেয়া যায় । বলা হয়েছে, তোমরা যদি বিবাদে লিপ্ত হও তবে তোমাদের মাঝে সাহসহীনতা বিস্তার লাভ করবে এবং তোমাদের মনোবল ভেঙ্গে যাবে, তোমরা হীনবল হয়ে পড়বে । [আইসারুত তাফাসীর] এখানে আনুগত্য না করার ক্ষতিকর দিকগুলোর উপর আলোকপাত করে তা থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে । এটি পঞ্চম হিদায়াত ।

146 [1]. বায়হাক্বী।
হাদিসের মানঃ হাসান (Hasan)

৬১. শহীদ

মৃত্যু[147] অনিবার্য সত্য, এবং মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে তিনবার তার গুরুত্ব জোর দিয়ে বলেছেন,

১৮৫. প্রত্যেক প্রাণীই মরণের স্বাদ ভোগ করবে; (অতপর) তোমাদের (জীবনভর) কামাইর প্রতিফল কেয়ামতের দিন আদায় করে দেয়া হবে, যাকে (জাহান্নামের) আগুন থেকে বাঁচিয়ে দেয়া হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে; সেই হবে সফল ব্যক্তি। (মনে রেখো,) এই পার্থিব জীবন কিছু বাহ্যিক ছলনার মাল সামানা ছাড়া আর কিছুই নয়।

[সূরা আল ইমরান-১৮৫]

কোন মানুষই মরণশীল, এমনকি যদি তার আশা তাকে প্রতারিত করে।

আল্লাহ বলেছেন:

৫৮. যারা আল্লাহ তায়ালার পথে (তাঁরই সন্তুষ্টির জন্যে) নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে গেছে, পরে (আল্লাহর পথে) নিহত হয়েছে, কিংবা (এমনিই) মৃত্যু বরণ করেছে, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা (কেয়ামতের দিন) তাদের উত্তম রেযেক দান করবেন; নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন সর্বোত্তম রেযেকদাতা।

[সূরা হাজ্জ-৫৮]

---

147 অর্থাৎ, শিশু জন্ম নিলে আযান দেওয়া হয়, আর তুমি মরণ পর্যন্ত নামায পিছিয়ে রাখ। এটি এ কথার দলীল যে, জীবনও বড় সামান্য সময়ের; আযান ও নামাযের মধ্যবর্তী সময়ের মত!

সালামাহ আল-আহমার বলেন, একদা আমি বাদশা হারুন রশীদের নিকট গমন করলাম। তাঁর বালাখানা ও রাজমহল দেখে আমি তাঁকে বললাম, 'আপনার মহলখানা বেশ প্রশস্ত! আপনার মৃত্যুর পরে আপনার কবরখানিও যদি প্রশস্ত হয়, তবেই ভালো।'

এ কথা শুনে তিনি কাঁদতে লাগলেন। অতঃপর বললেন, 'হে সালামাহ! আপনি আমাকে সংক্ষেপে আরো কিছু উপদেশ দিন।'

আমি বললাম, 'হে আমীরুল মু'মেনীন! যদি কোন মরুভূমিতে পৌঁছে পিপাসায় আপনার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়, তাহলে তা দূর করার জন্য কত পরিমাণ অর্থ দিয়ে এক ঢোক পানি কিনবেন বলবেন কি?'

তিনি বললেন, 'আমি আমার অর্ধেক রাজত্ব দিয়ে তা কিনব।'

আমি বললাম, 'অতঃপর তা কিনে পান করে তা যদি আপনার পেট থেকে বের হতে না চায়, তাহলে তা বের করার জন্য কি ব্যয় করবেন?'

বললেন, 'বাকী অর্ধেক রাজত্ব ব্যয় করে দেব।'

আমি বললাম, 'অতএব সে দুনিয়ার উপর আল্লাহর অভিশাপ, যে দুনিয়ার মূল্য হল মাত্র এক ঢোক পানি ও এক গোড় পেশাব!'

এ কথা শুনে বাদশা হারুন রশীদ আরো জোরে কেঁদে উঠলেন।

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলেছেনঃ 'ধর্মযুদ্ধে নিহত শহীদ ব্যতীত এমন কোন লোক নেই, যে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করে পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে যাবার ইচ্ছা পোষণ করবে এবং দুনিয়াতে যা কিছু রয়েছে তন্মধ্যে কিছু পাবার ইচ্ছা করবে। শহীদই দুনিয়াতে ফিরে যেতে ইচ্ছা করবে এবং দশবার শহীদ হতে ইচ্ছা করবে। কারণ তিনি সেখানে শাহাদতের মর্যাদা অবলোকন করবেন।'—বুখারী ও মুসলিম শরীফ, মিশকাত, পৃষ্ঠা ৩৩০

সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের শ্রেষ্ঠ গুণাবলী মুজাহিদের মধ্যে উপস্থিত হয়: সাহস, সহজাত মর্যাদা, বিশ্বস্ততা এবং ভক্তি, অক্ষয়তা এবং নিঃস্বার্থতা।

মুজাহিদ খুবাইব (রা) এর বীরত্বপূর্ণ মৃত্যু সম্পর্কে সাঈদ ইবনে আমীরের বর্ণিত কাহিনী স্মরণ করেন: নারী ও শিশুদের কোলাহল ও চিৎকারের মাঝে হুবাইবের দৃঢ় ও শান্ত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন সাঈদঃ "আপনি যদি পারেন, তবে আমাকে মৃত্যুর আগে দুই রাকাত নামায পড়তে দিন...।"

সাঈদ দেখছিলেন কিভাবে খুবাইব পবিত্র মক্কা ভবনের মুখোমুখি উঠে দাঁড়িয়ে দুই রাকাত সালাত আদায় করেন। সেই সালাত কত না বিস্ময়কর এবং কত না নিখুঁত ছিল!

এরপর সাঈদ দেখলেন, খুবাইব কুরাইশ নেতাদের দিকে তাকিয়ে বললেনঃ

"আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, যদি তুমি এই চিন্তা না করতে যে, আমি আমার সালাত বর্ধিত করার চেষ্টা করছি কারণ আমি মৃত্যুর ভয়ে ভীত, তাহলে আমি সালাত আরও বেশী লম্বা করতাম..."[148]

148

ইবন ইসহাক আসেম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ খুবাইবই সর্বপ্রথম মুসলমানদের জন্য নিহত হওয়ার পূর্বে দুই রাক'য়াত নামায আদায়ের প্রথা চালু করেন। এটা তাঁরই সুন্নাত।৩১

ইবন কাসীর-১/৬০২; আল-বিদায়া-৪/৬৫

ছিল এই রকম ঃ সা'ঈদ ইবন 'আমের মাঝে মাঝে এমনভাবে অচেতন হয়ে পড়েন যে, তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে ধারণা হয়। সা'ঈদের নিকট খলীফা 'উমার এর কারণ জানতে চান। সা'ঈদ বলেন ঃ আমি মক্কায় খুবাইব আল-আনসারীর শূলীতে ঝোলানোর দৃশ্য দেখেছিলাম। কুরাইশরা তাঁর দেহ থেকে গোশত কেটে কেটে ফেলেছিল। তারপর তাঁকে গাছে ঝুলিয়ে জানতে চেয়েছিল! তুমি কি এটা পসন্দ করবে যে, তোমার এই স্থানে মুহাম্মদকে আনা হোক? তিনি বলেছিলেন ঃ আমি আমার পরিবার-পরিজন ও সন্তানদের মধ্যে নিরাপদে অবস্থান করি এবং তার বিনিময়ে মুহাম্মাদের গায়ে একটি কাঁটার আঁচড় লাগুক, আল্লাহর কসম, আমি তা কক্ষণো পসন্দ করিনে।' আমার যখনই সেই দিনটির কথা মনে পড়ে তখন আমার মধ্যে একটা অপরাধবোধ জেগে ওঠে।

লোকেরা তাদের হাত উঁচু করে বাড়িয়ে দিলো, আর জনতার ভিড় জোরে জোরে চিৎকার করে বললো, "তাকে মেরে ফেল! তাকে মেরে ফেল!"

তারপর সাঈদ ইবনে আমীর দেখলেন, খুবাইব ফাঁসিকাঠ থেকে উজ্জ্বল চোখে আকাশের দিকে দেখেছেন এবং বলেছিলেন:

اللَّهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَدًا وَاقْتُلْهُمْ بِدَدًا وَلَا تُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا

—হে আল্লাহ! তাদের সংখ্যা তুমি গুণে রাখ, এক এক করে তাদেরকে হত্যা কর এবং তাদের কাউকে তুমি ছেড়ে দিও না।

149

149

~~তাহলে সে বদদু'আ তার উপর না পড়ে অন্যত্র পড়ে।~~[২৬] আল-হারেস বলেন ঃ আমি উপস্থিত ছিলাম! আল্লাহর কসম! আমাদের কেউ বেঁচে থাকবে এমন ধারণা আমার ছিল না।[২৭]

খুবাইবের (রা) দু'আ আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছিল। যে সকল নরাধম তাঁর হত্যায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল, এক বছরের মধ্যে তাদের সবাই অতি নির্দয়ভাবে নিহত হয়।[২৮]

পরে খুবাইব তার শরীরে তলোয়ার ও বর্শার অসংখ্য ক্ষত নিয়ে তাঁর শেষ শ্বাস নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

৪৮২৪-(১৫৭/১৯০৯) আবূ তাহির ও হারমালাহ ইবনু ইয়াহইয়া (রহঃ) ..... সাহল ইবনু হুনায়ফ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর নিকট শাহাদাত প্রার্থনা করে আল্লাহ তা'আলা তাকে শহীদের মর্যাদায় অভিষিক্ত করবেন যদিও সে আপন শয্যায় ইন্তিকাল করে (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৪৭৭৭, ইসলামিক সেন্টার ৪৭৭৮)

150

150 গ্রন্থঃ সহীহ মুসলিম (হাঃ একাডেমী) অধ্যায়ঃ ৩৪। প্রশাসন ও নেতৃত্ব (كتاب الإمارة)
হাদিস নম্বরঃ [4824] পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি

ইয়ারমুকের যুদ্ধে গ্রীষ্মের দুপুরে পিপাসিত ব্যক্তি যেমন ঠাণ্ডা পানির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তেমনি তিনি শত্রুপক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। যুদ্ধের কোন এক পর্যায়ে মুসলমানদের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হলো, তিনি তখন ঘোড়া থেকে নেমে তরবারি কোষ-মুক্ত করেন এবং রোমান বাহিনীর অভ্যন্তরভাগে ঢুকে পড়েন। অবস্থা বেগতিক দেখে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ তাঁর দিকে ছুটে যান এবং বলেন, 'ইকরিমা এমনটি করোনা। তোমার হত্যা মুসলমানদের জন্য বিপজ্জনক হবে।'

জবাবে তিনি বললেন ঃ

'খালিদ আমাকে ছেড়ে দাও। রাসূলের (সা) ওপর ঈমান আনার ব্যাপারে তুমি আমার থেকে অগ্রগামী। আমার পিতা ও আমি ছিলাম রাসূলুল্লাহর (সা) সবচেয়ে বড় শত্রু। আমাকে আমার অতীতের কাফফারা আদায় করতে দাও। অনেক যুদ্ধেই আমি রাসূলুল্লাহর (সা) বিরুদ্ধে লড়েছি। আর আজ আমি রোমান বাহিনীর ভয়ে পালিয়ে যাব? এ আমার পক্ষে সম্ভব নয়।' একথা বলে তিনি মুসলমানদের কাছে আবেদন জানালেন, 'মৃত্যুর ওপর বাইয়াত করতে চায় কে?' তাঁর এ আহ্বানে সাড়া দিলেন তাঁর চাচা হারিস ইবন হিশাম, দিরার ইবনুল আযওয়ার ও আরো চার শ' মুসলিম সৈনিক। তাঁরা খালিদ ইবন ওয়ালিদের তাঁবুর সম্মুখভাগ থেকেই তুমুল লড়াই চালিয়ে ইয়ারমুকের ময়দানে বিরাট বিজয় ও সম্মান বয়ে এনেছিলেন। এই ইয়ারমুকের ময়দানেই হারিস ইবন হিশাম, আয়য়াশ ইবন আবী রাবিয়া ও ইকরিমা ইবন আবী জাহলকে ক্ষত বিক্ষত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা গেল। পিপাসায় কাতর হারিস ইবনে হিশাম পানি চাইলেন। যখন তাঁকে পানি দেয়া হলো, ইকরিমা তখন তাঁর দিকে তাকালেন। এ দেখে তিনি বললেন, 'ইকরিমাকে দাও।' পানির গ্লাসটি যখন ইকরিমার কাছে নিয়ে যাওয়া হলো তখন আয়য়াশ তার দিকে তাকালেন। তা দেখে ইকরিমা বললেন, 'আয়য়াশকে দাও।' আয়য়াশের কাছে পানির গ্লাসটি নিয়ে যাওয়া হলে দেখা গেল, তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তারপর গ্লাসটি হাতে নিয়ে একে একে তার অপর দুই সাথীর কাছে গিয়ে দেখা গেল তাঁরাও তারই পথের পথিক হয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের সকলের প্রতি রাজী ও খুশী থাকুন। আমীন।

“হযরত আবু কাতাদাহ (রাঃ) রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শ্রুত বাণী বর্ণনা করেন, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবাগণের এক মজলিসে দাঁড়িয়ে বলেন—আল্লাহর উপর ঈমান এবং তাঁর রাহে জিহাদ সবচাইতে উত্তম আমল। এটা শ্রবণের সাথেই এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যদি আল্লাহর রাহে শহীদ হয়ে যাই তাহলে আমার সমস্ত গোনাহ ক্ষমা হবে কী? তিনি বললেন, হাঁ, যদি তুমি সম্মুখগামী অবস্থায় পশ্চাদপদ না হয়ে ঈমানের উপর অটল থেকে সওয়াবের নিয়তে আল্লাহর রাহে শহীদ হও।

এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কী জিজ্ঞেস করেছিলে যেন? সে বলল, যদি আমি আল্লাহর পথে শহীদ হই তাহলে আমার সমস্ত গোনাহ ক্ষমা হবে কী? তিনি বললেন, হাঁ, যদি তুমি সম্মুখগামী হয়ে পশ্চাদপদ না হয়ে ঈমানের উপর অটল থেকে সওয়াবের নিয়তে জিহাদ করে থাক এবং শহীদ হয়ে থাক তাহলে ঋণ ব্যতীত সবকিছুই ক্ষমা হবে। জিব্রিল (আঃ) আমাকে এটাই বলেছে।”

(মুসলিম শরীফ ২ ঃ ১৩৫)

[151]

একবার স্থানান্তর করার জন্য একটি আদেশ জারি করা হয়, মুজাহিদ তার যাত্রার সময় যাদের সাথে বন্ধুত্ব করেছেন তাদেরকে দেখেন।

---

[151]

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ বর্ণিত হাদীসের মধ্যে শাহাদাতের ফযীলাতের পাশাপাশি অন্যের অধিকার এবং ঋণ পরিশোধের ব্যাপারেও গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সুতরাং সমস্ত গোনাহ মাফ হওয়া সত্ত্বেও অপরের অধিকার এবং ঋণ পরিশোধের বিষয়টিকে অপরিহার্য করে দেয়া হয়েছে।

তার হৃদয় দুঃখে পরিপূর্ণ, তবে মুজাহিদ জানে যে তার অস্ত্র পবিত্র এবং তিনি অবশ্যই আল্লাহর আদেশ পালন করবেন, তিনি আল্লাহর প্রতি তার জিহাদকে উৎসর্গ করেছেন।

এবং তারপর মুজাহিদ তার ভাইদের ধন্যবাদ জানায়, একটি গভীর শ্বাস নেয় এবং চলতে থাকেন, মুজাহিদ তার ভাইয়ের সাথে অতীত সফরের অবিস্মৃত স্মৃতি বহন করেন।

৬২. দুয়া

মহান আল্লাহ বলেন,

২৫০. তারপর (যখন) সে তার সৈন্য নিয়ে (মোকাবেলা করার জন্যে) দাঁড়ালো, তখন তারা (আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়ে) বললো, হে আমাদের মালিক, তুমি আমাদের সবরের তাওফীক দান করো, দুশমনের মোকাবেলায় আমাদের কদম অটল রাখো এবং অবিশ্বাসী কাফেরদের মোকাবেলায় তুমি আমাদের সাহায্য করো;

[সূরা বাক্বারাহ-২৫০][152]

১৮। জিহাদের মাঠে শত্রুর মুখোমুখি হলেঃরাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন, "দুটি দোয়া কক্ষনো ফিরিয়ে দেয়া হয়না অথবা খুবই কম ফিরিয়ে দেয়া হয়। আযানের সমকার দোয়া আর সেই ভয়ংকর সময়কার দোয়া যখন দু'টি বাহিনী পরস্পর মুখোমুখি হয়"। (আবু দাউদ ২৫৪০, ইবন মাজাহ)

153

---

152 ঈমানদারগণ আল্লাহর নিকট ধৈর্য ও সুদৃঢ় থাকার তওফীক চেয়ে এবং কুফ্রীর মোকাবেলায় ঈমানের সফলতার জন্য দুআ করেন। অর্থাৎ, (যুদ্ধের) পার্থিব উপকরণাদি গ্রহণ করার সাথে সাথে ঈমানদারদের জন্য অত্যাবশ্যক হল, এ রকম পরিস্থিতিতে আল্লাহর নিকট বিশেষভাবে প্রার্থনা করা। যেমন, বদরের যুদ্ধে নবী করীম ﷺ অত্যধিক কাকুতি-মিনতির সাথে বিজয় ও সাহায্য চেয়ে দুআ করেছিলেন। মহান আল্লাহ তাঁর সে দুআ কবুল করেছিলেন। ফলে অতীব অল্প সংখ্যক মুসলিম দল অধিক সংখ্যক কাফের দলের উপর জয় লাভ করেছিল।

153 **(১১) যুদ্ধের মাঠে শত্রুর সাথে মোকাবেলার সময় :** রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'হে জনগণ! তোমরা যখন শত্রুর সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন আল্লাহ্র নিকট নিরাপত্তা চাও, ধৈর্যধারণ কর এবং জেনে রেখ, নিশ্চয়ই জান্নাত তরবারীর ছায়ার নীচে' *(বুখারী, মুসলিম, আবুদাঊদ, হা/২৬৩১; মিশকাত হা/৩৯৩০ 'কাফেরদের পত্রের মাধ্যমে ইসলামের দিকে আহ্বান' অনুচ্ছেদ, 'জিহাদ' অধ্যায়)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, দু'সময় দো'আ ফেরত দেওয়া হয় না: (১) আযানের সময় এবং (২) যুদ্ধের সময় *(ছহীহ আবুদাঊদ, হা/২৫৪০; সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৬৭৩ 'আযানের ফযীলত' অনুচ্ছেদ)*।

ইবাদাতের দ্বারা মুজাহিদ সাহায্য চায়ঃ

"হে আল্লাহ! আমি আপনার ইচ্ছার কাছে নিজেকে অর্পণ করছি এবং আমি আপনার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে সন্তুষ্ট। আমার মনে আপনার ভয় বৃদ্ধি করুন। [আমার তাক্বওয়া বাড়িয়ে দিন।] আপনার প্রতি আমার মহব্বতকে মজবুত করুন। আমাকে ধৈর্য দিন এবং আমার আত্মাকে জোরদার করুন। আমার দৃঢ়তার প্রতিদান দান করুন এবং আমাকে আপনার সরল পথে ইস্তিক্বামাত দান করুন। আমাকে আমার নিজের উপর আধিপত্য লাভের সুযোগ দিন। আমাকে কাফেরদের উপর বিজয় দান করুন। আমাকে এমন জ্ঞান দিন যা ভুলে যাব না। শহীদ হিসাবে মরার সুযোগ দিন। আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার প্রতি করুণা করুন"।

[154]

[154] তাহাজ্জুদের সময় দুয়া সেই তীরের ন্যায়, যা লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয় না।–ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আল্লাহর কাছে মিনতি করে চাওয়া একটি ইবাদাত।" **(আবু দাউদ এবং আত-তিরমিযি)**

৬৩. সিয়াম

১৯৫৯-[৪] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আদম সন্তানের প্রত্যেকটি নেক ‘আমাল দশ থেকে সত্তর গুণ পর্যন্ত বাড়ানো হয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, কিন্তু এর ব্যতিক্রম হলো সওম। কেননা, সওম আমার জন্যে রাখা হয় এবং আমিই এর প্রতিদান দিব। কারণ সায়িম (রোযাদার) ব্যক্তি নিজের প্রবৃত্তির তাড়না ও খাবার-দাবার শুধু আমার জন্য পরিহার করে। সায়িমের জন্য দু’টি খুশী রয়েছে। একটি ইফতার করার সময় আর অপরটি আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের সময়। সায়িমের মুখের গন্ধ আল্লাহর কাছে মিশকের সুগন্ধির চেয়েও বেশী পবিত্র ও পছন্দনীয় এবং সিয়াম ঢাল স্বরূপ (জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষাকবচ)। তাই তোমাদের যে কেউ যেদিন সায়িম হবে সে যেন অশ্লীল কথাবার্তা না বলে আর শোরগোল বা উচ্চবাচ্য না করে। তাকে কেউ যদি গালি দেয় বা কটু কথা বলে অথবা তার সাথে ঝগড়া করতে চায়, সে যেন বলে দেয়, ‘আমি একজন সায়িম’। (বুখারী, মুসলিম)[1]

155

155

[1] সহীহ : বুখারী ১৯০৪, মুসলিম ১১৫১, নাসায়ী ২২১৭, ইবনু মাজাহ ১৬৩৮, ইবনু আবী শায়বাহ্ ৮৮৯৪, ইবনু খুযায়মাহ্ ১৮৯৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৪২৩, আহমাদ ৭৬৯৩, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮৩৩২।
হাদিসের মানঃ সহিহ (Sahih)

ব্যাখ্যা: (إِلَّا الصَّوْمَ) ‘‘তবে সওমের প্রতিদান, অর্থাৎ- যে কোন সৎকাজের প্রতিদান দশ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। সিয়াম এর ব্যতিক্রম তা শুধুমাত্র সাতশত গুণ পর্যন্তই বৃদ্ধি করা হয় না। এর প্রতিদানের কোন সীমারেখা নেই। বরং তার প্রতিদান কি পরিমাণ দেয়া হবে তা একমাত্র আল্লাহ তা‘আলা জানেন।

(فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ) ‘‘তা (সিয়াম) আমারই জন্য এবং তার প্রতিদান আমিই দিব।’’ অর্থাৎ- সিয়াম আল্লাহর তা‘আলা ও তার বান্দার মাঝে একটি গোপনীয় বিষয়। যা বান্দা শুধুমাত্র আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই পালন করে থাকে। যা কোন বান্দা অবহিত হতে পারে না। কেননা এ সিয়ামের বাহ্যিক কোন রূপ নেই যেমনটি অন্যান্য ‘ইবাদাতের বাহ্যিক রূপ রয়েছে। যা বান্দা দেখতে পায়। যেহেতু এ সিয়ামের বিষয়টি আমি ব্যতীত অন্য কেউ অবহিত হতে পারে না তাই এর প্রতিদানও আমিই দিব। এর প্রতিদানের বিষয়টি অন্য কারো উপর ন্যস্ত করব না। এতে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, সিয়ামের পুরস্কার খুবই বড় আর তা হিসাববিহীন।

একটি প্রশ্নঃ সকল ‘ইবাদাতই একমাত্র আল্লাহর জন্য এবং তার প্রতিদানও একমাত্র আল্লাহ তা‘আলাই দিয়ে থাকেন। তাহলে ‘সওম শুধুমাত্র আমার জন্য এবং আমিই এর প্রতিদান দিব’ এর উদ্দেশ্য কি?

জওয়াবঃ সিয়ামের মধ্যে রিয়া তথা লোকজনকে দেখানো সম্ভব নয় যা অন্যান্য ‘ইবাদাতের প্রযোজ্য। কেননা সিয়ামের কোন বাহ্যিক আকার আকৃতি নেই যা লোকজন দেখতে পাবে যা অন্যত্র ‘ইবাদাতের মধ্যে আছে। যেমন সলাত তার রুকূ' সাজদাহ্ রয়েছে। সলাত আদায়কারীর এ কাজ অন্যান্য লোকেরা দেখতে পায়। কিন্তু সিয়ামের মধ্যে এমন কিছু নেই। যা লোকেরা দেখবে বরং তা শুধু নিয়্যাতের সাথে সম্পৃক্ত যা মানুষের দৃষ্টির অগোচরে। তাই এটা বলা যুক্তিযুক্ত যে, সিয়াম শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য। আর এ ‘ইবাদাত যেহেতু শুধু আল্লাহর জন্য, তাই এর পুরস্কারও আল্লাহ স্বয়ং নিজ হাতে প্রদান করবেন। কিন্তু অন্যান্য কাজের পুরস্কার মালায়িকাহ্ (ফেরেশতা) (ফেরেশতাগণ) লিখে থাকেন।

(يَدَعُ شَهْوَتَهُ) ‘‘স্বীয় প্রবৃত্তির চাহিদাকে পরিত্যাগ করে’’ অর্থাৎ- সে প্রবৃত্তির এমন চাহিদাকে পরিত্যাগ করে যা সিয়াম ভঙ্গের কারণ হয়। شَهْوَتَهُ এর পরে طَعَامَ এর উল্লেখ দ্বারা বুঝা যায় যে, شَهْوَتَهُ দ্বারা উদ্দেশ্য স্ত্রী সঙ্গম এবং طَعَامَ দ্বারা সিয়াম ভঙ্গের অন্যান্য কারণ উদ্দেশ্য।

(مِنْ أَجْلِيْ) ‘‘আমার কারণে’’ অর্থাৎ- আমার নির্দেশ পালনার্থে এবং সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে।

(فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ) একটি খুশী তার ইফতার করার সময়। কুরতুবী বলেন, এর অর্থ হলো ইফতারের মাধ্যমে তার ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর হওয়ার কারণে খুশী হয়। অনুরূপভাবে খুশী হওয়ার আরেকটি কারণ এই যে, সে একটি গুরুত্বপূর্ণ ‘ইবাদাত সম্পন্ন করতে পেরেছে যার পুরস্কার অসীম।

মুজাহিদ যখনই সুযোগ পায় তখনই তিনি সিয়াম পালন করেন, যতক্ষণ না জিহাদ বা তার স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

«ما من عبد يصوم يوماً في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفاً »

"যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় একদিন রোজা রাখবে, একদিনের রোজার বিনিময় তার চেহারাকে জাহান্নামের আগুন থেকে সত্তর খারিফ দূরে রাখবে"[4]।

[156]

মানুষ বিস্ময়কর: তারা তাদের শরীর-স্বাস্থ্যের ভাল যত্ন করছেন, কিন্তু তারা তাদের আত্মার স্বাস্থ্যকে অবহেলা করছেন।

একটি মুজাহিদ শরীর ও আত্মা উভয়ের যত্ন নেয়। সে একই সাথে ইহকাল ও পরকাল উভয়ের যত্ন নেয়, কিন্তু পরকালকে বেশি গুরুত্ব দেয়।

(وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ) ''আরেকটি খুশী তার রবের সাথে সাক্ষাতের সময়'', অর্থাৎ- পুরস্কার প্রাপ্তির খুশী অথবা স্বীয় প্রভুর সাক্ষাত লাভের খুশী।

সিয়াম পালনকারীর মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহ তা'আলার নিকট মিস্কের সুগন্ধির চেয়েও প্রিয়, এতে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, সুগন্ধির মাধ্যমে সন্তুষ্ট হওয়া এবং দুর্গন্ধের কারণে অসন্তুষ্ট হওয়া থেকে আল্লাহর তা'আলা পবিত্র। কেননা এটি বান্দার গুণ।

উত্তরঃ এটি একটি তুলনা মাত্র মানুষের অভ্যাস এই যে, সে সুগন্ধিকে ভালবাসে এবং তা তার নিকটবর্তী করে নেয়। অনুরূপ আল্লাহ তা'আলা সিয়াম পালনকারীকে তার নিকটবর্তী করে নেয়।

অথবা এর অর্থ এই যে, মিসকের সুগন্ধ তোমাদের নিকট যে রকম পছন্দনীয় আল্লাহর নিকট সিয়াম পালনকারীর মুখের দুর্গন্ধ তার চেয়ে অধিক পছন্দনীয়।

(وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ) ''সিয়াম ঢালস্বরূপ'' অর্থাৎ- ঢাল যেমন মানুষকে তরবারির আঘাত থেকে রক্ষা করে, অনুরূপ সিয়াম মানুষকে অপরাধে লিপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা করে।

(فَلَا يَرْفُثْ) ''অশ্লীল কাজ করবে না'' الرفث শব্দ দ্বারা বিভিন্ন অর্থ উদ্দেশ্য হয়। যেমন যৌনসঙ্গম, সঙ্গমের আবেদনমূলক কথাবার্তা। অধিকাংশ 'আলিমদের মতে অত্র হাদীসে الرفث শব্দ দ্বারা অশ্লীল ও খারাপ কথাবার্তা উদ্দেশ্য। لَا يَصْخَبْ চিৎকার করবে না, অর্থাৎ- মূর্খদের মতো আচরণ করবে না। যেমন চিৎকার করা, ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা, বোকার মতো আচরণ করা, ঝগড়া-বিবাদ করা- এ সকল কাজ থেকে বিরত থাকবে।

(فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَه) ''যদি কেউ তাকে গালি দেয় অথবা তার সাথে ঝগড়া করতে চায়।'' এখানে প্রশ্ন উত্থাপন হয় যে, قَاتَل শব্দটি বাবে مُفَاعَلَةٌ থেকে এসেছে যার অর্থ হল উভয় পক্ষ কোন কাজে শারীক হওয়া। অথচ সিয়াম পালনকারীকে এমন কাজ থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। অতএব তার পক্ষ থেকে এমন কিছু সংঘটিত হবে না যা দ্বারা বুঝা যায় যে, সে এ কাজে অংশগ্রহণ করেছে।

জওয়াবঃ এখানে مُفَاعَلَةٌ দ্বারা উদ্দেশ্য এ কাজের জন্য প্রস্ত্তত হওয়া। অর্থাৎ- একপক্ষ যখন গালি দিবে অথবা অভিসম্পাত করবে তখন সায়িম বলবে, 'আমি সায়িম'।

[156] বুখারী, ২৮৪০; মুসলিম: ১১৫৩।

আল মুহাজির খেয়াল যখন মুসলমানরা তাদের অনেক মুজাহিদদের হারিয়েছেন, তখন তিনিও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার সংকল্প করলেন। তিনি লাশের সুগন্ধি নিজের সারা গায়ে মেখে নিলেন, নিজেকে কাফনের কাপড়ে মুড়িয়ে নিলেন, এবং তার ভাই আর-রাবিয়াকে শেষ কিছু নির্দেশ দিলেন। আর-রাবীয়া আমির আবু মুসার নিকট আসলেন এবং তাকে বললেন: "রোজা রাখার সময় আল-মুহাজির নিজেকে উৎসর্গ করার দৃঢ় সংকল্প করেছেন। কঠিন যুদ্ধের পরে এবং যথাযথ সিয়ামের প্রভাবে মুসলিমদের ইচ্ছা ও সংকল্প দুর্বল হয়ে গেছে, কিন্তু কেউ সিয়াম ত্যাগ করছেন না। আপনি প্রয়োজন অনুসারে দ্রুত কিছু একটা করুন”।

আবু মুসা আল আশাআরী মুজাহিদীনকে কাছে সম্বোধন করে বলেছিলেন: "হে মুসলমান! আমি তোমাদের প্রত্যেকেরই আহ্বান জানাচ্ছি, যারা রোযা পালন করছ তারা রোযা যেন ভঙ্গ করে অথবা যুদ্ধ ছেড়ে দেয়।" তারপর সে তার হাতের পাত্র থেকে পানি পান করেন যাতে লোকেরা তাকে অনুসরণ করতে পারে। আবু মুসার কথা শুনে আল-মুহাজির কিছু পানি পান করে বলেন, "আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি যে, আমি পানি পান করি নি কারণ আমি তৃষ্ণার্ত ছিলাম, বরং আমি আমার ইমামের হুকুম মেনে যাচ্ছিলাম ..."। এবং তারপর তিনি তার তলোয়ার কোষমুক্ত করেন এবং সাহসীভাবে যুদ্ধে অংশ নিয়ে নির্ভয়ে শত্রুদের আঘাত করছিলেন। যখন তিনি শত্রু সৈন্যদের কেন্দ্রস্থলে পৌঁছান, শত্রুরা তাকে ঘিরে ফেলল এবং তার চারপাশে থেকে তার উপর তরবারি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল, যুদ্ধক্ষেত্রেই তিনি শহীদ হয়ে যান। আল্লাহু আকবার!

৬৪. সন্ন্যাস

মহান আল্লাহ তা’আলা বলেন,

৮. অতঃপর (আল্লাহ্ তা’আলার অগণিত) নেয়ামত সম্পর্কে তোমাদের সেদিন জিজ্ঞেস করা হবে।

[সূরা আত তাকাসুর-০৮]

ইমাম আহমাদ, আন নাসায়ী, আত-তিরমিযী এবং ইবনে হিব্বান তাঁদের সহীহগুলোতে কাব বিন মালিক আল-আনসারী থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

حديث :« مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلَا فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لدينه »

"ছাগলের পালে দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘ ছেড়ে দিলে তা যতটুকু না ক্ষতি সাধন করে, কারো সম্পদ ও প্রতিপত্তির লোভ এর চাইতেও তার দ্বীনের ওপর বেশি ক্ষতিসাধন করে।" তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।[২]

এই হাদীসটি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে আরও বর্ণনা করেন ইবনে ওমর, ইবনে আব্বাস, আবু হুরাইরাহ, উসামাহ বিন যায়েদ, জাবির, আবু সাঈদ আল খুদরী এবং আসিম ইবনে আদী আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈনা।[৩]সবগুলো বর্ণনা সম্পর্কে শরহুত তিরমিযীতে আলোচনা করা হয়েছে।

157

মুজাহিদ তার আত্মার বিশুদ্ধতার যত্ন নেয় এবং সবকিছুতে সংযম তাকে একাজে সাহায্য করে। মুজাহিদ তার অনুভূতির, তার পেটের বা অর্থের দাস নয়।

একজন মুজাহিদ আল্লাহর বান্দা এবং নিজের অনুভূতির একজন মালিক।

পরিচ্ছদঃ ৬২: ত্যাগ ও সহমর্মিতা প্রসঙ্গে

২/৫৭০। উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ''দু'জনের খাবার তিনজনের জন্য এবং তিনজনের খাবার চারজনের জন্য যথেষ্ট।'' (বুখারী-মুসলিম) [1]

মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় জাবের রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ''একজনের খাবার দু'জনের জন্য, দু'জনের খাবার চারজনের জন্য এবং চারজনের খাবার আটজনের জন্য যথেষ্ট।''

[1] সহীহুল বুখারী ৫৩৯২, মুসলিম ২০৫৮, তিরমিযী ১৮২০, আহমাদ ৭২৭৮, ৯০২৪, মুওয়াত্তা মালিক ১৭২৬

157

[২] হাদীসটি আহমাদ (৩/৪৫৬,৪৬০), আন নাসায়ী আল কুবরাত ও আল মিজির তুহফাতুল আশরাফে (৮/৩১৬), আত তিরমিযী (২৩১৭), ইবনে হিব্বান (২৪৭২), নুয়াইম ইবনে হাম্মাদ কর্তৃক আয যুহদ-এ (১৮১), আদ দারিমী (২/৩০৪), আত তায়ালিসি (২২০১), আল বাগায়ী শরহুস সুন্নাহতে (১৪/২৫৮) বর্ণনা করছেনে, আত-তিরমিযী এর বর্ণনাকে সহীহ বলেছেন।

[৩] অধিকাংশ বর্ণনাগুলো আল হাইসামী মাজমাউজ যাওয়ায়েদ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এবং হাদীসগুলোর মান নির্ধারণ করেছেন।

এটাই আবু আদ-দারদা তার অতিথিকে উত্তর দিয়েছিলেন, যে তার বিনয় দেখে আশ্চর্য হয়েছিল: “আমাদের বাড়ি সেখানেই, আমরা আমাদের সম্পদ অর্জনের সাথে সাথে সরাসরি সেখানেই প্রেরণ করি। যদি বাড়িতে কিছু থাকত-ই, তবে আপনাকে তা দেয়া হত। পথে একটা গুরুতর বাধা আছে, যার জন্য আমাদের অন্য ঠিকানায় যেতে হবে। আপনি যত হালকা হবেন আর যখন আপনার কোন বোঝা থাকবে না, বাধা অতিক্রম করা তত সহজ হবে। তাই সফলতার সাথে বাধা পার হওয়ার জন্য আমরা সাথে কিছুই নিতে চাই না। আপনি কি বুঝতে পেরেছেন”?

লোকটি উত্তর দিল, “হ্যা, আমি বুঝেছি। আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুক”।

২১/৪৮১। সাহল ইবনে সা‘দ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘‘যদি আল্লাহর নিকট মাছির ডানার সমান দুনিয়ার মূল্য বা ওজন থাকত, তাহলে তিনি কোন কাফেরকে তার (দুনিয়ার) এক ঢোক পানিও পান করাতেন না।’’ (তিরমিযী, বিশুদ্ধ সূত্রে) [1]

158

৬৫. লজ্জা

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْحَيَاءُ لاَ يَأْتِى إِلاَّ بِخَيْرٍ وَفِيْ رِوَايَةٍ : اَلْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ.

ইমরান ইবনু হুছায়েন (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘লজ্জা কল্যাণ ছাড়া আর কিছুই নিয়ে আসে না। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, লজ্জার সবকিছুই কল্যাণ’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫০৭১)।*

মুজাহিদ জানে যে আল্লাহ ও ফেরেশতা সবসময় তাকে দেখতে পারেন, আর তিনি লোকদের চেয়েও তাদের জন্য বেশি লজ্জাবোধ করেন।

ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘পূর্ববর্তী নবীগণ হতে লোকেরা যা পেয়েছে এবং আজও যা বিদ্যমান তা হল যখন তোমার লজ্জা থাকবে না, তখন তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে’ *(বুখারী, মিশকাত হা/৫০৭২)।*

মুজাহিদ জানেন যে, লজ্জাশীলতা আমাদের প্রাণীদের থেকে আলাদা করে তোলে।

---

158 [1] তিরমিযী ২৩২০, ইবনু মাজাহ ৪১১০
হাদিসের মানঃ হাসান (Hasan)

৬৬. ইখলাস

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

১১৯. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো এবং (হামেশা) সত্যবাদীদের সাথে থেকো।

[সূরা তাওবা-১১৯][159]

পরিচ্ছদঃ ৯. শাসক যখন আল্লাহ্ ভীতি ও ন্যায়ের আদেশ দেন তখন তার জন্য প্রতিদান রয়েছে

৪৬২০। ইবরাহীম (রহঃ) ... আবূ হুরায়রা (রাঃ) এর সুত্রে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইমাম (শাসক) ঢাল স্বরূপ। তার নেতৃত্বে যুদ্ধ করা হয় এবং দুশমনের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়া যায় সে যদি তাকওয়া (বা আল্লাহ ভীতি) ও ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালনা করে, তবে তার জন্য রয়েছে প্রতিদান। আর যদি (শাসনকার্যে) এর অন্যথা করেন তবে তা তার উপর বার্তাবে।

মিথ্যা মানুষকে অপমানিত করে, এবং ন্যায়বিচার বায়ু এবং পানির মতই অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

মুজাহিদ মানুষ, নিজের, এবং আল্লাহর সামনে আন্তরিক।যখন খলীফা উমার [রাঃ] কোষাগারে ধন-সম্পদ দেখলেন, তিনি আশ্চর্যের সাথে বললেনঃ "প্রকৃতপক্ষে মুসলমানরা সততা দেখিয়েছে।" আলী ইবনে তালিব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি বললেন, "আপনি খারাপ থেকে বিরত ছিলেন, তাই আপনার অধঃস্তনরাও বিরত আছেন, কিন্তু আপনি অশ্লীল হলে, তারাও অশ্লীল হত"।

159

গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "তোমরা সত্যবাদিতা অবলম্বন কর; কেননা সত্যবাদিতা সৎকাজের দিকে নিয়ে যায়, আর সৎকাজ জান্নাতের পথনির্দেশ করে। মানুষ সত্য বলতে থাকে এবং সত্য বলতে চেষ্টা করতে থাকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্র দরবারে তাকে সত্যবাদী হিসেবে লিখা হয়। আর তোমরা মিথ্যা থেকে বেঁচে থাক; কেননা মিথ্যা পাপের পথ দেখায়, আর পাপ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়, আর একজন মানুষ মিথ্যা বলতে থাকে এবং মিথ্যা বলার চেষ্টায় থাকে শেষ পর্যন্ত তাকে মিথ্যাবাদী হিসেবে লিখা হয়।" [বুখারী: ৬০৯৪; মুসলিম; ২৬০৭]

কুরআনের আয়াতরূপে অবতীর্ণ করেছেন। ফলে মু'মিনদেরকে আল্লাহ-ভীতি অবলম্বন করার ও সত্যবাদীদের সাথে থাকার আদেশ দেওয়া হয়েছে। এর অর্থ এই যে, যে ব্যক্তির মাঝে আল্লাহ-ভীতি থাকবে সে সত্যবাদীও হবে। আর যে মিথ্যুক হবে, জেনে রাখুন যে, তার অন্তর আল্লাহ-ভীতি থেকে খালি হবে। এই জন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, মিথ্যা বলা মুনাফিক্বের একটি লক্ষণ।

৬৭. সাধুতা

মহান আল্লাহ বলেন,

৩২. (এটা তাদের জন্যে) যারা বড়ো বড়ো গুনাহ থেকে এবং (বিশেষত) অশ্লীলতা থেকে বেঁচে থাকে, ছোটোখাটো গুনাহ (সংঘটিত) হলেও (তারা আল্লাহর ক্ষমা থেকে বঞ্চিত হবে না, কারণ), তোমার মালিকের ক্ষমা (-র পরিধি) অনেক বিসতৃত; তিনি তোমাদের তখন থেকেই ভালো করে জানেন, যখন তিনি তোমাদের (এ) যমীন থেকে পয়দা করেছেন, (তখনও তিনি তোমাদের জানতেন) যখন তোমরা ছিলে তোমাদের মায়ের পেটে (ক্ষুদ্র একটি) ভ্রুণের আকারে, অতএব কখনো নিজেদের পবিত্র দাবী করো না; আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন কোন ব্যক্তি (তাঁকে) বেশী ভয় করে।

[সূরা নাজম-৩২][160]

মুজাহিদদের মধ্যে নম্রতা এবং অহংকারের অনুপস্থিতি সহজাত গুণ। তিনি আল্লাহর বাণী উঁচু করার জন্য লড়াই করেন, কিন্তু মানুষের উপরে বিজয়ী হতে না।

---

160 প্রকৃতত্বে যেমন মতভেদ রয়েছে, অনুরূপ মতভেদ তার সংখ্যার ব্যাপারেও রয়েছে। কোন কোন আলেম ঐ মহাপাপসমূহকে একটি পুস্তিকার মধ্যে একত্রিতও করেছেন। যেমন, ইমাম যাহাবী (রঃ) রচিত 'কিতাবুল কাবাইর' এবং ফকীহ হাইতামী রচিত 'আয্-যাওয়াজির' প্রভৃতি। فَوَاحِشُ হল فَاحِشَةٌ এর বহুবচন। অশ্লীল কাজ। যেমন, ব্যভিচার, সমলিঙ্গী ব্যভিচার ইত্যাদি। কেউ কেউ বলেছেন, যেসব পাপের জন্য দন্ডবিধি আছে, সেগুলো সব فواحش এর অন্তর্ভুক্ত। সম্প্রতি অশ্লীলতার দৃশ্যাদি যেহেতু ব্যাপক আকার ধারণ করেছে, সেহেতু আধুনিক সভ্যতায় এটাকেই সভ্যতা ও ফ্যাশন মনে করা হচ্ছে। এমন কি মুসলিমরাও ঐ অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতার এই সভ্যতাকে লাফ দিয়ে লুফে নিয়েছে। তাই দেখা যায়, আজ তাদের ঘরে ঘরে টিভি, ভিসিআর, ভিসিপি, ভিসিডি ইত্যাদি ব্যাপক হয়ে পড়েছে। মহিলারা কেবল পর্দা ত্যাগ করেই ক্ষ্যান্ত হয়নি, বরং সুন্দরভাবে সাজগোজ ক'রে (অর্ধনগ্নাবস্থায়) রূপ-সৌন্দর্য বিতরণ করতে করতে বাইরে বেড়ানোটাকে নিজেদের একটা ফ্যাশন ও অভ্যাসে পরিণত করে নিয়েছে। ছেলে-মেয়েদের যৌথ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, যৌথ অফিস-আদালত, যৌথ সভাসমিতি এবং (পার্ক, সমুদ্র-সৈকত প্রভৃতি) আরো বিভিন্ন স্থানে নর-নারীর অবাধ মেলামেশা ও দ্বিধা-সংকোচহীন সংলাপ দিনের দিন বেড়ে চলেছে। (বেড়ে চলেছে অবৈধ ভালবাসা ও তথাকথিত পছন্দ ক'রে বিয়ে করার নামে 'লাভম্যারেজ' ও 'লিভ টুগ্যাদার'।) অথচ এ সবই 'ফাওয়াহিশ' (অশ্লীলতা)এর অন্তর্ভুক্ত। আয়াতে যাদের ক্ষমা করার কথা আলোচনা করা হচ্ছে, তারা মহাপাপ ও অশ্লীলতা থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখবে; তাতে তারা লিপ্ত থাকবে না।

৫০৮১-[১৪] আবুদ্ দারদা (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন মু'মিনদের পাল্লায় ভারী যে বস্তুটি রাখা হবে, তা হলো উত্তম চরিত্র। আল্লাহ তা‘আলা অশ্লীলভাষী ও বাচালকে ঘৃণা করেন। (তিরমিযী;[1] আর ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ হাদীসটি হাসান সহীহ। ইমাম আবূ দাঊদ (রহিমাহুল্লাহ)-এর প্রথমাংশ বর্ণনা করেন।

161

৬৮. শৃঙ্খলা

মহান আল্লাহ বলেন,

161

[1] সহীহ : তিরমিযী ২০০২, আবূ দাঊদ ৪৭৯৯, সহীহুল জামি‘ ১৩৫, সহীহ আত্ তারগীব ২৬৪১, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৮৭৬, মুসান্নাফ ‘আবদুর রাযযাক ২০১৫৭, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২১৩১৯।
হাদিসের মানঃ সহিহ (Sahih)
ব্যাখ্যাঃ (من خلق حسن) এর কারণ হলো, নিশ্চয় মহান আল্লাহ সৎকর্মশীল ব্যক্তিকে ভালোবাসেন এবং তিনি তার প্রতি সন্তুষ্ট।

(الْفَاحِشَ) যে ব্যক্তি কটু কথা বলে, অথবা যে ব্যক্তির জিহ্বা অনুচিত কথা বলে তাকে الْفَاحِشَ বলে।

(الْبَذِيءَ) ‘আল্লামা মুনযিরী (রহিমাহুল্লাহ) ‘আত্ তারগীব’ এর মধ্যে বলেন, الْبَذِيءَ বলা হয়, যে ব্যক্তি কথা-বার্তা বলার সময় ফাহিশা কথা বলে।

‘আল্লামা মুল্লা ‘আলী কারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ যে কথা ও কাজ মহান আল্লাহকে রাগান্বিত করে তার কোন ওযন ও পরিমাণ নেই। যেমন যে কাজ তিনি ভালোবাসেন তার জন্য তার নিকট বিরাট মর্যাদা আছে। মহান আল্লাহ কাফিরদের ব্যাপারে বলেন, فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ‘‘আর আমি কিয়ামতের দিন দাঁড়িপাল্লা (ওজন) কায়িম করব না’’- (সূরাহ্ আল কাহ্ফ ১৮ : ১০৫)। প্রসিদ্ধ হাদীসে আছে,

كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمٰنِ سُبْحَانَ اللهِ وبحمده سبحان الله العظيم

অর্থ : দু’টি কালিমাহ্ আছে, যেগুলো দয়াময়ের কাছে অতি প্রিয়, মুখে উচ্চারণ করা খুবই সহজ, দাঁড়িপাল্লায় অত্যন্ত ভারী। (বাণী দু‘টো হল) ‘‘সুবহা-নাল্ল-হি ওয়া বিহামদিহী সুবহা-নাল্ল-হিল ‘আযীম’’ (আমরা আল্লাহর প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করছি, মহান আল্লাহ [যাবতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে] অতি পবিত্র)- (সহীহুল বুখারী ৬৪০৬, মুসলিম ২৬৯৪)। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৫ম খন্ড, হাঃ ২০০২)

৫৯. হে ঈমানদার মানুষেরা, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, আনুগত্য করো (তাঁর) রসুলের এবং সেসব লোকদের, যারা তোমাদের মাঝে দায়িত্বপ্রাপ্ত, অতপর কোনো ব্যাপারে তোমরা যদি একে অপরের সাথে মতবিরোধ করো, তাহলে সে বিষয়টি (ফয়সালার জন্যে) আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুলের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও, যদি তোমরা (সত্যিকার অর্থে) আল্লাহর ওপর এবং শেষ বিচার দিনের ওপর ঈমান এনে থাকো! (তাহলে) এই পদ্ধতিই হবে (তোমাদের বিরোধ মীমাংসার) সর্বোৎকৃষ্ট উপায় এবং বিরোধপুর্ণ বিষয়সমুহের ব্যাখ্যার দিক থেকেও (এটি) হচ্ছে উত্তম পন্থা।

[সূরা নিসা-৫৯][162]

তীরন্দাজরা নিজ অবস্থান ত্যাগের ফলে সাহাবীদের সাথে কি ঘটেছিল তা মুজাহিদ ভুলেন নি।

পরিচ্ছদঃ ৮. পাপের কাজ ছাড়া অন্য সব ব্যাপারে শাসকের আনুগত্য ওয়াজিব। পাপের কাজে আনুগত্য হারাম

৪৫৯৭। হারামালা ইবনু ইয়াহইয়া (রহঃ) ... আবূ হুরায়রা (রাঃ) সুত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি। বলেন যে আমার আনুগত্য করলো, সে আল্লাহরই আনুগত্য করলো। আর যে আমার অবাধ্যতা করলো সে আল্লাহরই অবাধ্যতা করলো। আর যে ব্যক্তি আমার নিযুক্ত আমীরের আনুগত্য করলো সে আমারই আনুগত্য করলো, আর যে ব্যক্তি আমার নিযুক্ত আমীরের অবাধ্যতা করলো সে আমারই অবাধ্যতা করলো।

163

ইচ্ছা হল এমন চিন্তা যা আমাদের কাজে নিযুক্ত করে।

162

শাসকের আনুগত্য করা জরুরী হলেও তা একেবারে শর্তহীনভাবে নয়, বরং তা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্যের শর্তসাপেক্ষ। আর এই কারণেই ((أَطِيْعُوا الله)) এর পরই ((أَطِيْعُوا الرَّسُوْل)) বলেছেন। কেননা, এই উভয় আনুগত্যই স্বতন্ত্র ও ওয়াজেব। পক্ষান্তরে ((وَأَطِيْعُوا أُولِي الأَمْر)) বলেননি, কারণ উলুল আম্‌র বা শাসকদের আনুগত্য স্বতন্ত্র নয়। আর হাদীসে বলা হয়েছে যে, ((لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِي مَعْصِيَةِ الخَالِقِ)) “আল্লাহর অবাধ্যাচরণে কোন সৃষ্টির আনুগত্য নেই।” (মিশকাত ৩৬৯৬, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।) মুসলিম শরীফের বর্ণনায় এসেছে, “আল্লাহর অবাধ্যতায় কোন আনুগত্য নেই।” (মুসলিম ১৮৪০নং) বুখারীর বর্ণনায় এসেছে, ((إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوْفِ)) “আনুগত্য হবে কেবল ভালো কাজে।” (বুখারী ৭১৪৫) ‘শাসকের কথা শুনতে হবে ও তাঁর আনুগত্য করতে হবে যতক্ষণ না (আল্লাহ ও তাঁর রসূলের) অবাধ্যতা হবে।’ আলেম-উলামার ব্যাপারটাও অনুরূপ। (যদি তাঁদেরকে শাসকদের মধ্যে শামিল করা হয়) অর্থাৎ, তাঁদের আনুগত্য এই জন্যই করতে হবে যে, তাঁরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের যাবতীয় বিধি-বিধান বর্ণনা করেন এবং তাঁর দ্বীনের জন্য পথ-প্রদর্শকের কাজ করেন। বুঝা গেল যে, দ্বীনি বিষয়ে এবং দ্বীন সম্পর্কীয় কার্যকলাপে আলেম-উলামা শাসকদের মতই এমন কেন্দ্রীয়-মর্যাদাসম্পন্ন যে, জনসাধারণ তাঁদের প্রতি রুজু ক’রে থাকে। তবে তাঁদের আনুগত্য ততক্ষণ পর্যন্ত করা যাবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা জনসাধারণকে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কথা শুনাবেন। কিন্তু তাদের বিপথগামী (বা কুরআন ও সুন্নাহর বিপরীতগামী) হওয়ার কথা স্পষ্ট হলে তাঁদের আনুগত্য করা যাবে না। বরং এই অবস্থায় তাঁদের আনুগত্য করলে বড় অপরাধ ও গুনাহ হবে।

163 গ্রন্থের নামঃ সহীহ মুসলিম (ইফাঃ)
হাদিস নম্বরঃ [4597]
অধ্যায়ঃ ৩৪/ রাষ্ট্রক্ষমতা ও প্রশাসন (كتاب الإمارة)
পাবলিশারঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন

মুজাহিদ আল্লাহর সাথে চুক্তি করেছে। চুক্তিগুলোর একটি হল, আল্লাহ প্রদত্ত সমস্ত নির্দেশাবলী এবং আদেশগুলির সাথে কঠোরভাবে মেনে চলা। যদি তিনি আল্লাহর সাথে চুক্তির লঙ্ঘন শুরু করেন, তবে তার সমস্ত কাজ অকার্যকর হবে এবং এ কারণে মুজাহিদ সর্বদা নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং তাঁর শৃঙ্খলা ও তাঁর ইচ্ছাকে শক্তিশালী করেন। এ কারণেই মুজাহিদ তার সমস্ত কর্ম পরিপূর্ণ করেন, পুরোপুরিভাবে আমির (কমান্ডার) কে এমন সব জিনিসের ওপর অনুসরণ করে যা শরী'আয় আইনের সাথে সামঞ্জস্য রাখে।

৬৯. ভদ্রতা

২/৮৬৩। আবূ উমামাহ সুদাই ইবনে আজলান বাহেলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "লোকেদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহর নিকটবর্তী সেই, যে লোকদেরকে প্রথমে সালাম করে।" *(আবূ দাঊদ উত্তম সূত্রে)* [৪৭২]

তিরমিযীও আবূ উমামাহ কর্তৃক বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, জিজ্ঞাসা করা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! দু'জনের সাক্ষাৎকালে তাদের মধ্যে কে প্রথমে সালাম দেবে?' তিনি বললেন, "যে মহান আল্লাহর সর্বাধিক নিকটবর্তী হবে।" *(তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান)*

[164]

মুজাহিদ এই নিয়মটি অবলম্বন করে: সবকিছুতে ভাল জিনিস সন্ধান করুন! তিনি তার ভাইদের সাথে ভদ্রভাবে ও অমায়িকভাবে আচরণ করেন; তিনি কথা বা কাজের দ্বারা তাদের আঘাত করেন না।

মুজাহিদ আল্লাহর সৃষ্টিকে করুণা দেখান; তিনি মানুষকে অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে সত্যের আলোকিত পথে আনার জন্য লড়াই করেন, যাতে তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত এবং অনুগ্রহের অধিকারী হতে পারেন।

যা আল্লাহর নিকট আছে, মুজাহিদ তা আকাঙ্ক্ষা করে। কিন্তু যা মানুষের নিকট আছে, তাতে মুজাহিদের আগ্রহ নেই।

---

[164] তিরমিযী ২৬৯৪, আবূ দাউদ ৫১৯৭, আহমাদ ২১৬৮৮, ২১৭৪৯, ২১৭৭৬, ২১৮১৪

৭০. পবিত্রতা

আবূ মালিক আল আশ'আরী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: পবিত্রতা হল ঈমানের অর্ধেক অংশ। 'আলহাম্‌দু লিল্লা-হ' মিযানের পরিমাপকে পরিপূর্ণ করে দিবে এবং "সুবহানাল্লা-হ ওয়াল হাম্‌দুলিল্লা-হ" আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী স্থানকে পরিপূর্ণ করে দিবে। 'সলাত' হচ্ছে একটি উজ্জ্বল জ্যোতি। 'সদাকাহ্' হচ্ছে দলীল। 'ধৈর্য' হচ্ছে জ্যোতির্ময়। আর 'আল কুরআন' হবে তোমার পক্ষে অথবা বিপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ। বস্তুতঃ সকল মানুষই প্রত্যেক ভোরে নিজেকে 'আমালের বিনিময়ে বিক্রি করে। তার 'আমাল দ্বারা সে নিজেকে (আল্লাহর 'আযাব থেকে) মুক্ত করে অথবা সে তার নিজের ধ্বংস সাধন করে। (ই.ফা. ২য় খন্ড, ৪২৫; ই.সে. ৪৪১)

[মুসলিম]

মুজাহিদ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা পছন্দ করেন। তিনি ক্রমাগত নিজের যত্ন নেন।

৯/১২১২। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "দশটি কাজ **প্রকৃতিগত আচরণ;** (১) গোঁফ ছেঁটে ফেলা। (২) দাড়ি বাড়ানো। (৩) দাঁতন করা। (৪) নাকে পানি দিয়ে নাক পরিস্কার করা। (৫) নখ কাটা। (৬) আঙ্গুলের জোড়সমূহ ধোয়া। (৭) বগলের লোম তুলে ফেলা। (৮) গুপ্তাঙ্গের লোম পরিস্কার করা। (৯) পানি দ্বারা ইস্তেঞ্জা (শৌচকর্ম) করা।" বর্ণনাকারী বলেন, ১০নং আচরণটি ভুলে গেছি, তবে মনে হয়, তা কুল্লি করা হবে। বর্ণনাকারী অকী' বলেন, 'ইস্তি কাসুল মা' মানে পানি দিয়ে ইস্তেঞ্জা করা। *(মুসলিম)*[২১৪]

দাড়ি বাড়ানো মানে ঃ তার কিছুই না কাটা। আঙ্গুলের জোড় মানে ঃ আঙ্গুলের গাঁট।

165

মুজাহিদ জানেন যে তার চারপাশের সবকিছু: তার বিজয়, তার পরাজয়ের, তার উৎকণ্ঠা, এবং তার হতাশা - সব জিহাদের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। জীবনের প্রকৃত আনন্দ যুদ্ধের মধ্যে।

এবং মুজাহিদ সঠিক সময়ে সঠিক কৌশল ব্যবহার করতে শেখে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

165

মুসলিম ২৬১, তিরমিযী ২৭৫৭, নাসায়ী ৫০৪০-৫০৪২, আবূ দাউদ ৫৩, ইবনু মাজাহ ২৯৬, আহমাদ ২৪৫৩৯

৭৪. যেসব মানুষ পরকালের বিনিময়ে এ পার্থিব জীবন ও তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিক্রি করে দিয়েছে, সেসব মানুষের উচিত আল্লাহ তায়ালার পথে লড়াই করা, কারণ যে আল্লাহর পথে লড়াই করবে সে এ পথে জীবন বিলিয়ে দেবে কিংবা সে বিজয় লাভ করবে, অচিরেই আমি তাকে (এ উভয় অবস্থার জন্যেই) বিরাট পুরস্কার দেবো।

[সূরা নিসা-৭৪]

রব্বুল আ'লামীন বলেন,

১৫৩. হে (মানুষ,) তোমরা যারা ঈমান এনেছো, (পরম) ধৈর্য ও (খালেস) নামাযের মাধ্যমে তোমরা (আমার কাছে) সাহায্য প্রার্থনা করো; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ধৈর্যশীল মানুষদের সাথে আছেন।

১৫৪. যারা আল্লাহ তায়ালার পথে নিহত হয়েছে তাদের তোমরা (কখনো) মৃত বলো না; বরং তারাই হচ্ছে (আসল) জীবিত (মানুষ), কিন্তু (এ বিষয়টির) কিছুই তোমরা জানো না।

১৫৫. আমি অবশ্যই (ঈমানের দাবীতে) তোমাদের পরীক্ষা করবো, (কখনো) ভয়-ভীতি, (কখনো) ক্ষুধা-অনাহার, (কখনো) তোমাদের জান মাল ও ফসলাদির ক্ষতি সাধন করে (তোমাদের পরীক্ষা করা হবে। যারা ধৈর্যের সাথে এর মোকাবেলা করে); তুমি (সে) ধৈর্যশীলদের (জান্নাতের) সুসংবাদ দান করো,

১৫৬. যখনি তাদের সামনে (কোনো) পরীক্ষা এসে হাযির হয় তখনি তারা বলে, আমরা তো আল্লাহর জন্যেই, আমাদের তো (একদিন) আল্লাহর কাছেই ফিরে যেতে হবে।

১৫৭. (বস্তুত) এরা হচ্ছে সে সব ব্যক্তি, যাদের ওপর রয়েছে তাদের মালিকের পক্ষ থেকে অবারিত রহমত ও অপার করুণা; আর এরাই সঠিক পথপ্রাপ্ত।

[সূরা বাক্বারাহ-১৫৩-১৫৭]

আল্লাহ বলেন,

১১১. সামান্য কিছু দুঃখ কষ্ট দেয়া ছাড়া তারা তোমাদের কখনো কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, তারা যদি কোনো সময় তোমাদের সাথে সম্মুখসমরে লিপ্ত হয়, তাহলে তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, অতপর তাদের কোনো রকম সাহায্য করা হবে না।

[সূরা আল ইমরান-১১১][166]

---

166 (১৮) أَذًى (কষ্ট দেওয়া) বলতে মৌখিকভাবে মিথ্যা অপবাদ রটানো। এর দ্বারা সাময়িকভাবে অবশ্যই কষ্ট হয়। তবে যুদ্ধের ময়দানে তোমাদেরকে পরাজিত করতে পারবে না। হলও তা-ই। মদীনা থেকেও ইয়াহুদীদেরকে বের হতে হল। অতঃপর খায়বার জয় করলে সেখান থেকেও বের হল। অনুরূপ শাম (সিরিয়া) অঞ্চলে খ্রিষ্টানদেরকে মুসলিমদের হাতে পরাজিত হতে হয়। ক্রুসেড যুদ্ধে খ্রিষ্টানরা এর প্রতিশোধ গ্রহণ করার প্রচেষ্টা চালায় এবং বায়তুল মুক্বাদ্দাস দখল ক'রে নেয়। কিন্তু সুলতান সালাহুদ্দীন আয়্যূবী ৯০ বছর পর পুনরায় তা ফিরিয়ে আনেন। বর্তমানে মুসলিমদের ঈমানী দুর্বলতার ফল স্বরূপ এবং ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের মিলিত চক্রান্ত ও প্রচেষ্টায় বায়তুল মুক্বাদ্দাস আবারও মুসলিমদের হাতছাড়া হয়েছে। তবে অতি সত্বর এমন সময় আসবে যে, অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে, বিশেষ করে ঈসা ﷺ-এর অবতরণের পর খ্রিষ্টবাদের পরিসমাপ্তি ঘটবে এবং সহীহ হাদীসসমূহের বর্ণনা অনুযায়ী ইসলামের বিজয় সুনিশ্চিত হবে। (ইবনে কাসীর)

হযরত আবু হোরায়রাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল (স.) বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেছেন, যে লোক আমার কোনো বন্ধুর সাথে শত্রুতা করবে আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবো। আমি তার ওপর যে দ্বীনি দায়িত্ব ফরয করে দিয়েছি আমার বান্দা তা ছাড়া আর কোনো পছন্দসহ জিনিসের দ্বারা আমার নিকটবর্তী হতে পারে না। আর আমার বান্দা নফলের সাহায্যে আমার নিকটবর্তী হতে থাকে, আমিও তাকে ভালোবাসতে থাকি, আর আমি যখন তাকে ভালোবাসতে থাকি তখন আমি হয়ে যাই তার কান– যার দ্বারা সে শুনে, আমি হয়ে যাই তার চোখ– যার দ্বারা সে দেখে, আমি হয়ে যাই তার হাত– যার দ্বারা সে ধরে এবং আমি হয়ে যাই তার পা– যার দ্বারা সে চলে। সে যদি আমার কাছে কিছু চায় অবশ্যই আমি তাকে তা দেই। সে যদি আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে আমি তাকে অবশ্যই আশ্রয় প্রদান করি। (বোখারী)

"আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনি একজন বিস্ময়কর অভিভাবক!"

আল্লাহ মহান! (আল্লাহ আকবর!)

কমান্ডার (আমির) আব্দুল্লাহ শামিল আবু ইদ্রিস